বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক সমীক্ষা।

GIFT

জেবউননেছা

Dhaka University Library
446927
446927

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০২-২০০৩

446927

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক সমীক্ষা।

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

446927

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষকের নাম
জেবউননেছা
রেজিষ্ট্রেশন নং- ১১১
সেশন-২০০২-২০০৩
লোক প্রশাসন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা,মা এবং

আমার একমাত্র স্নেহাস্পদ পুত্র আসির আনজারকে

446927

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য জেবউননেছা রচিত 'বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তার এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ বা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

এই অভিসন্দর্ভটি ২০০২-২০০৩ এম.ফিল ফাইনাল ডিগ্রীর জন্য সুপারিশসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হলো

তত্ত্বাবধায়ক

(ড.মোহাম্মদ মোহাব্বত খান)

অধ্যাপক

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ০৭/০৯/০৮

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে,'বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জ্ঞানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

জেবউননেছা
(জেবউননেছা)
এম.ফিল গবেষক

ঢাকা
তারিখ: ০৭-০৯-২০০৮ ইং

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে কোন গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য সরবরাহে অপারগতা, অনীহা ও দোদুল্যমানতা এবং গবেষণা কাজে আর্থিক অনুদানের সুযোগ সীমিত বা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত সেখানে সফলতার সাথে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা কঠিন ব্যাপার। তারপরও বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে তত্ত্বাবধায়ক,বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকমন্ডলী যে সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন সেজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

গবেষণা কর্মটি পরিচালনার কাজে যিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান, উপদেশ, নির্দেশ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোহাব্বত খান। তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও উৎসাহ না পেলে গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা আদৌ সম্ভব হতো না। এজন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমি আমার বিভাগীয় শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছি আন্তরিক সহযোগিতা। আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কাজের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিবেদন থেকেও এই গবেষণার কাজের জন্য তথ্য পেয়েছি। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার,জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার,কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী গ্রন্থাগার, গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও ট্র্যান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন। এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ট্র্যান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি),ঢাকা আহছানিয়া মিশন, টি.কে শিল্পগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) এর বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যতীত এই গবেষণা কর্মটি রচনা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কর্মটি পরিচালনায় প্রতিটি স্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা দান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আলহাজ্ব অধ্যাপক মুহাঃ জারজেস হোসেন,আমার শ্রদ্ধেয় বাবা বাংলা একাডেমীর সদস্য আলহাজ্ব মোঃ জালাল উদ্দিন, মা 'অলংকার' কাব্যগ্রন্থের কবি আলহাজ্ব লুৎফা জালাল। আমার জীবনসঙ্গী জনাব মোঃ মবিন উদ্দিন, যার সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কর্ম আমার পক্ষে করা সম্ভব হতো না। এজন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। গবেষণা থিসিসটি কম্পিউটার কম্পোজে বিশেষভাবে সহায়তা করার জন্য আমার ছোট ভাই প্রকৌশলী মোঃ জাকারিয়া জালাল এবং কৃষিবিদ মোঃ জান্নাতুল জালালকে জানাই ধন্যবাদ।

সেপ্টেম্বর,২০০৮ইং

(জেবউননেছা)

লোক প্রশাসন বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা নির্যাস

সুশাসনের প্রতি আকাঙ্খা পৃথিবীর সকল দেশের সকল জনগণের। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কেননা বাংলাদেশের মানুষেরাও চায় যে, তাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হোক,দেশ এগিয়ে যাক উন্নতির চরম শিখরে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় একদিকে দেশের বিভিন্ন রকম সমস্যা অন্যদিকে অসহায় জনসাধারণের কাছে সুশাসনের আকাঙ্খাটা তীব্রভাবে হচ্ছে । এসকল সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলা সম্ভব নয়। অপশাসন সংক্রান্ত সমস্যা সমূহ সমাধান করে দেশে কিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এ বিষয়ে সরকারের সব ধরণের চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। আর এ সকল সমস্যার দিকে লক্ষ্য করেই বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন কি রকম অবস্থায় আছে এ বিষয়টি নিরূপনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে এবং সে হিসেবে তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আসলেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কতটুকু সুশাসন বিদ্যমান। এছাড়া গবেষণা কর্মের অন্যান্য অধ্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে শাসন সম্পর্কে। অতঃপর সুশাসন সম্পর্কে এবং বাংলাদেশের সুশাসনের সমস্যাও উল্লেখ করা হয়েছে।তাছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

গবেষণা শুরুর পূর্বে কিছু অনুমান গঠন করা হয়। এই অনুমানগুলো কিছুটা সত্য এবং কিছুটা সত্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। কর্মকর্তাদের সুশাসন সম্পর্কে সচেতনতা থাকলেও কিভাবে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় এ ব্যাপারে তাদের উদাসীন থাকতে দেখা গেছে। তাঁদের মতে, সুশাসনের প্রয়োজন আছে এবং সুশাসনের সাথে উন্নয়নেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই প্রেক্ষিতে তাদেরও যে, কিছু করার আছে এ বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা একেবারেই স্পষ্ট নন। একইভাবে তারা বলেছেন সুশাসনই হলো সকল উন্নয়নের উৎস। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসনের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু তার সাথে সাথে তারা আরও বলছেন প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। তাঁরা একদিকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ করেছেন, অপরদিকে কেউ কেউ তাদের প্রতিষ্ঠানে সুশাসন আছে কি নেই এ বিষয়ে কোন মন্তব্যই করেননি। তাঁরা বলছেন সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অথচ নিজের প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরও যে কিছু করার আছে এ বিষয়ে তাদের কোন সচেতনতা নেই। তাদের চাকুরীর নিরাপত্তা নিয়ে তারা এত বেশী সচেতন যে এ কারণে

Dhaka University Institutional Repository

তারা কোন কথাই বলেননা। প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলছে সেভাবেই তারা নিজেদের চালিত করছেন। এতে করে প্রতিষ্ঠানের কাজে যতখানি গতিশীলতা আশা করা যায় ততখানি আশা করা যায়না।

উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মধ্যম পর্যায়ের। কেননা তাদের প্রতিটি পদক্ষপকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, তারা চায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা হোক কিন্তু বাস্তবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক মনে করেনা। এ বিষয়টি গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i-ii

গবেষণা নির্যাস iii-iv

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১-১৮

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু ১-২

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ২-৩

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ৩

১.৪ গবেষণার অনুমান ৩-৪

১.৫ গবেষণার ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞায়ন ৪-৬

১.৬ গ্রন্থ পর্যালোচনা ৬-১২

১.৭ গবেষণা এলাকার বর্ণনা ১৩

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি:(Methodology)..... ১৩

১.৮(ক): তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১৩

১.৮(খ) তথ্যের উৎস ১৩

১.৮(গ) বিশ্লেষণের একক ১৩

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১৪-১৫

১.১০ অধ্যায় বিন্যাস ১৫-১৬

তথ্য নির্দেশিকা ১৭-১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: শাসন সম্পর্কিত ধারণা ১৯-২৫

২.১ ভূমিকা ১৯

২.২ শাসনের ধারণা ও বিবর্তন ২০-২২

২.৩ শাসনের সংজ্ঞা ২২-২৪

২.৪ উপসংহার ২৪

তথ্য নির্দেশিকা ২৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: সুশাসন ও বাংলাদেশ ২৬-৪৭

৩.১ ভূমিকা ২৬

৩.২ সুশাসন কি? ২৬-২৯

৩.৩ সুশাসনের উপাদান ২৯-৩১

৩.৪ বাংলাদেশে শাসন প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ৩১-৩২

৩.৫ বাংলাদেশে সুশাসন ৩২-৪৬

তথ্য নির্দেশিকা ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়: সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ৪৮-৬৯

৪.১ ভূমিকা ৪৮

৪.২ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ..... ৪৮-৫৫

৪.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৫৫-৫৭

৪.৪ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নমালার বিশ্লেষণ..... ৫৮-৬৭

৪.৫ উপসংহার ৬৮

তথ্য নির্দেশিকা ৬৯

পঞ্চম অধ্যায় : বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ ৭০-৯৬

৫.১ ভূমিকা ৭০

৫.২ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ ৭০-৮৩

৫.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৮৩-৮৫

৫.৪ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নমালার বিশ্লেষণ..... ৮৬-৯৬

তথ্য নির্দেশিকা ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ..... ৯৮-১১৮

সপ্তম অধ্যায়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ ১১৯-১২৯

৭.১ ভূমিকা ১১৯

৭.২ বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ.. ১১৯-১২৮

৭.৩ উপসংহার ১২৮-১২৯

তথ্য নির্দেশিকা ১৩০

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ১৩১-১৩৪

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৫-১৪২

পরিশিষ্ট ১৪৩-১৪৮

পরিশিষ্ট-১..... ১৪৩-১৪৪

পরিশিষ্ট-২ ..... ১৪৫-১৪৬

পরিশিষ্ট-৩ ..... ১৪৭-১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র-৪.১ ..... ৫৮
চিত্র-৪.২ ..... ৫৯
চিত্র-৪.৩ ..... ৬০
চিত্র-৪.৪ ..... ৬১
চিত্র-৪.৫ ..... ৬২
চিত্র-৪.৬ ..... ৬২
চিত্র-৪.৭ ..... ৬৩
চিত্র-৪.৮ ..... ৬৪
চিত্র-৪.৯ ..... ৬৫
চিত্র-৪.১০ ..... ৬৫
চিত্র-৪.১১ ..... ৬৬
চিত্র-৪.১২ ..... ৬৭

পঞ্চম অধ্যায়

চিত্র-৫.১ ..... ৮৬
চিত্র-৫.২ ..... ৮৭
চিত্র-৫.৩ ..... ৮৮
চিত্র-৫.৪ ..... ৮৯
চিত্র-৫.৫ ..... ৯০
চিত্র-৫.৬ ..... ৯০
চিত্র-৫.৭ ..... ৯১
চিত্র-৫.৮ ..... ৯২
চিত্র-৫.৯ ..... ৯৩
চিত্র-৫.১০ ..... ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ..... ৯৮-১১৮

সপ্তম অধ্যায়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ ১১৯-১২৯

৭.১ ভূমিকা ১১৯

৭.২ বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ.. ১১৯-১২৮

৭.৩ উপসংহার ১২৮-১২৯

তথ্য নির্দেশিকা ১৩০

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ১৩১-১৩৪

গ্রন্থপঞ্জি ১৩৫-১৪২

পরিশিষ্ট ১৪৩-১৪৮

পরিশিষ্ট-১..... ১৪৩-১৪৪

পরিশিষ্ট-২ ..... ১৪৫-১৪৬

পরিশিষ্ট-৩ ..... ১৪৭-১৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা

তৃতীয় অধ্যায়

সারণী-৩.১ ..... ৩৫

সারণী-৩.২ ..... ৩৬

সারণী-৩.৩ ..... ৩৭

সারণী-৩.৪ ..... ৩৮

সারণী-৩.৫ ..... ৩৯

সারণী-৩.৬ ..... ৪১-৪২

সারণী-৩.৭ ..... ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

চতুর্থ অধ্যায়

চিত্র-৪.১ ..... ৫৮
চিত্র-৪.২ ..... ৫৯
চিত্র-৪.৩ ..... ৬০
চিত্র-৪.৪ ..... ৬১
চিত্র-৪.৫ ..... ৬২
চিত্র-৪.৬ ..... ৬২
চিত্র-৪.৭ ..... ৬৩
চিত্র-৪.৮ ..... ৬৪
চিত্র-৪.৯ ..... ৬৫
চিত্র-৪.১০ ..... ৬৫
চিত্র-৪.১১ ..... ৬৬
চিত্র-৪.১২ ..... ৬৭

পঞ্চম অধ্যায়

চিত্র-৫.১ ..... ৮৬
চিত্র-৫.২ ..... ৮৭
চিত্র-৫.৩ ..... ৮৮
চিত্র-৫.৪ ..... ৮৯
চিত্র-৫.৫ ..... ৯০
চিত্র-৫.৬ ..... ৯০
চিত্র-৫.৭ ..... ৯১
চিত্র-৫.৮ ..... ৯২
চিত্র-৫.৯ ..... ৯৩
চিত্র-৫.১০ ..... ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.১১..... ৯৪

চিত্র-৫.১২ ..... ৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্র-৬.১ ..... ৯৯

চিত্র-৬.২ ..... ১০০

চিত্র-৬.৩ ..... ১০২

চিত্র-৬.৪ ..... ১০৩

চিত্র-৬.৫ ..... ১০৪

চিত্র-৬.৬ ..... ১০৬

চিত্র-৬.৭ ..... ১০৭

চিত্র-৬.৮..... ১০৯

চিত্র-৬.৯..... ১১১

চিত্র-৬.১০ ..... ১১২

চিত্র-৬.১১ ..... ১১৩

চিত্র-৬.১২ ..... ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার বিষয়বস্তু

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। সকল সচেতন নাগরিকের অংশগ্রহণে দেশটিকে পরিচালনা করার জন্য। দেশকে পরিচালনা করার অর্থ হচ্ছে প্রশাসন, রাজনীতি,সেনাবাহিনী,বিচার বিভাগ ও দেশের সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে এ দেশটিকে পরিচালনা করা হবে। এ দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র এসেছিল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি দেশ পরিচালনার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার একটা সুযোগ এসেছিল। কিন্তু সে সুযোগকে গণতান্ত্রিক সরকার কতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছে,এটি সবার কাছে বোধগম্য হয়েছে। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সবচেয়ে বেশী যে উপাদানটি প্রয়োজন সেটি হলো সুশাসন। আর সুশাসনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হচ্ছে আইনের শাসন এবং আইনের শাসন মানে অবশ্যই আইনের দ্বারা শাসনকে বোঝায় এবং এখানে আইনের বাস্তবায়নকে আমরা যদি গবেষণা করে দেখি তাহলে দেখা যায়, আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার বদলে যথেষ্ঠ বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। যেটা শাসন প্রক্রিয়াকে সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত করে। সুশাসনের আর একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে জনগণের অংশগ্রহণ। যে শাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নেই সেই শাসনকে আদৌ সুশাসন বলা যেতে পারে না। বাংলাদেশে সুশাসন ও উন্নয়ন কিভাবে আসবে এর এক ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনা তথা সুশাসনের সমস্যা যার মধ্যে রয়েছে নির্ভরযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা, সংসদকে কার্যকর করার মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা, মানবাধিকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা ইত্যাদি। আর একভাগে আছে উন্নয়নের সমস্যা- এর মধ্যে স্বভাবতই প্রবৃদ্ধি,দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদ সৃষ্টি, কৃষি অথবা শিল্পের বিকাশ, মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ- সর্বোপরি দুর্নীতির সমস্যা ইত্যাদি। সুশাসন হলো দেশের সকল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার। বাংলাদেশের সুশাসনের পথে এর একটি অন্তরায় হলো রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি। বাংলাদেশে যারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি করে থাকে তাদের একে অপরের সাথে যোগসাজশ রেখে তাদের দুর্নীতির কার্যক্রম চালিয়ে যায়। আমাদের দেশে সামগ্রিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি উন্নয়ন বিরোধী মনোভাব কাজ করে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তি এবং সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উন্নয়নের জন্য কি কি করণীয় বা করা প্রয়োজন তা তারা

Dhaka University Institutional Repository

জানেননা। তারা তাদের কাজকে একটি রুটিন মাফিক কাজ বলে মনে করে থাকে। তারা মুখে মুখে উন্নয়নের কথা বললেও কাজকর্মে এ কথাটির কোন প্রতিফলন নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নৈতিকতা ও বিবেকবর্জিত দুর্নীতির চর্চা নতুন কিছু নয়। দুর্নীতি একটি সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে এবং সেটি প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধ্যায়নের বিকৃত রূপ লাভ করেছে। প্রশাসন, রাজনীতি ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যপ্তি দৃশ্যমান। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দুর্নীতির পাশাপাশি উন্নয়ন হলে ও আমাদের দেশে তেমন করে হয়নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, দুর্নীতি মূলতঃ দেশের সুশাসনের পথে অন্তরায় তা না হলে আমাদের দেশের উন্নয়ন আরও গতিশীল হত। এজন্য বড় প্রয়োজন সুশাসনের, প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকার আসবে আবার মেয়াদ শেষ হলে চলে যাবে। আবার নির্বাচিত হয়ে নতুন সরকার আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা এগুলো সরকারকেই ব্যবস্থিত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের সচেতন গোষ্ঠী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন দিক ভূমিকা বিষয়ে উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করা। এজন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জরীপ চালিয়ে উক্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধাণ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সুশাসন কি?

খ) সুশাসনের উপাদান কি?

গ) সুশাসন সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মনোভাব ও মূল্যায়ন অনুসন্ধান করা।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা তা দেখা।

ঙ) সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সাথে কি কি উপাদান কাজ করে তা বিশ্লেষণ করা।

চ) উন্নয়নের জন্য সুশাসনের কতটুকু প্রয়োজন আছে তা দেখা।

ছ) বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

জানেননা। তারা তাদের কাজকে একটি রুটিন মাফিক কাজ বলে মনে করে থাকে। তারা মুখে মুখে উন্নয়নের কথা বললেও কাজকর্মে এ কথাটির কোন প্রতিফলন নেই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নৈতিকতা ও বিবেকবর্জিত দুর্নীতির চর্চা নতুন কিছু নয়। দুর্নীতি একটি সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে এবং সেটি প্রাতিষ্ঠানিক বন্ধ্যায়নের বিকৃত রূপ লাভ করেছে। প্রশাসন, রাজনীতি ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যপ্তি দৃশ্যমান। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দুর্নীতির পাশাপাশি উন্নয়ন হলে ও আমাদের দেশে তেমন করে হয়নি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, দুর্নীতি মূলতঃ দেশের সুশাসনের পথে অন্তরায় তা না হলে আমাদের দেশের উন্নয়ন আরও গতিশীল হত। এজন্য বড় প্রয়োজন সুশাসনের, প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচিত সরকার আসবে আবার মেয়াদ শেষ হলে চলে যাবে। আবার নির্বাচিত হয়ে নতুন সরকার আসবে। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা এগুলো সরকারকেই ব্যবস্থিত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজের সচেতন গোষ্ঠী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন দিক ভূমিকা বিষয়ে উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করা। এজন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে জরীপ চালিয়ে উক্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধাণ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) সুশাসন কি?

খ) সুশাসনের উপাদান কি?

গ) সুশাসন সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মনোভাব ও মূল্যায়ন অনুসন্ধান করা।

ঘ) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা তা দেখা।

ঙ) সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সাথে কি কি উপাদান কাজ করে তা বিশ্লেষণ করা।

চ) উন্নয়নের জন্য সুশাসনের কতটুকু প্রয়োজন আছে তা দেখা।

ছ) বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) সুশাসন সম্পর্কে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জনগণের সচেতনতার মাত্রা নিরূপন করা।

ঝ) সুশাসন সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন কিরূপ তা জানা।

ঞ) উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা তা জানা।

১.৩ গবেষণার গুরত্ব

সুশাসন হলো একটি কাঙ্খিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন। সময়ের প্রয়োজনে কোন কোন দেশের প্রশাসনের বিবর্তন হয়। আর বিবর্তনের কারণ অবশ্যই শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। শাসক ও শাসিতের উভয়ের চাওয়ার মধ্যকার ব্যবধানই এই বিবর্তনের মৌলিকত্ব। শাসিতের কাম্য হবে শুধু শাসন নয়, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন সুশাসন।

বাংলাদেশের বেসরকারী ক্ষেত্র, সরকারী ক্ষেত্রের বর্তমান অবস্থাকে আরো বেশী গতিশীল করার জন্য সুশাসন প্রয়োজন। কারণ এই ক্ষেত্রগুলো থেকেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, মানবাধিকার উন্নয়ন,শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সেবা এবং সর্বোপরি সম্পদের টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। তাছাড়া বলা যায় কার্যকর প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য সুশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এর সূত্র ধরেই সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে এ বিষয়টি সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক সমীক্ষা গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার অনুমান

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রথমে কতিপয় অনুমান গঠন করা হয়েছে এবং পুরো গবেষণায় এসব অনুমানকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রধান অনুমান সমূহ নিম্নরূপ:

(ক) সুশাসন সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সচেতনতার মাত্রা সাধারণ মানের।

(খ) কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের অধিকাংশই সুশাসন মূল্যায়ন বিষয়ে মোটামুটি সচেতন।

(গ) কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেশীরভাগই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে সে সম্পর্কে কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা মোটামুটি সচেতন।

(ঙ) বেশীরভাগ কর্মকর্তা বা কর্মচারী সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সম্ভবত তাদের মতামত ব্যক্ত করবেন।

(চ) প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে জানা।

(ছ) সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে জানা।

(জ) সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কতটুকু জবাবদিহিতা আছে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন।

(ঝ) উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রয়োজন আছে কি না এ বিষয়টি অনুসন্ধান করা।

১.৫ গবেষণার ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞায়ন:

বর্তমান গবেষণায় সুশাসন বলতে বোঝায় "যারা ক্ষমতায় থাকে এবং প্রয়োগ করে। যেমন: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান,আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান,সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জবাবদিহিতা,রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও নাগরিকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা, সেবা সরবরাহ করা নাগরিকদের জন্য সুযোগ তৈরী করা।"

যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সেগুলোর কার্যাবলী,গঠন কাঠামো, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানগুলো কতটুকু সচেতন এসব বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কতৃর্ক নিয়োগপ্রাপ্ত ক্যাডার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও নন -ক্যাডার ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলতে মূলত: এনজিও র কথা বলা হয়েছে। যে সকল এনজিও সমাজের নি:স্ব, দরিদ্র ব্যক্তিদের দারিদ্র্য মোচন ও তাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ও দেশের একটি বেসরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ও গবেষণা কর্মে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মুলতঃ গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়।

গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার যে সকল প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

(ক) **গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়:** এ মন্ত্রণালয়টি গণপূর্ত ও দালান নির্মাণ ও সংরক্ষণ করে থাকে এবং সকল সরকারী ভূমি ও দালান নিস্পত্তি, দখলকরণ, পরিত্যাগ, ইজারা দেওয়া ও লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

(খ) **জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:** এ প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও স্থানীয় পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে থাকে।

(গ) **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়:** এ মন্ত্রণালয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভৃতি জাতীয় পরিকল্পনা করে থাকে।

(ঘ) **মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ:** এ বিভাগটি মন্ত্রীপরিষদ কমিটির জন্য সকল প্রকার সাচিবিক কাজ, রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর বেতন ও অন্যান্য সুবিধা, রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে সমন্বয় করে থাকে।

(ঙ) **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়:** এ মন্ত্রণালয়টি সংবিধান অথবা আইন কর্তৃক প্রদত্ত সরকারী কর্মকর্তার সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধাদি নিশ্চিত করে থাকে।

গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত বেসরকারী পর্যায়ে যে সকল প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

(ক) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র: সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নারী উন্নয়ন ও তাদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনায় রেখে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক): ব্র্যাক দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা নিয়ে মূলতঃ কাজ করে থাকে।

(গ) ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টি.আই.বি): গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,সততা এবং নিরপেক্ষতা-এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে টিআইবি তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে টিআইবি সক্রিয়,যাতে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের দূর্নীতি রোধ করা যায় এবং সেই সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঘ) টি.কে শিল্পগোষ্ঠী : এই প্রতিষ্ঠানটি তেল,গ্যালভ্যানাইজড আয়রন শীট, গ্যালভ্যানাইজড প্লেইন শীট,পেত বোটল,পিপি সিমেন্ট সেকস,চা,লিখন এবং মুদ্রণের কাগজ সরবরাহ এবং বিক্রয় করে থাকে।

(ঙ) ঢাকা আহছানিয়া মিশন: সমাজের বঞ্চিত,দরিদ্র লোকদের সামাজিক এবং অন্যান্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন কাজ করে।

১.৬ গ্রন্থ পর্যালোচনা

শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, নীতিমালা ঘোষণা, কর্মপন্থা নির্ধারণ সহ বেশ কিছু গ্রন্থ ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম ও গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হলোঃ

আবুল মাল আব্দুল মুহিত, তার **Issues of Governance in Bangladesh** গ্রন্থে শাসন ও সুশাসন নিয়ে আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে। প্রশাসনের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটিতে পরিকল্পনা, বাজেট, ভূমি প্রশাসন এবং ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত পরিকল্পনা এবং নির্বাচন পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।একবিংশ শতাব্দীতে শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। লেখক একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় প্রশাসন সম্পর্কে কিছু আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। লেখক সরকারের সংস্কার এবং গ্রহণযোগ্য পরিকল্পনা করার কথা বলেছেন। গ্রন্থটিতে ২০০১ সনের বাংলাদেশের অর্থনীতির নেতিবাচক কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন-অদক্ষ প্রযুক্তি, দুর্বল অবকাঠামো,অশিক্ষিত এবং অদক্ষ জনগণ ও দারিদ্র্যতার কথা বলেছেন। অতঃপর ২০৪০ সালের মধ্যে এ সকল সমস্যা সমাধান করে দেশ কিভাবে শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে পারে এবং সেই সাথে দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার কথা লেখক সুস্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। সবশেষে লেখক

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, জনগণের অংশগ্রহণ, তৃণমূল পর্যায়ের পরিকল্পনা,গণতন্ত্র,জবাবদিহিতা থাকলে যে কোন দেশ বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে বলে লেখক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সি.পি. বার্থওয়াল তাঁর সম্পাদিত **Good Governance in India** গ্রন্থটিতে শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা সুশাসন সম্পর্কে যে সকল সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থটিতে সুশাসনের বিভিন্ন কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে শাসনের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।আর যে কারণে গ্রন্থটিতে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে সুশাসনকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- আমলাতন্ত্র,পুলিশ বাহিনী, দায়িত্বশীল প্রশাসন,সেনাবাহিনী,দুর্নীতি,গণতন্ত্র,সন্ত্রাস,মানবাধিকার,জনগণের অংশগ্রহণ,নির্বাহী বিভাগ, বিকেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সুশাসনকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুশাসনকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে সবগুলো বিষয়কে ভারতের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নাগরিকের জন্য যে শাসন অত্যাবশ্যকীয় এ বিষয়টিরও অবতারণা করা হয়েছে। সবশেষে বলা যায় যে, সুশাসন এর ঐতিহাসিক পটভূমি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের একটি সুন্দর বিশ্লেষন রয়েছে এ গ্রন্থটিতে।

জ্যান কুইমেন তাঁর **Governing as Governance** নামক গ্রন্থে সামাজিক এবং রাজনেতিক ক্ষেত্রের মধ্য থেকে সুশীল সমাজ,শাসন ব্যবস্থা,বাজার ব্যবস্থা এ সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে শাসন ব্যবস্থার অনেক চ্যালেঞ্জই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। আধুনিক শাসনব্যবস্থা সব সময় একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে তার কাজ পরিচালিত হতে পারে এ বিষয়ে লেখক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি গভর্নিং বলতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, সরকারী এবং বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকবে। যে দায়বদ্ধতা থেকে একটি সুন্দর সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। লেখক বলেছেন, 'Governance can be seen as the totality of theoritical conception on governing.'

Dhaka University Institutional Repository

হাসনাত আব্দুল হাই তাঁর সম্পাদিত **Governance: South Asian Perspective** গ্রন্থটি মূলত সম্পাদিত গ্রন্থ। প্রায় ৩০ টি লেখার সমন্বয় ঘটেছে গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটিতে শাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও নেপালের শাসনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলতঃ দক্ষিণ এশিয়ার শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থটিতে শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সুশাসনকে নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ,সংসদ ও নারীদের সমঅধিকার বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেমন- পাকিস্তান, ভারত।সুশীল সমাজ এবং গভর্ন্যান্স এ দুটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে গ্রন্থে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সুশাসনের বিষয়টিকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখানো হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় সুশাসন নিশ্চিত হতে পারে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শাসন ব্যবস্থার সাথে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, গ্রন্থের প্রতিটি লেখায় দক্ষিণ এশিয়ায় শাসন ব্যবস্থার কথা এসেছে এবং কিভাবে এই শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার মাধ্যমে সুশাসনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কামাল সিদ্দিকী তাঁর **Towards Good Governance in Bangladesh:Fifty Unpleasant Essays** গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কৃতি এবং রাজনীতির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে সরকারের নির্বাহী,বিচার ও আইন বিভাগের কার্যাবলী,বিভিন্ন রাজনৈতিক দল,গণমাধ্যমের ভূমিকা,সরকার এবং রাজনীতিতে নারী,স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে কোন দেশে যদি সরকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গুলোতে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে সে দেশে কোনদিন সুশাসন আসতে পারেনা। গ্রন্থটিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের দুর্নীতি দমনে কিরূপ ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে শক্তিশালী করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বহুপাক্ষিক এবং দ্বি-পাক্ষিক দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সুশাসন সম্পর্কিত কিছু ধারণা প্রদান করেছেন এবং লেখক সুশাসনের কিছু উপাদানের কথা বলেছেন, যেমনঃ জবাবদিহিতা,অংশগ্রহণ, ভবিষ্যৎবাচ্যতা এবং স্বচ্ছতা।

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার, এনজিও এবং সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে এ বিষয়ের অবতারণা করেছেন। গ্রন্থটিতে লেখক প্রত্যেক মন্ত্রণালয় এবং করপোরেশন বোর্ড, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রশাসনিক সমস্যার কথাও বলেছেন। লেখক সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে সেমিনার আয়োজন করে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার কথা বলেছেন। গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে লেখক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একবিংশ শতাব্দীতে সুশাসনের কোন বিকল্প নেই।

মাধব গডবল তার **Public Accountability and Transparency:The Imperatives of Good Governance** গ্রন্থে ভারতের সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলীর কথা বলা হয়েছে। বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের কথা বলা হয়েছে যারা কিনা সুশাসন সৃষ্টিতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের আকারকে ছোট করে শাসন ব্যবস্থাকে গুণগত দিক থেকে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। লেখক সেই সাথে পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের কথা বলেছেন যে,পুলিশ বাহিনী যদি তাদের নিজ দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। লেখক পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের মানবাধিকার রক্ষা, শান্তি, নিরাপত্তা বিষয়টিকে জড়িত করেছেন।অতঃপর প্রশাসনে উন্নয়নের জন্য স্বচ্ছতার কথাও বলেছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ এবং মূল কথা হচ্ছে জনগণের মধ্যে লিঙ্গ সচেতনতা, কাজে অংশগ্রহণ, লাল ফিতার দৌরাত্মের অবসান ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এই সবগুলো বিষয় কোন শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে বলে লেখক তাঁর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

মাহফুজুর রহমান তাঁর **Poor Governance,Hurts Bangladesh Hard: Promise to Combat Corruption are all But Fulfilled** গ্রন্থে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিশেষ করে যে সব কারণে শাসনব্যবস্থা তার দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে সেগুলো নিয়ে প্রায় শতাধিক বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষতঃ দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন এত সময় লাগছে এ বিষয়ে বিভিন্ন কারণ দেখানো হয়েছে, যেমন- রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, সংঘাতময় রাজনীতি, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, অদক্ষ স্থানীয় সরকার, আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ, ন্যায়পাল নিয়োগে বিলম্ব এবং আরও অন্যান্য দুর্বলতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির প্রসঙ্গও টানা হয়েছে। যেমন- বিশেষ করে

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াসা,পিডিবির কথা বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার দুর্বল চিত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং কিভাবে এ অবস্থা থেকে উত্তরন পাওয়া যায় এ বিষয়ে কিছু গঠনমূলক সমাধানের উপায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোয়ার আলম এবং এনড্রি নিকশন তাঁদের সম্পাদিত **Managing Change in Local Governance** গ্রন্থে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উপর প্রায় ১১ টি লেখার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। প্রত্যেকটি লেখায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা, সরকারের সংস্কার কিভাবে করা যায় সে সব উদ্যোদান, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের চ্যালেঞ্জ এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে কিভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় এ কথাটিও রয়েছে। গ্রন্থটিতে ল্যাটিন আমেরিকার দেশ কলাম্বিয়ার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পানি সরবরাহ কিভাবে হচ্ছে এর উপর একটি প্রতিবেদন রয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সেবা করা যাবে কিনা উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পাকিস্তানকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। স্থানীয় সরকার এবং আন্ত জাতিক উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন দেশের উপর কেস স্টাডি দেয়া হয়েছে, যেমন-ঘানা, উগান্ডা এবং শ্রীলংকা। এছাড়াও কেনিয়া,ঘানা, পাকিস্তান, সোয়াজিল্যান্ড, মৌরিশাস, এন্টিগুয়া,বারমুডা ও লেসেথো এ সকল দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, জেলা কাউন্সিলের কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এ সকল দেশের স্থানীয় সরকারের অনেক ভালো ভালো উদাহরণ পাওয়া গেছে। যেমনঃ এ সকল দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাগুলো বিভিন্ন দিকে কি কি ভূমিকা পালন করছে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলতঃ লোক প্রশাসনের একটি বৃহৎ অংশ হলো স্থানীয় সরকার। আর এই স্থানীয় সরকারকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায় বলে গ্রন্থটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন।

মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার তাঁর এম.এ গবেষণার উপর ভিত্তি করে **Civil Service, Ethics and Good Governance** গ্রন্থে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ যথাক্রমে অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের নীতিবোধ এবং সুশাসনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের দুর্নীতি এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। এই বিষয়গুলোর মধ্যে যে সকল দুর্বলতা রয়েছে সেই দুর্বলতাগুলোকে কাটিয়ে কিভাবে সিভিল সার্ভিসের সুশাসন নিশ্চিত করা যায় সেগুলো বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সিভিল সার্ভিসের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দুই দেশের সিভিল

Dhaka University Institutional Repository

সার্ভিসের কাঠামো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখক দুই দেশের সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মনে নীতিবোধ জাগ্রত করে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় এ বিষয়ে ধারণা প্রদান করেছেন। লেখক গ্রন্থটিতে বোঝাতে চেয়েছেন,যে কোন দেশের সিভিল সার্ভিসের নীতিবোধের বিষয়টি উপস্থিত থাকা প্রয়োজন যা কিনা সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে নৈতিকতার চর্চাকে কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় এ বিষয়ে লেখক তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। উভয় দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য নিরূপন করেছেন এবং কিভাবে সুশাসন নিশ্চিত করা যায় এ বিষয়ে কথা বলেছেন। আর এ জন্য উদাহরণ হিসেবে অষ্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের নীতিগুলোকে পর্যালোচনা করে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

ভি.এ.পাই. পানানদিকার তাঁর সম্পাদিত **Problems of Governance in South Asia** গ্রন্থে মূলত: রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। সেই সাথে দক্ষিণ এশিয়ার শাসন ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন রাজনীতি এবং সুশাসন একসাথে ভালভাবে চলতে পারেনা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়। রাজনীতিতে সামাজিক ন্যায়বিচার কিছু কিছু বিষয়ে দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা প্রয়োগের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ না করে দুর্নীতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত কাজ করে থাকে। আর এই হলো দক্ষিণ এশিয়ার শাসনব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক বিষয়। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৫টি দেশের শাসনব্যবস্থার ১৫টি সমস্যা চিহ্নিত করেছেন,যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্যতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ধীরগতি, নিরক্ষরতা,শিশু মৃত্যু, গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব, শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা, রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা,সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিকীকরণ,বর্ণগত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, সহিংসতা, অতি নগরায়ন, পরিবেশগত বিপর্যয় ও সকল পর্যায়ে দুর্নীতি। লেখক এই সমস্যা গুলোকে সমাধানের জন্য ৮টি কার্যক্রমের কথা বলেছেন, যেমন- নাগরিকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রন, সাম্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, জনগণের সেবার মান বাড়াতে পারে এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং এনজিও গুলোকে দক্ষভাবে কাজ করতে হবে। এই আটটি কার্যক্রমের মধ্যে সুশাসন নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক চর্চা,শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন,শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে জবাবদিহিতা এ কার্যক্রমগুলো

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ এশিয়ায় সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে বলে লেখক আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। লেখক শাসনব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে অবলোকন করেছেন এবং কিভাবে সে সকল সমস্যা থেকে সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে পারে এ বিষয়ে কিছু পরামর্শ প্রদান করেছেন। গ্রন্থটি তথ্যবহুল এবং সমসাময়িক হওয়ার কারণে পাঠক মহলের সমাদৃত হয়েছে বলে আশা করা যায়।

আব্দুল আউয়াল মিন্টু তাঁর বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র গ্রন্থে মূলতঃ বাংলাদেশের রাজনীতি,সরকার ও সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে সুশাসনের সংজ্ঞা,উন্নয়ন,আইনশৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা এবং রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানি,এন.জি.ও নিয়ামক সংস্থা, সংবিধান,সংসদ,বিচার ব্যবস্থা, মন্ত্রণালয়, নির্বাচন এ সকল ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছে সেগুলো আলোচনা করেছেন এবং এ বিষয়গুলোর সাথে সুশাসনের সম্পর্ক রয়েছে এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো,ভৌত অবকাঠামো, জ্বালানী অবকাঠামো বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। লেখক জাতির আশার ভবিষ্যতের কথা বলেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের মানুষ একটা ভালো অর্থনীতি, একটা ভালো সমাজ ও একটা উত্তম রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার আশায় দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন,সংগ্রাম করে আসছে। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলেই কেবল এই অভিলাষ পূর্ণ হবে। গ্রন্থে লেখক সামগ্রিকভাবে আরো উল্লেখ করেছেন যে,অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য মোচন যে কিছু পূর্বশর্ত সাপেক্ষ তা এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এই আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলো হলো দক্ষ শাসন, সুশাসন, জবাবদিহিতা অনুকূল পরিবেশ, গণতন্ত্র, জনসাধারণের ক্ষমতায়ন, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, উপযুক্ত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান প্রবৃদ্ধির অনুকূল সময়োপযোগী নানাবিধ সংস্কার, সম্প্রসারিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সু রাজনীতি, উপযুক্ত অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকলে প্রায় সব দেশেই দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব। লেখক দেশের শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। লেখক বলেছেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাবোধ এবং সর্বোত্তম নীতি কৌশল দেশকে দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেবে। সুশাসন জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এই প্রত্যাশা করেছেন তার গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৭ গবেষণা এলাকার বর্ণনা

বর্তমান গবেষণাটি কেস ষ্টাডি পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়,গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টি.আই.বি),টি.কে শিল্পগোষ্ঠী ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি:

১.৮(ক) তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: এই গবেষণায় উন্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরীপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার পূর্বে প্রাথমিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা,পদের নাম ইত্যাদি বিষয় জেনে নেয়া হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরী করা হয় যা পরবর্তী ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা সঠিকভাবে তৈরী করতে যথেষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কাঠামোগত দিক থেকে প্রশ্নপত্র উন্মুক্ত প্রশ্নমালা প্রকৃতির।

১.৮(খ) তথ্যের উৎস: এই গবেষণায় গৃহীত তথ্য মুলত: মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক উৎসের তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গবেষণা কার্যের বিভিন্ন আলোচনার ক্ষেত্রে বা তাত্ত্বিক ভিত্তিক জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা,সরকারী নথিপত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

১.৮(গ) বিশ্লেষণের একক

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সরকারী ও সেরকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। অতএব এই গবেষণার বিশ্লেষণের একক হলো সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম অনার্স বা স্নাতক। তবে মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের একক হচ্ছে কতিপয় সামাজিক উপাদান। এগুলো হচ্ছে বই-পুস্তক,জার্নাল, প্রবন্ধ ও প্রশ্নপত্র।

Dhaka University Institutional Repository

১.৯ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যা ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি, আন্তরিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাহায্যে এসব সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে।

(ক) গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির সন্দেহ প্রবণতা। তাদের ধারণা প্রশ্নপত্রের উত্তর ফাস হয়ে যেতে পারে। সেজন্য তারা প্রথম দিকে গোপনীয়তা বজায় রেখে সতর্কতার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া এই প্রশ্নপত্রের "উত্তরদাতাদের নাম গোপন রাখা হবে তো?" এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় সবাইকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। তাছাড়া কোন কর্মকর্তা তাদের নাম আবার কোন কোন কর্মকর্তা তাদের পদের নাম দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় অনেক সময় গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয়েছে।

(খ) বর্তমান গবেষণার জন্য আমাকে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছে যেতে হয়েছে। যারা অনেক সময় কর্মব্যস্ত ছিলেন। কেউ বলেছেন এক সপ্তাহ পর আসেন। কেউ বলেছেন এত বড় প্রশ্নপত্র উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ 'সুশাসন' সম্পর্কে বেশী জানেননা বলে কৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদেরকে দেয়া প্রশ্নপত্রগুলো উত্তর সহ ফেরৎ দিতে প্রায় মাস খানেক সময় নিয়েছিলো তাদের কর্মব্যস্ততার কারণে।

(গ) একটি এম.ফিল থিসিসের জন্য নির্ধারিত সময় ৩৬৫ দিন বা এক বছর। বর্তমান গবেষণাটি যথার্থভাবে সম্পাদনের জন্য তা অপ্রতুল। উপরন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং একক প্রচেষ্টায় এরূপ একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে ও এ গবেষণা কর্মটি সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং গবেষণার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা পর্যায় থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় এটি একটি বড় সফলতা বলে মনে হয়। এজন্য এ গবেষণা কর্মটি এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের তথ্যগত ও তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(ঘ)স্থান সংকুলানের অভাবে ব্যাপক সংখ্যক তথ্য সারণী বিশ্লেষণ এমনকি গবেষণা নকশা সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) শাসন (Governance) ও সুশাসন (Good Governance) প্রত্যয়টি নব্বই দশক থেকে জোরালোভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ সব সময় হাতের নাগালে না পাওয়ায় তথ্যের অধিক বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। এত সব সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষক প্রাণপন চেষ্টা করেছেন সর্বাধিক পরিমাণে তথ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলতে।

১.১০ অধ্যায় বিন্যাস

আলোচ্য গবেষণাকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।প্রতিটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।তবে সর্বত্রই নির্ধারিত অনুমানসমূহ পরীক্ষা করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

বর্তমান গবেষণার একটি ভূমিকা। এতে গবেষণার বিষয়বস্তু,উদ্দেশ্য,গুরুত্ব,গবেষণার অনুমান, গবেষণার ধারণার কার্যকরী সংজ্ঞায়ন,গ্রন্থ পর্যালোচনা,গবেষণা এলাকার বর্ণনা,গবেষণা পদ্ধতি,গবেষণার সীমাবদ্ধতা সংযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: শাসন সম্পর্কিত ধারণা

শাসনের ধারণা, শাসন কি, শাসনের ধারণার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: সুশাসন ও বাংলাদেশ

সুশাসন কি,বাংলাদেশের সুশাসন, সুশাসনের ধারণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা,সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী ও তাদের দেয়া প্রশ্নমালার উত্তরের ভিত্তিতে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সুশাসনের প্রেক্ষিতে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী ও তাদের দেয়া প্রশ্নমালার উত্তরের ভিত্তিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সুশাসনের প্রেক্ষিতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ

বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার

বর্তমান গবেষণা কর্মের উপসংহার। এ অধ্যায়ে সমগ্র গবেষণাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কতিপয় উপসংহার টানার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

Alam, Monowar and et al eds.(2006).**Managing Change in Local Governance .** London: Commonwealth Secretariat,

Barthwal,C.P. (2003).**Good Governance in India.** New Delhi : Deep &Deep Publications.

Godbole,Madhav, (2003).**Public Accountability and Transparency : The Imperatives of Good Governance.**New Delhi:Orient Longman Private Limited.

Hye,H.A.(ed) (2000).**Governance:South Asian Perspective,**Dhaka: University Press Limited (UPL).

Muhith,A.M.A.(2001).**Issues of Governance in Bangladesh**.Dhaka: Mowla Brothers.

Mazumder,N.A.(2005).**Civil Service, Ethics and Good Governance**. Dhaka: College Gate Printing and Publishing.

Rahman,M.(2004).**Poor Governance Hurts Bangladesh Hard: Promise to Combat Corruption are all But Fulfilled.** Dhaka:News Network.

Siddiqui,K. (1996).**Towards Good Governance in Bangladesh:Ffifty Unpleasant Essays.**Dhaka:UPL.

Panandiker,V.P.(2000).**Problems of Governance in South Asia**.Dhaka: UPL.

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

Alam, Monowar and et al eds.(2006).**Managing Change in Local Governance .** London: Commonwealth Secretariat,

Barthwal,C.P. (2003).**Good Governance in India.** New Delhi : Deep &Deep Publications.

Godbole,Madhav, (2003).**Public Accountability and Transparency : The Imperatives of Good Governance.**New Delhi:Orient Longman Private Limited.

Hye,H.A.(ed) (2000).**Governance:South Asian Perspective,**Dhaka: University Press Limited (UPL).

Muhith,A.M.A.(2001).**Issues of Governance in Bangladesh**.Dhaka: Mowla Brothers.

Mazumder,N.A.(2005).**Civil Service, Ethics and Good Governance.** Dhaka: College Gate Printing and Publishing.

Rahman,M.(2004).**Poor Governance Hurts Bangladesh Hard: Promise to Combat Corruption are all But Fulfilled.** Dhaka:News Network.

Siddiqui,K. (1996).**Towards Good Governance in Bangladesh:Ffifty Unpleasant Essays.**Dhaka:UPL.

Panandiker,V.P.(2000).**Problems of Governance in South Asia**.Dhaka: UPL.

Dhaka University Institutional Repository

Kooiman, J.(2003).**Governing as Governance.** London: Sage.

মিন্টু,আব্দুল আউয়াল। (২০০৪)। **বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র**। ঢাকা :ইউপিএল।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসন সম্পর্কিত ধারণা

২.১ ভূমিকা ঃ

চতুদর্শ শতাব্দী থেকে 'শাসন' শব্দটির সাথে সবাই কমবেশী জড়িত। রাষ্ট্রের পূণর্নিণীত সংজ্ঞায় দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণ এবং পরিচিত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় সবাই এবং সবকিছুই রাষ্ট্রীয় উপাদান। শাসনের ক্ষেত্রে সবাই কমবেশী অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এভাবে শাসনের দায়িত্ব ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার উত্তর খুজেঁ পাওয়া যায় বিভিন্ন পর্যায় বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে যার অনেকগুলি হয়ত আগে কখনও ছিলনা।'সরকার' (গভর্ণমেন্ট) ও 'শাসন' (গভর্ন্যান্স) পার্থক্য আছে। শাসন হচ্ছে একটি প্রায়োগিক প্রক্রিয়া যা প্রভাবিত করে জননীতির ফলাফলকে। এ সংজ্ঞায় এবং শাসনের ক্ষেত্র ও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত (সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র,২০০০:৬৫)। শাসন বা গভর্ন্যান্স বলতে বোঝায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকে। শাসন বলতে শুধুমাত্র রাজনেতিক শাসনকে বোঝায়না। আরও কিছু শাসন ব্যবস্থার ধারণা অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, যেমন:- আন্তজার্তিক শাসনব্যবস্থা, জাতীয় শাসনব্যবস্থা,প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। আর এই শাসন ব্যবস্থার ধারণা 'গণতন্ত্রের সূতিকাগার' নামে খ্যাত গ্রীক থেকে বেশীরভাগ গৃহীত। প্রাচীন গ্রীকে শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেমন- ন্যায়বিচারের স্বাধীনতা, সাংবিধানিক সরকার এবং আইনের মর্যাদা অথবা ন্যূনপক্ষে তাদের সংজ্ঞাসমূহ গ্রীক চিন্তাবিদগণের নগর রাষ্ট্র সম্পর্ক ভাবনা হতে উদ্ভূত। তবে বলা যায় গ্রীক সভ্যতা থেকে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারণা উদ্ভাবিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, গ্রীক সভ্যতার পূর্বে রাষ্ট্রচিন্তার কোন ধারণা ছিলনা। শাসক-শাসিতের মতো না থাকলেও একটি সমাজ ছিল,যে সমাজ শাসন করত।শাসন কয়েক ধরণের হতে পারে রাজতান্ত্রিক,অভিজাততান্ত্রিক,স্বৈরতান্ত্রিক,ধনিকতান্ত্রিক,গণতান্ত্রিক,জনতাতান্ত্রিক,একনায়কতান্ত্রিক। আর এ সমস্ত শাসনব্যবস্থায় জনগণ দেশ ও তাদের পরিবেশের উপর নির্ধারিত হয়। আর এ সব শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেটি উত্তম সেটি হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। যে দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যত শক্তিশালী সে দেশে শাসন ব্যবস্থার সফলতাকেই সুশাসন বলা যায়। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। যেমন- দার্শনিক প্লেটো। তিনি দার্শনিক রাজার শাসনকে আদর্শ রাষ্ট্র বলেছেন। এরিষ্টটল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের ভিত্তিতে তিনি তিন ধরণের শাসন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার কথা বলেছেন। আবার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে ছয়ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর মধ্যযুগে সেন্ট অগাষ্টিন বলেছেন 'মানুষকে ঈশ্বর তার সীমাহীন করুণা ও স্নেহের আপন প্রতিচ্ছায়ায় সৃষ্টি করেছেন' তাদের উপর মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তিনি চাননি। তাই প্রথমে শাসকদের বলা হতো 'দলীয় নেতা','পালের পালক'। পরে তাদের মধ্যে মানবিক গুণের বিকৃতি দেখা দিলে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। তাঁর মতে, সরকার খারাপ নয়। মানুষের খারাপ প্রবণতা রয়েছে বলে সরকারের সৃস্টি হয়েছে (আহমেদ:২০০৬:৯৪)। অপরদিকে সেন্ট টমাস এক্যুনাস খুব জোরে সোরে রাজতন্ত্রের পক্ষে রায় দেন। তার ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবেই রাজতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠতম সরকার বলে আখ্যায়িত করেন। আবার এও বলেছেন রাজতন্ত্র সীমিত না হলে তা উৎপীড়নমূলক হয়ে উঠতে পারে। অপরদিকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়েভেলী। তিনি জাতীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে মতবাদ প্রদান করেছেন যেটি কিনা সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ। এভাবেই বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন দার্শনিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রদান করেছেন যেমন টমাস হবস, জন লক, রুশো, জন স্টুয়ার্ট মিল, মন্টেস্কু, কার্ল মার্কস,জা বোদা প্রমুখ। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ শাসনব্যবস্থার কথা বলেছেন এবং শাসনব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন।

২.২ শাসনের ধারণা ও বিবর্তন:

শাসন' শব্দটি নতুন নয়। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীন বিষয়। শাসন শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Governance', যার অর্থ হচ্ছে 'শাসন'। যে শব্দটিকে বৃহৎ পরিধি থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, এগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতার মাধ্যমে একটি কর্তৃত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বন্টন। মূলতঃ শাসন বা গভর্ন্যান্স ধারণাটি অতিমাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ১৯৮০ সালের দিকে। বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্টে শাসন বা গভর্ন্যান্স ধারণাটি উঠে আসে এবং রিপোর্টটির নাম ছিল 'Sub-Saharan Africa:From Crisis to Sustainable Growth'.আর এর মাধ্যমে শাসন বা গভর্ন্যান্স ধারণাটি মূর্ত রূপ লাভ করে। সম্প্রতি ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীর দিকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট Interim Staff Instructions on Governance' বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে প্রতিবেদন পত্র তৈরী করেন । ১৯৮০ এর দশকে বাজার অর্থনীতি ও কাঠামোগত সামঞ্জস্যের ধারণা যখন উত্থাপিত হয় তখন থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শাসন সম্পর্কিত ধারণাটি বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অতীতের সকল ত্রুটি ও বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে শাসন কাঠামোকে জনগণের কল্যাণে নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আসার জন্য অনেক এজেন্সী এবং দাতা সংস্থা ৯০ এর দশকে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণার অবতারণা করেন। আর এই ধারণাটি হলো শাসন। শাসন বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক শাসনকে বোঝায়না, এটি হতে পারে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় অর্থাৎ শাসন হলো কিভাবে সংগঠন চালিত হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি প্রক্রিয়া এবং কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। যেহেতু শাসন হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। সেহেতু যারা সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী এবং যারা সিদ্ধান্ত গ্রহনে নিয়োজিত থাকে তাদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার যখন তার দায়িত্ব পালন করে তখন সরকারের মধ্যে শাসন বিষয়টি উঠে আসে । তবে এ সকল কাজ শুধুমাত্র যে সরকার করবে তা নয়, এছাড়াও আরও কিছু ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রয়েছে যারা কিনা গণমাধ্যমে, সমাজে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়িক সংগঠনে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে পারে। শাসন ধারণাটি একটি আলাদা বিষয় হিসেবে দাঁড়ায় সরকারের ধারণা থেকে। সরকার যখন নাগরিকদের কাছ থেকে একটি দেশ পরিচালনা করার জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে শাসন বলে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা হিসেবে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সীর সাথে নাগরিকদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ গড়ে তোলাই শাসন। তাদের মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শাসন ধারণাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় সেটি হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা। বাজার অর্থনীতিতে সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে,যেমন- ক)সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা গ) সরকারী দ্রব্য নিয়োজিত করা ঘ) বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করা ঙ) সমতা উন্নয়ন করা। তাছাড়াও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক শাসনের কিছু উপাদান সংশ্লিষ্ট করেছেন, সেগুলো হলো: (ক) উন্নয়ন বিষয়টিকে এমনভাবে স্বীকৃতি দেয়া যেখানে নীতি নির্ধারণের পরিবেশ তৈরী করা যায় (খ) উন্নয়নমূলক দক্ষতা ও সমতায়নের দিকে জোর দেয়া (গ) অর্থনৈতিক দিকে জোর দেয়া। উন্নয়নমূলক প্রবন্ধগুলোতে মানবিক দিক সমূহ অগ্রগণ্য হয়ে তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন ফলাফলকে প্রভাবিত করার একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র হিসেবে নব্বই দশকে শাসন প্রত্যয়টি নতুন করে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বব্যাংক 'গভর্ন্যান্স' (শাসন) এবং 'গুড গভর্ন্যান্স' (সুশাসন) বলতে দুটি বিষয়ের অবতারণা করেছে। প্রথমত: একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত: অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে সে হিসেবে সুশাসনকে দেখা হয়েছে। নানা পথ পরিক্রমা আর শাসন প্রক্রিয়ার বিবর্তনের মাধ্যমে আজ একবিংশ

Dhaka University Institutional Repository

আসার জন্য অনেক এজেন্সী এবং দাতা সংস্থা ৯০ এর দশকে শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণার অবতারণা করেন। আর এই ধারণাটি হলো শাসন। শাসন বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক শাসনকে বোঝায়না, এটি হতে পারে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং স্থানীয় অর্থাৎ শাসন হলো কিভাবে সংগঠন চালিত হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য কি প্রক্রিয়া এবং কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। যেহেতু শাসন হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং বাস্তবায়নের একটি প্রক্রিয়া। সেহেতু যারা সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী এবং যারা সিদ্ধান্ত গ্রহনে নিয়োজিত থাকে তাদের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য। অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার যখন তার দায়িত্ব পালন করে তখন সরকারের মধ্যে শাসন বিষয়টি উঠে আসে । তবে এ সকল কাজ শুধুমাত্র যে সরকার করবে তা নয়, এছাড়াও আরও কিছু ক্রিয়াশীল গোষ্ঠী রয়েছে যারা কিনা গণমাধ্যমে, সমাজে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়িক সংগঠনে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা পালন করতে পারে। শাসন ধারণাটি একটি আলাদা বিষয় হিসেবে দাঁড়ায় সরকারের ধারণা থেকে। সরকার যখন নাগরিকদের কাছ থেকে একটি দেশ পরিচালনা করার জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে শাসন বলে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা হিসেবে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সীর সাথে নাগরিকদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ গড়ে তোলাই শাসন। তাদের মতে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শাসন ধারণাটির সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যায় সেটি হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের ভূমিকা। বাজার অর্থনীতিতে সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে,যেমন- ক)সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা খ) অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা গ) সরকারী দ্রব্য নিয়োজিত করা ঘ) বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে বিশ্লেষণ করা ঙ) সমতা উন্নয়ন করা। তাছাড়াও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক শাসনের কিছু উপাদান সংশ্লিষ্ট করেছেন, সেগুলো হলো: (ক) উন্নয়ন বিষয়টিকে এমনভাবে স্বীকৃতি দেয়া যেখানে নীতি নির্ধারণের পরিবেশ তৈরী করা যায় (খ) উন্নয়নমূলক দক্ষতা ও সমতায়নের দিকে জোর দেয়া (গ) অর্থনৈতিক দিকে জোর দেয়া। উন্নয়নমূলক প্রবন্ধগুলোতে মানবিক দিক সমূহ অগ্রগণ্য হয়ে তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন ফলাফলকে প্রভাবিত করার একটি বৃহত্তর ক্ষেত্র হিসেবে নব্বই দশকে শাসন প্রত্যয়টি নতুন করে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বব্যাংক 'গভর্ন্যান্স' (শাসন) এবং 'গুড গভর্ন্যান্স' (সুশাসন) বলতে দুটি বিষয়ের অবতারণা করেছে। প্রথমত: একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলীর ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত: অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ কিভাবে হচ্ছে সে হিসেবে সুশাসনকে দেখা হয়েছে। নানা পথ পরিক্রমা আর শাসন প্রক্রিয়ার বিবর্তনের মাধ্যমে আজ একবিংশ

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দীতে 'শাসন' বিষয়টি উঠে এসেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ তার নিজ নিজ দেশের শাসনব্যবস্থাকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে চেষ্টা করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর শর্তারোপ করছে। কিভাবে শাসন বা গভর্ন্যান্স কে আরও বেশী উন্নয়ন করা যায় এবং সেই সাথে এই বিষয়টিকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দিচ্ছে (এডিবি:১৯৯৯:৬)।

'শাসন' বিষয়টি নতুনভাবে আলোচিত হলেও আসলে এ বিষয়টি অনেক পুরাতন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে 'শাসন' সম্পর্কে বলেছেন এভাবে-'In the happiness of his subjects lies his happiness;in their welfare his welfare; whatever pleases him (personally) he shall not consider as good, but whatever makes his subjects happy he shall consider good'(বার্থওয়াল:২০০৩:২২)। যদিও কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে শাসক,মন্ত্রী,কর্মকর্তা,সরকার এবং প্রশাসন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। শাসন ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে 'শাসন'এর যে ধারণা সেটিরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে।

২.৩ শাসনের সংজ্ঞা:

মূলত: শাসনের বিষয়ে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্নভাবে তাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে যে সব সংজ্ঞাগুলো বেশী প্রচলিত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।উৎপত্তিগত অর্থে শাসন শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ 'Steering' যার অর্থ পরিচালনা। (http://en.wikipedia.org/wiki/governace)।শাসন সম্পর্কে উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপেডিয়ার মতানুসারে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি হলো-'Governance relates to decisions that define expectations, great power or varify performance. It consists either of a separate process or of a specific part of management or leadership process' (http://en.wikipedia.org/wiki/governace).বিশ্ব ব্যাংক এর মতে, 'শাসন' হলো -Exercise of political power to manage nation's affairs (আহমেদ ও অন্যান্য:১৯৯৮:২৮)।এছাড়াও শাসন হচ্ছে 'The traditions and institutions by which authority in a country is exercised". -'Governance has been as the rules of the political system to solve conflicts between actors and adopt decision (legality). It has also been used to describe the 'proper functioning of

Dhaka University Institutional Repository

been used to invoke the efficacy of government and the achievement of consensus by democratic means (participation).(UNDP's Regional Project on Local Governance).ব্রিটিশ কাউন্সিল 'গভর্ন্যান্স' সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করে এভাবে 'Governance involves interaction between the formal institutions and those in civil society. Governance refers to a process wherby elements in society yield power, authority and influence and enact policies and decisions concerning public life and social upliftment'. (http://www.gdrc.org/ugov /governanceunderstand.html).কনসাইস অক্সফোর্ড অভিধান শাসন কে উল্লেখ করেছে এভাবে- 'Act or manner of governing and the offices of function of governing'. (বার্থওয়াল:২০০০: ৫) । এছাড়া ও গভর্ন্যান্স সম্পর্কে `How people are ruled, how the affairs of the state are administered and regulated-in relation to public and administration and law.(আহমেদ:১৯৯৮:২৮) ।'.

লোক প্রশাসনের একজন বিশেষজ্ঞ শাসন বিষয়টিকে সাতটি স্তরের এপ্রোচের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শাসন ব্যবস্থা তখনই সহজ হবে যখন কিনা জনগণকে সেবা করার জন্য নিম্নোক্ত সাতটি বিষয় থাকবে।

(ক) জনগণের অভাব এবং চাহিদা নিরুপন করা।

(খ) বাস্তবতার মাধ্যমে গন্তব্য স্থির করা যেটি কিনা জনগণের ইচ্ছা পূরণ করে।

(গ) সফলতার জন্য বিভিন্ন বিষয় ঠিক করা।

(ঘ) সঠিক লোককে সঠিক জায়গায় কাজ দেয়া।

(ঙ) এক একটি কাজের সফলতার জন্য দায়িত্বশীল নেতার কাছে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা।

(চ) সময়মত সব কাজ করা

(ছ) কাজকে সুন্দরভাবে করা যেন সেটা নিম্নমানের না হয়। আর এ সমস্ত কাজকে সফল করতে পারে যে কোন দেশের জাতি। এছাড়াও অন্যান্য যে সকল স্তরগুলো রয়েছে,সেগুলো হলো-

- রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষমতাকে ব্যবহার করবে।
- সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন থাকবে এবং অন্যান্য সাধারণ কার্যাবলীগুলোও থাকবে। বিভিন্ন সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে শাসন ব্যবস্থার তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন- (ক) রাজনৈতিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) প্রশাসনিক।

Dhaka University Institutional Repository

শাসন ব্যবস্থা সমাজ তথা রাষ্ট্রের সর্বস্তরে জড়িত। এটি ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর সাথে জড়িত। চূড়ান্ত ভাবে বলা যায় শাসন বা গভর্ন্যান্স হলো ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের চর্চা যে ব্যবস্থা সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হবে। এটি অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের চেয়ে একটি বৃহৎ অংশ। সরকার একটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান। সরকার হলো জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা তারপর এটি জনগণের জন্য যখন পরিচালিত হয় তখন সেটা শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত।

২.৪ উপসংহার:

পৃথিবীর যে কোন দেশের সরকার সব সময়েই প্রত্যাশা করে যে, তাদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হউক। সেই শাসন ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় সেজন্য যুগে যুগে সরকার সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন সময় উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন শাসন ব্যবস্থাকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়। সে কারণে তার ফলশ্রুতিস্বরূপ প্রাচীন গ্রীকে নগর রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব। তাই প্রাচীন গ্রীসকে বলা হয় 'গণতন্ত্রের সূতিকাগার' । প্রাচীন গ্রীসের সাথে সাথে বিশ্বের আরও বিভিন্ন দেশ তাদের নিজ নিজ প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী তাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছে। বলা যায়,সময়ের পরিবর্তনীয় ধারায় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাসন ব্যবস্থার ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। যেটি কিনা বিশ্বায়নের ধারায় ১৯৮০র দশকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে এ বিষয়টিকে বেশী ব্যবহার করতে দেখা যায়। K.Kishore 'Governance for Citizens' নামক প্রবন্ধে বলেছেন,'The terms'government and 'governance' have often been used intrerchangeably, but an important distinction between the two remains- if 'government' hints at the machinery and institutional set up for exercising state power,'governance' transcends the state to incorporate within itself civil society organizations.(বার্থওয়াল:২০০০:২৩)।'

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

ADB(1999).**Governance: Sound Development Management**. Manila:Asian Development Bank.

Barthwal,C.P.(ed:) (2000).**Good Governance in India.**New Delhi:Deep and Deep Publication.

Governance Barometer: Policy Guideline for Good Governance/ Website of South African's National Party,বিস্তারিত দেখুন, (http://www.gdrc.org/u-gov/governanceunderstand.html)

http://en.wikipedia.org/wiki/governance

Kalam,A,.(2004).**Bangladesh in the New Milliunnium**.Dhaka: UPL.

আহমেদ, এমাজউদ্দিন। (২০০৬)। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা**।ঢাকা:বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড।

আহমেদ, সাইফুদ্দিন। (১৯৯৮)। **লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ:প্রাসঙ্গিক ভাবনা**। ঢাকা:অবসর প্রকাশনা সংস্থা ।

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।(২০০০),নং-৭৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সুশাসন ও বাংলাদেশ

৩.১ ভূমিকা:

সুশাসন হলো একটি কাঙ্খিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন। সময়ের প্রয়োজনে কোন কোন দেশের প্রশাসনের বিবর্তন হয়। আর বিবর্তনের কারণ অবশ্যই শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। শাসক- শাসিতের উভয়ের চাওয়া পাওয়ার মধ্যকার ব্যবধানই মুলতঃ এই বিবর্তনের মৌলিকত্ব। শাসিতের কাম্য হবে শুধু শাসন নয়, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন-সুশাসন। এই বিবর্তনের ধারায় শাসন প্রক্রিয়াকে কল্যাণমুখী করার জন্য কিছু বিবর্তন হয়। আসলে কোন দেশে সুশাসন আছে কিনা তা বোঝার জন্য প্রথমে দেখতে হবে সে দেশে জবাবদিহিতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিরাজমান এবং সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আছে কি না। যদি এই নির্দেশকগুলোর উপস্থিতি পাওয়া যায়,তাহলে বুঝতে হবে সে দেশের শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন বিদ্যমান। উপরোক্ত অধ্যায়ে গবেষক সুশাসন কি, সুশাসনের বৈশিষ্ট্য, উপাদান,বাংলাদেশে সুশাসনের ধারণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশে সুশাসনের অবস্থা এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ সুশাসন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক দিকটিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩.২ সুশাসন কি?

সুশাসন একটি গতিশীল এবং চলমান ধারণা। এটি শাসন ব্যবস্থার রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে। সুশাসন বলতে লোক প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনায় শুধু সীমিত নয় বরং এ বিষয়টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহেও প্রসারিত। সুশাসন ধারণাটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত হয় সুশাসনের অভাববোধ থেকে। অনুন্নয়ন চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক শাসন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। সুশাসন নিশ্চিতকরনের শর্তাবলীর অধীনে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথমে ঋণ সাহায্য ও পরে প্রকল্প সাহায্য দেয়। ১৯৪৪ সালে ব্রেটন উডস এর

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে ত্রিশ দশকের মত মন্দা মোকাবেলায় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক আন্তঃক্রিয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু যে সকল নীতির আওতায় বিশ্বব্যাংক ঋণ সাহায্য ও প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে উন্নয়নশীল দেশে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৮০র দশকে বিশ্বব্যাংক উন্নয়নশীল দেশের জন্য কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঐ কর্মসূচী ও ব্যর্থ হয়। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন নীতিমালার ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে সুশাসন ধারণা আবির্ভূত হয়। বলিষ্ঠ ও ন্যায়ানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা ও সেই পরিবেশকে টেকসই করে অব্যাহতভাবে বজায় রাখাই হলো 'সুশাসন'। তাই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক নীতিমালা সুশাসনের একটি অন্যতম জরুরী অঙ্গ- উপাদান। এই সুষ্ঠু নীতিমালার মধ্যে বাজার ব্যবস্থা সাধারণত দক্ষতার সাথে কাজ করবে, আর যে কোন ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাকে সংশোধন করার নিয়ম প্রতিষ্ঠায় সরকার তার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সুশাসন সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংজ্ঞা প্রদান করেছেন নিম্নে সে সব সংজ্ঞার মধ্যে যে সংজ্ঞাগুলো প্রণিধান যোগ্য সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) ১৭ শতাব্দীর শেষের দিকে বলেন,'For forms of government let fools contest, Whate'er is best administered is best'(কালাম:২০০৪:৪৬). অক্সফোর্ড অভিধানের ভাষায়,'The act or manner of governing of exercising control of authority over the action of subjects(হাসনাত:২০০০:৪৬৬)'.এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ভাষায়, 'The concept of good governance focuses essentially on the ingredients for effective management(এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক:১৯৯৯)'.ইউনেস্কো সুশাসন সম্পর্কে এভাবে ব্যাখ্যা করে, 'Governance means mere than government:it refers to a poltical process that encompasses the whole society and contributes to the making of citizen'.H.K Asmerom বলেন, 'Good governance is associated with efficient and effective administration in a democratic framework (বার্থওয়াল:২০০০:৭).' জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী,২০০২ সুশাসন সম্পর্কে বলে,'The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and the means by which states promote social cohesion, integration

Dhaka University Institutional Repository

and ensure the well being of their population'যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক উন্নয়ন প্রশাসন (১৯৯৩) সুশাসনের ৪টি উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন-

ক) সরকারের বৈধতা জনগণের সম্মতির উপর নির্ভরশীল।

খ) রাজনীতিক ও আমলা উভয়ের কাজের যথাযথ জবাবদিহিতা।

গ) যথোপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন,বাস্তবায়ন, সঠিক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সেবা প্রদানে সরকারের দক্ষতা এবং যোগ্যতা।

গ) মানবাধিকার ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা (মিন্টু:২০০৪:৫০)। একটি দেশে যখন কিছু উপাদান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তখন সে দেশে সুশাসন আছে বলে মনে করা হয়। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র বজায় থাকা।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।
- দুর্নীতি দমনে পদক্ষেপ নেয়া।
- সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা এবং ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করা।
- অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং স্বাধীন গণমাধ্যম সৃষ্টি করা।
- সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় কমানো।
- শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে সমাজের উন্নয়ন করা।
- মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা
- জনগণকে বিধানিক এবং আইনগত বিষয়ে সুরক্ষা (OECD,1992;Stowe,1992).

বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন গঠিত হয় রাজনৈতিক জবাবদিহিতা,নিয়মিত নির্বাচন,শাসন ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পেশাগত গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ,আইনের শাসন,বিচার বিভাগের স্বাধীনতা,আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা,তথ্যের স্বাধীনতা,স্বচ্ছতা,সুদক্ষ এবং ফলপ্রসূ প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সুশীল সমাজ ও সরকারের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারন করা(আহমদ:১৯৯৮:২৯)।Aedrian Leftwich সুশাসন সম্পর্কে বলেছেন,অবাধ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করা,গণতন্ত্রায়ন,মানবাধিকার বিষয়ে উন্নয়ন করা (বার্থওয়াল:২০০০:৬)।

কার্যকর প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য শাসন বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ- এতে কোন সন্দেহ নেই। সুশাসনের সংজ্ঞা এভাবে করা যায়, যারা ক্ষমতা ধরে রাখে এবং প্রয়োগ করে, যেমন:রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান,

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রনয়নকারী প্রতিষ্ঠান,সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জবাবদিহিতা,রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ও নাগরিকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা, সেবা সরবরাহ করা, নাগরিকদের জন্য সুযোগ তৈরী করা। এখানে বলা হয়েছে উন্নয়নের জন্য সুশাসন আসলে কতটুকু পূর্বশর্ত তা প্রশ্ন করা যায়। এ সম্পর্কে ৪টি দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে।১.বিশাল এক এজেন্ডা তালিকা তৈরী করা ২. প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক বাস্তবতার পর্যাপ্ত বিবেচনা যার ভিত্তিতে কতটুকু সংস্কার উদ্যোগ এগিয়ে নেয়া যাবে ৩.যা কার্যকরী হবে তার চেয়ে যা কার্যকর হবেনা তার উপর অতি গুরুত্ব দেয়া ৪. দারিদ্র্য হ্রাসকরণের কোন কার্যপ্রণালীতে সুশাসন ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে তা নিয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। বৃহৎ সুশাসন এজেন্ডা সবারই জানা তা হচ্ছে ক. বিচার বিভাগের সংস্কার খ. জনপ্রশাসনের সংস্কার গ. দুর্নীতি দমন ঘ. বিকেন্দ্রীকরণ ঙ. রাষ্ট্রীয় ব্যয় ব্যবস্থাপনা (পিআরএসপি ও আপনি:২০০৬:৫০)। সুশাসন কেবল প্রয়োজনীয়ই নয়, সকল জনসমাজে উন্নয়নের জরুরী শর্ত । কারণ, সুশাসন রাষ্ট্রীয় খাতের সামর্থ্য গড়ে তোলে,সেই সাথে গড়ে উঠে বিধিবিধান প্রতিষ্ঠান- তৈরী হয় রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী লেনদেনের যথার্থ পরিচালনার একটা কাঠামো। সে কারণেই বস্তুতপক্ষে সুশাসন হলো উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার প্রক্রিয়া যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার উৎকর্ষ বাড়ে। সুশাসন নাগরিকদের আত্মমর্যাদা উপলব্ধিতে সমর্থন যোগায় ও আর্থসামাজিক রূপান্তরে সহায়তা করে।

৩.৩ সুশাসনের উপাদান :

সুশাসনের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। তার মধ্যে প্রধান চারটি উপাদান হলো

১. জবাবদিহিতা

২. অংশগ্রহণ

৩. ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতা

৪. স্বচ্ছতা ।

নিম্নে এসকল উপাদানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো।

১. **জবাবদিহিতা:** সুশাসনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো জবাবদিহিতা। এ উপাদানটি ব্যতীত কোন দেশে সুশাসন আশা করা যায়না। জবাবদিহিতা হচ্ছে একটি অবশ্যপালনীয় বিষয় এবং এর মাধ্যমে সরকার ও তার আচরণ ও কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকে বা দায়ী করে তোলে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। আর জবাবদিহিতা মূলতঃ নির্ভর করে

Dhaka University Institutional Repository

কোন দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর উপর। আমলাদের নির্ধারিত সম্পদ এবং কর্তৃত্বসীমার মধ্য থেকে অর্জিত ও স্বীকৃত দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা হলো প্রশাসনিক জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতা না থাকলে কোন দেশের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন দক্ষ হয়না। আর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন দক্ষ না হলে সে সরকারের উপর বেসরকারী সংস্থাগুলো আস্থা হারিয়ে ফেলে। যার ফলে সে দেশে বেসরকারী সংস্থাগুলোর বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ কমে যায়। জবাবদিহিতার অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়গুলো হলো নিম্নরূপঃ

ক. সরকারী ক্ষেত্র গুলোর ব্যবস্থাপনাঃ

জনগণ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা পেয়ে থাকে সরকারী ক্ষেত্রগুলোর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে। সরকারী ক্ষেত্রগুলোর প্রধাণ লক্ষ্যই হলো জনগণকে সেবাপ্রদান করা আর সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে দক্ষ এবং তাদের নির্দিষ্ট কতগুলো কার্যাবলী থাকতে হবে। যে সকল কার্যাবলীর মাধ্যমে জনগণ ভালো মানের সেবা পাবে। পাশাপাশি জবাবদিহিতা ও নিশ্চিত হবে।

খ. পাবলিক এন্টারপ্রাইজগুলোর ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কারঃ

যেহেতু সরকারী সেক্টরগুলো জনগণকে সেবা দিয়ে থাকে ধীরগতিতে এবং জনগণ তাদের কাছ থেকে কাম্য সেবা পায়না সেহেতু পাবলিক এন্টারপ্রাইজগুলোকে সংস্কার করা যায় বেসরকারীকরণ, স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করে, বাজেটের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে।

গ. সরকারী অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ

যে কোন দেশের সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজেট সংকোচন, সিভিল সার্ভিস সংস্কারের মাধ্যমে সরকারী অর্থ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

২. অংশগ্রহণঃ

যে কোন কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অংশগ্রহণকে সুশাসনের অন্যতম উপাদান হিসাবে মনে করা হয়। এখানে অংশগ্রহণ বলতে নীতি প্রণয়ন বা নির্ধারনে এবং বাস্তবায়ন যতদূর সম্ভব জনগণকে সম্পৃক্ত করাকে বোঝায়। জনগণের অংশগ্রহণের সাথে আরও কিছু বিষয় জড়িয়ে আছে। যেমনঃ কোন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ অধিকতর ও জবাবদিহিমূলক হতে হবে। ব্যক্তিখাতের সাথে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যেহেতু সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলো খুবই

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেহেতু সরকারের সাথে বেসরকারী সংস্থাগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

৩. ভবিষ্যৎবাচ্যতা:

কোন দেশের উন্নয়নের জন্য একটি আইনগত কাঠামোর ভিত্তিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই জরুরী। আর সে কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আইনগত সংস্কার করতে হবে। উন্নয়নকে ব্যাহত করে এমন ধরণের আইন প্রণয়ন থেকে দূরে থাকতে হবে। আইনের প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে নিরপেক্ষ। কোন দলের স্বার্থে তা ব্যবহার করা যাবেনা। শুধু আইন প্রনয়ন করলেই হবেনা বরং সকল আইন ব্যাত-বায়ন ও প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আইনের জন্য আইনগত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলেই যে কোন দেশে সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৪ বাংলাদেশে শাসন প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত:

১৯৪৭ সালের পর ভারত বিভক্ত হলে সুশাসনের দায়িত্ব বর্তায় রাষ্ট্রের উপর। কারণ,রাষ্ট্র ছিল অনেক শক্তিশালী। বৃটিশরা সেভাবেই দায়িত্ব নির্ধারণ করেছিলো এবং এ কারণে গড়ে তোলা হয়েছিল শক্তিশালী আমলাতন্ত্র যাকে বলা হতো 'ইস্পাতের ফ্রেম'। দেশ বিভাগের পর রাষ্ট্রের কর্ণধার হন রাজনীতিবিদরা। সুশাসনের দায়িত্বটা বর্তায় তাদের উপরই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতাদের একটা বড় অংশ যুক্ত ছিলেন ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে। যে কারণে আমলাতন্ত্রের উপর তারা ছিলেন মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীল। কোন লক্ষ্য ও তাদের ছিলনা (সমাজ নিরীক্ষণকেন্দ্র:২০০০:৬৯)।১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরপরই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ শাসনপ্রক্রিয়ার মূলবীক্ষণটি ১৯৭৫ পরবর্তীতে সম্পূর্ণরুপে মৌলিক রদবদল ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয়খাতের প্রাধান্যের নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং অর্থনীতিতে গৃহীত হয় পুজিঁবাদ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের। আর এই উভয় খাতের প্রাধান্যের দ্বারা হাল আমলে যাকে এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে চালু হয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শক্তির অনুপ্রেরণায় ও মালিকানাধীন গড়ে উঠা উন্নয়নবীক্ষনটিকে নাকচ করার ফলে ক্রমশ দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত উন্নয়নবীক্ষনটিকে গ্রহণ করা শুরু হয়। দু'দশক ধরে নিজেদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনও নাগালের বাইরে চলে যায়,যার মূল কারণ হলো বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা। এছাড়াও বাংলাদেশে একটি জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূণ ও অভ্যন্ত রীণ মালিকানাধীন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন বীক্ষণের অভাবে আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচী প্রধান কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পর বিচ্ছিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান দাতা গ্রহীতা সম্পর্কের আওতায় দাতাগোষ্ঠী এবং সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ উভয়ই বিশেষ করে প্রকল্প প্রণয়ন এবং অর্থায়নে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যা সরকারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ও পরিকল্পনাগুলোকে কোনঠাসা করে ফেলে। প্রকল্পের চাপে নিজস্ব জাতীয় অগ্রাধিকারগুলো হারিয়ে যায় এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দাতাগোষ্ঠী অবতীর্ণ হয় নির্ধারকের ভূমিকায়। অবশেষে সবার লক্ষ্যে বীক্ষনের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে যায়। প্রায় সকল বিষয়েই দাতাগোষ্ঠীর আদেশ নির্দেশ আর সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখজনক হলে ও সত্যি যে স্বাধীনতার সিকি শতাব্দীর পরও বাংলাদেশের রাষ্ট্র তথা সরকারের শাসন প্রক্রিয়ায় গুনগতমান এখন ও অনেক পিছিয়ে আর তার পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। সুদীর্ঘ কয়েকদশকের সামরিক শাসনের নেতিবাচক ঐতিহ্যের দরুন শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে না উঠা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বন্দ্ব সংঘাতের প্রভাব, বিশ্বব্যাংক ও আই.এম.এফ সহ বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর আরোপিত উন্নয়ন নীতিমালা,সত্যিকারের দেশপ্রেমিক,দক্ষ ও দৃঢ়চেতনা এবং জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের সুশাসন কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত হতে পারেনি। তাই এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ক্ষেত্রগুলো কোনটিতেই সরকার বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপস্বরূপ সুশাসন প্রক্রিয়া খুবই সামান্য ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে।

৩.৫ বাংলাদেশে সুশাসনঃ

এদেশে বেশ কয়েকবার নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসলেও সুশাসন কাঙ্খিত মাত্রায় পৌছানো সম্ভব হয়নি। এর কারণে শাসন ব্যবস্থায় দেখা গেছে নানা রকম সমস্যা। ফলে শাসন ব্যবস্থা তেমন একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আরোপিত শাসনব্যবস্থার প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এ যাবৎ মূলতঃ ব্যর্থতাই সাধারণ চিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার মৌলিক ও প্রাথমিক ব্যর্থতা হচ্ছে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের উপর জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মালিকানার অভাব। যেহেতু আমাদের দেশের উন্নয়ন বীক্ষণ দেশজ ভিত্তি থেকে উৎসারিত হয়নি বলতে গেলে তা বাইরে থেকে ধার করা অর্থাৎ উন্নয়ন বীক্ষণের মালিক যেহেতু সরকার

Dhaka University Institutional Repository

নিজে নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বীক্ষণ বাস্তবায়নের জন্য দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত কর্মসূচীকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কার্যক্রমের প্রতি সরকারের কোন দৃঢ় অঙ্গীকার সৃষ্টি হয়নি। অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য সংস্কারগুলো দ্রুত বাস্তবায়িত হলেও ক্ষমতা স্বার্থগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত সিস্টেম লসের নামে দিনের পর দিন প্রশাসনিক দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। যা পরে সামষ্টিক ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়েছে। এছাড়া ও সমাজের বিভিন্ন শক্তিশালী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে এক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে সকল সরকার সমূহ তেমন একটা সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। অন্যদিকে তারা আবার অপেক্ষাকৃত দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সংস্কারের প্রাথমিক বিরূপ প্রভাবের ধকল থেকে রক্ষা করতে পারেনি। একদিকে সরকারী উন্নয়ন কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রীয় অপচয় কমিয়ে রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে ব্যর্থতা। অন্যদিকে তারাই আবার প্রকল্প সাহায্যের অধীনে প্রাপ্ত উন্নয়ন বরাদ্দের সবটুকু সদ্ব্যবহার করতে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

আর্থিক খাত ঃ

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ মন্দ ফল বয়ে এনেছে। আর এ ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা মূলতঃ অঙ্গীকার ও সামর্থ্যের ঘাটতি থেকে উদ্ভূত। অপর্যাপ্ত আইন কাঠামো,কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ও স্বায়ত্বশাসনের প্রভাব এবং বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বোর্ড সমূহ ও ব্যবস্থাপকদের দুর্বল কার্যকরী অক্ষমতার কারণে মূলতঃ এই সামর্থ্যের ঘাটতি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ঋণদান প্রক্রিয়ায় নানা অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ অঙ্গীকারের ব্যর্থতা সূচিত করেছে।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ঃ

রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা মূলতঃ বাস্তবায়ন ক্ষমতা সংক্রান্ত। রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বীক্ষণের মালিকানা অভ্যন্তরীণ শক্তির হাতে থাকলেও প্রশাসন যন্ত্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আইনী ক্ষমতা খুবই সীমিত হওয়ায় বীক্ষণের সঙ্গে বাস্তবায়ন ক্ষমতার একটি বিরাট ফাঁক হয়েছে। এছাড়াও সরকারের আকার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নয়ন বাজেটে অর্থ স্থানান্তরিত হচ্ছে। পরোক্ষ কর ব্যবস্থা ও ইপ্সিত মাত্রায় রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি খাত ঃ

অতীতে সরকার সমূহের মধ্যে কৃষি সম্বন্ধে কোন দীর্ঘমেয়াদী বীক্ষন ছিলনা। তাদের অঙ্গীকারও ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। যা কিছু সীমিত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তাও বাস্তবায়নের ক্ষমতা তাদের ছিলনা। তাই দেখা যায় তারা কেবল দাতাদের নির্দেশিত মুক্তবাজারমুখী বীক্ষনের সহযোগী মূল্য বিষয়ক কর্মসূচীগুলো কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষকদের রাজনৈতিক প্রতিরোধের অভাবে পূর্বতন সরকারগুলো এই মুক্তবাজারমুখী সংস্কার সাধনে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অঙ্গীকার ও সামর্থ্যের সংস্থান ঘটাতে পেরেছিল যদি ও তখন কৃষিখাত থেকে ভর্তুকি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে নাগরিক মহল সোচ্চার হয়েছিল। কৃষি খাতে সরকারের নানা ব্যর্থ কর্মসূচীর কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পায়নি।

দারিদ্র বিমোচন ঃ

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সকল সরকারই কম বেশী কার্যকরী কোন সমাধানের পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবারই রাজনৈতিক দলগুলো দারিদ্র বিমোচনের জন্য নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছিল কিন্তু তার কতটুকুই বাস্তবায়ন হয়েছে। দারিদ্র বিমোচনের জন্য যদি পুরোপুরিভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করাই হতো তাহলে আমাদের দেশে দারিদ্রতা অনেকাংশেই দূর হয়ে যেত।

শিক্ষা খাত:

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি অংশ। শিক্ষিত জাতি ব্যতীত সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা সরকারের অন্যতম একটি লক্ষ্য ও অত্যাবশ্যক। শিক্ষা বিভাগে একসময় যে বিষয়গুলো কল্পনা করা যেতনা এখন সে সকল বিষয়গুলো বেশী হচ্ছে। যেমনঃ বরাদ্দ বৃদ্ধি, নানা পর্যায়ে অনিয়ম,জবাবদিহিতার অভাব,বরাদ্দকৃত অর্থের অপচয় ইত্যাদির কারণে এই খাতে সুশাসন এখনও পৌছাঁতে পারেনি। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে দুর্নীতি কিভাবে শিক্ষার সকল পর্যায়কে গ্রাস করে ফেলেছে। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.১: শিক্ষাখাতে সাধারণ জনগণ প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ

প্রতিষ্ঠান	ঘুষ/ অতিরিক্ত ফি/ডোনেশন(টাকা)		
	গ্রাম	শহর	মোট
প্রাথমিক	১১২	৯১৭	৩৪০
মাধ্যমিক	৮৩৬	১০০৯	৮৭৭
উচ্চ মাধ্যমিক	১৫৩৫	২০০	১২০১
মাদ্রাসা	৮৯	৪৬০	১২১
অন্যান্য	১০২	১০৯০	৩৪৯
মোট	৩৮৯	১১৪৯	৫৭৪

উৎসঃ জাতীয় খানা জরীপ-২০০৭ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ www.ti-bangladesh.com

সারণী ৩.১ থেকে দেখা যায় যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক,মাদ্রাসা এবং অন্যান্য পর্যায়ে শিক্ষা খাতে দুর্নীতির চিত্র। যেখানে গ্রাম ও শহর পর্যায়ে অতিমাত্রায় ঘুষ, চাদাঁ এবং অন্যান্য দুর্নীতির বিষয়টি ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং যেখানে শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, সেখানে ও দুর্নীতি নামক বিষয়টির প্রবেশ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে করেছে জটিল।

স্থানীয় সরকার খাতঃ শক্তিশালী জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার বিকাশ করতে পারে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিবেশ। সুশাসনের অন্যতম উপাদান স্থানীয় সরকার কেননা এটি-জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের নিশ্চয়তা দেয়,জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, গণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে,গণতন্ত্র চর্চা করে এবং প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনে। একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানরূপে বিকেন্দ্রিকৃত স্থানীয় সরকার সংগঠন সুশাসনে ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পন্ন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সুশাসনের একটি অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার তাদের শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন সুশাসন বয়ে নিয়ে আসতে পারেনি। স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ খাত এবং স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের মধ্যে সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা শহর এলাকায় এবং ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম এলাকায় কাজ করে থাকে। অথচ এই খাতে সুশাসনের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে, যেমনঃ নাগরিকেরা বিভিন্ন সময়

Dhaka University Institutional Repository

সেবা গ্রহণ করতে আসলে ঘুষ নামক বিষয়টি তাদের সামনে চলে আসে। সাধারণ নাগরিকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে ঘুষ দিয়ে থাকে। নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো:

সারণী ঃ ৩.২:স্থানীয় সরকার খাতে বিভিন্ন সময় জনগণ প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ

সেবার ধরণ	জনগণের দ্বারা ঘুষের পরিমাণের গড়		
	গ্রাম	শহর	সামগ্রিকভাবে
ঋণ পরিকল্পনা	০	৫,০০৫	৫,০০৫
টিউবওয়েল বরাদ্দ	২,৬৫০	৫,০০০	৩,১২০
ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ড	৯৭১	০	৮৪০
সার সংগ্রহ	৪৪৮	১,৮০৫	৮২৮
ট্রেড লাইসেন্স	২২৩	৬৫৩	৫০৫
বয়স্ক ভাতা	৩০১	৩৫১	৩১০
জন্ম/মৃত্যু/নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট	৭৭	৯০	৮৪
অন্যান্য	১,৩৫৮	৬৫	১,১৭২
সামগ্রিক	৩৬৭	৩৬৮	৩৬৭

উৎস: জাতীয় খানা জরীপ- ২০০৭ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

www.tibangladesh.com

সারণী ৩.২ থেকে দেখা যায় যে, গ্রাম এবং শহর পর্যায়ে সাধারণ জনগণ যে কোন ধরণের সেবা গ্রহণের সময় ঘুষ প্রদান করে থাকে। যেমন: ঋণ পরিকল্পনা, টিউবওয়েল বরাদ্দ, সার সংগ্রহ, ট্রেড লাইসেন্স, বয়স্ক ভাতা, জন্ম,মৃত্যু, নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট গ্রহণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জনগণ ঘুষ প্রদান করে তাদের কাঙ্খিত সেবা পেয়ে থাকে।

পুলিশ খাত:

দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ - রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বাংলাদেশে পুলিশের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা হয়েছে ঠিক তেমনি এদের আধুনিকায়ন ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে পুলিশ সারা বছর তুমুল আলোচনা ও

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচনার বিষয় হয়ে থাকে। এই আলোচনার বিষয়বস্তু পুলিশের চাদাঁবাজি, অর্থ আত্মসাৎ,ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, মামলা দায়েরের মাধ্যমে হয়রানি,গ্রেফতার বাণিজ্য ইত্যাদির সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে টাকা ছিনতাই। ট্রাফিক সার্জেন্টের বিরুদ্ধে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে চাদাঁবাজির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। নিম্নে পুলিশের বিভিন্ন উপ খাতের দুর্নীতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

সারণী ঃ ৩.৩পুলিশের বিভিন্ন উপ খাতের দুর্নীতি

উপ-খাতের নাম	শতকরা হার (%)		
	গ্রাম	শহর	সামগ্রিক
পুলিশ	৯৪.৪	৯২.৯	৯৪.০
যৌথ বাহিনী	৪.৯	৫.০	৪.৯
র‍্যাব	০.৪	২.১	০.৮
অন্যান্য(ভিডিপি,আনসার)	০.৪	০.০	০.৩
সর্বমোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: জাতীয় খানা জরীপ- ২০০৭ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

www.tibangladesh.com

সারণী ৩.৩ এ দেখা যায় যে, পুলিশের বিভিন্ন উপখাত যেমন:পুলিশ, যৌথ বাহিনী, র‍্যাব, এবং অন্যান্য পর্যায়ে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। উপরের সারণীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাম এবং শহর উভয় ক্ষেত্রে পুলিশের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

যে কোন দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা আমলাতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র তাদের ভূমিকা পালনে ততটা তৎপর নয়। কেননা তারা অতিমাত্রায় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। আর এই দুর্নীতি বৃদ্ধির পিছনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা একটি অন্যতম কারণ। প্রশাসনে যতক্ষণ দুর্নীতি থাকবে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি প্রদান না করা হবে ততক্ষণ বদলি,সাময়িক বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর বস্তুতপক্ষে কোন ধরণের স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারবেনা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ,নিম্নে সারনীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৩.৪ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

গৃহীত ব্যবস্থা	শতকরা হার
ব্যবস্থা নেয়া হয়নি	৫৬.৩০
কর্তৃপক্ষকে জানানো	১১.৩০
প্রতিবাদ	৫.০০
প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে:	২০.৭
-মামলা দায়ের (৬.৪০%)	
-তদন্তাধীন(৪.২০%)	
-বরখাস্ত (২.৪০%)	
-ক্লোজড (০.৯০%)	
-বদলি (০.৩০%)	
- স্ট্যান্ড রিলিজ (০.২০%)	
- ওএসডি (০.১০%)	
-অন্যান্য (২.৯০%)	
-অজ্ঞাত (৩.৩%)	
ব্যবস্থা গ্রহণ অজ্ঞাত	৬.৭
মোট	১০০.০০

উৎস: ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ,২০০৪,করাপসন ডাটাবেজ,পৃ:২৬

সারণী ৩.৪ থেকে দেখা যায় শতকরা ৬৬.৩% দুর্নীতির বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মাত্র ২০.৭% ঘটনার আলোকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে মামলা দায়ের (৬.৪%),তদন্তাধীন(৪.২%) ও বরখাস্ত (৯২.৪%)উল্লেখযোগ্য। ৩.৩% ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণের ধরণ জানা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাবঃ

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশের সুশাসনের পথে একটি বড় অন্তরায়। যখন কোন ব্যক্তি জানতে পারে, তার কাজের জন্য কোন জবাবদিহিতা করতে হবে না তখন সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার কিংবা অন্যায় কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা অত্যন্ত জরুরী। দুর্নীতি সংঘটনের পেছনে জবাবদিহিতার অভাব একটি অন্যতম কারণ।নিম্নের সারণী থেকে জবাবদিহিতার অভাবের মাত্রা বোঝা যাবে। সারণীটি ২০০৪ সালে অভিবীক্ষিত প্রতিদেন থেকেও এর সত্যতা পাওয়া যায়।

সারণী ঃ ৩.৫ঃ জবাবদিহিতার অভাবের মাত্রা

জবাবদিহিতার অভাবের মাত্রা	শতকরা হার
উচ্চ মাত্রা	৬৭.৯০
নিম্ন মাত্রা	১২.৫০
অজ্ঞাত	১১.৭০
অনুপস্থিত	৭.৯০
মোট	১০০.০০

উৎসঃট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ,২০০৪,করাপসন ডাটাবেজ,পৃঃ২৫

সারণী ৩.৫ থেকে দেখা যায়, ৬৭.৯% ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল উচ্চ মাত্রার, ১২.৫% ঘটনায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল নিম্ন মাত্রার,অনুপস্থিতি ছিল ৭.৯% ঘটনায় আর ১১.৭% ঘটনা থেকে জবাবদিহিতার মাত্রা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি।

নিবার্হী নিয়ন্ত্রনঃ বাংলাদেশের সূচনালগ্নের পর থেকে প্রায় দেড় যুগ দেশের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে প্রধান নিবার্হী অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির হাতে। এই শাসনকালের মধ্যে প্রায় ১৬ বছর প্রধান নিবার্হী ছিলেন একাধিক সামরিক শাসক। নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রভাব আরও বেশী সুদৃঢ় করার জন্য সমর্থন প্রদান করেছেন বাংলাদেশের কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং আমলারা। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের প্রধান নিবার্হী নিয়ন্ত্রন থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর মতামতকে উপেক্ষা করে স্বদলীয় কোন সাংসদদের বিরুদ্ধে মতপোষণ করলে উক্ত সাংসদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রভাব প্রকট। আর এ জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রণয়নে সমস্যা: বাংলাদেশের শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আইন পরিষদে গৃহীত হওয়া সম্ভব নয়। সংসদকে পাশ কাটিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নীতি প্রণীত হয়। তাই বলা যায়, আইন প্রণয়নের সমস্যা সমাধান করে সুশাসনের পথ সুগম করা এখনও সম্ভব হয়নি। আইন প্রণয়ন সমস্যার কারণে এ দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে,যেমন:সংসদ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়নি,প্রকৃত জন প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয়নি এবং সংসদীয় কমিটিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। এতে করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা আমাদের দেশে খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।

রাজনৈতিক জবাবদিহিতা: জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা হচ্ছে সুশাসনের দুটো পূর্বশর্ত। জবাবদিহিতার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো রাজনৈতিক জবাবদিহিতা। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বলতে বোঝায় রাজনীতিবিদগণ জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণ কতটা সংশ্লিষ্ট কিংবা জ্ঞাত তার মাত্রার উপর সুশাসন নির্ভরশীল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশে জবাবদিহিতার চর্চা আলোচনার বড় অভাব রয়েছে। আর এ বিষয়টির অভাব সুশাসন সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করে।

আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা এবং কাঠামো: সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা। এটি লক্ষণীয় যে, আমলাতন্ত্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে একটি বড় কর্তৃত্বপরায়ন ভূমিকা পালন করছে। প্রশাসনকে যদি গণমুখী করতে হয় তাহলে আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেননা আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা বজায় থাকলে জনপ্রতিনিধিগণ আমলাদের উপর নির্ভরশীল থাকেনা,গণমুখী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। কিন্তু বাংলাদেশে যথাযথ আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা না থাকায় প্রশাসনের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা লুপ্ত হয়েছে এবং সার্ভিস কাঠামোতে পেশাদারিত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

স্বচ্ছতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা: স্বচ্ছতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের মতো একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশের সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন। কেননা এ স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকলে অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগ,মতামতের স্বাধীনতা,স্বচ্ছ কর্তৃপক্ষ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। বাংলাদেশের প্রশাসনে এ স্বাধীনতাটি বহুলাংশে অনুপস্থিত যেমন: রাজনীতিবিদদের জনগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর তারা জনগণের জন্য কি করছে তা স্বচ্ছভাবে জানা যায়না যেটি সুশাসনের সৃষ্টিতে বড় রকমের বাধাঁ।এছাড়াও বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নেই এবং স্থানীয় প্রশাসনে স্বচ্ছতা অনুপস্থিত ।

রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি: রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিগণ এবং আমলারা উভয়ই দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এরা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরণের দুর্নীতিই ক্ষতিকর ভালোনা। প্রশাসন এবং রাজনীতিতে যদি এটি বজায় থাকে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। প্রশাসন,রাজনীতি এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে বিরাজমান দুর্নীতির মুলোৎপাটন করাই উত্তম প্রশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

বিভিন্ন সেক্টরে সংঘটিত দুর্নীতির সাম্প্রতিক চিত্র:

বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে সকল বাধাঁ রয়েছে সেগুলোর একটি খন্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে উক্ত গবেষণায়। ২০০৭ সালের ট্র্যান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ন্যাশনাল হাউসহোল্ড জরীপের মাধ্যমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দুর্নীতির একটি তথ্য সংগ্রহ করেছে। সেই তথ্যটিকে নিম্নের সারনীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

সারণী ঃ ৩.৬ বিভিন্ন সেক্টরের বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি ও ঘুষের তথ্য

সেক্টর	দুর্নীতর তথ্য	ঘুষ গ্রহণ	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)	জাতীয়ভাবে ঘুষ টাকা (কোটিতে)
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	৯৬.৬	৬৪.৫	৩৯৪০	৮৭৯
স্থানীয় সরকার	৫৩.৪	৩২.৫	৮৮৩	১৮৭
ভূমি প্রশাসন	৫২.৭	৫১.১	৪৪০৯	১৬০৬
বিচার বিভাগ	৪৭.৭	৪১.৭	৪৮২৫	৬৭১
স্বাস্থ্য	৪৪.১	১৬.৩	৫২৪	১০৮
শিক্ষা	৩৯.২	৮.৮	১২৯৬	১১৭
বিদ্যুৎ	৩৩.২	১৪.৩	১৯৯৩	৪৭৪
ব্যাংকিং	২৮.৭	১৫.৭	৭৭৯৫	৫২৫

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও	১৩.৫	৬.৫	৪২১	২০
কর	৬.৪	৫.১	২২৯৩	১৪৯
অন্যান্য	৩১.৩	১৬.৬	৭৫৭৮	৭০৮

উৎস: ২০০৭ সালের ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের জাতীয় খানা জরীপ।

সারণী ৩.৬ থেকে দেখা যায় যে,সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্থ খাত হচ্ছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় যেখানে ঘুষ গ্রহণের দুর্নীতিটি ও বেশী দেখা যায়।অতঃপর স্থানীয় সরকার খাতে দুর্নীতি সংঘটিত হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ এসকল খাতগুলোতে যদি এভাবে দুর্নীতি সংঘটিত হতে থাকে তাহলে সুশাসন কিভাবে তার স্বকীয় রূপ লাভ করবে এটি আলোচনার বিষয়।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী পদক্ষেপ:

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৯৬ সালে পিআরএসপিতে কিছু ক্ষেত্রে কৌশলগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন:

- বাস্তবায়ন-দক্ষতা উন্নয়ন- সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন, পে- কমিশন স্থাপন, দক্ষতা উন্নয়ন,সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ উন্নয়ন এবং ফলাফল ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে শাসনকাজের উন্নয়ন-ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভাকে কার্যকরভাবে শক্তিশালীকরণ, সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সকল স্থানীয় সরকার প্রশাসন এবং গঠন কার্যকরনের কথা বলা হয়েছে,অপ্রশাসনিক মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরনের জন্য রাজনৈতিকভাবে যুৎসই সমন্বিত পন্থা অবলম্বন,ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সম্পদ ও অবস্থান উন্নয়ন, ইউপি স্থায়ী কমিটি,এসএমসি,উপজেলা স্বাস্থ্য পর্যালোচনা পরিষদ, গ্রামসভা ইত্যাদি সক্রিয়করণ, ইউনিয়ন পরিষদকে পারফরমেন্স ভিত্তিক বাজেট সহায়তা দেয়ার কৌশল উদ্ভাবন এবং বিস্তার।
- দুর্নীতি দমন এবং দায়বদ্ধতা বাড়ানো: সক্রিয় স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন,অর্থ ব্যবস্থাপনার সংস্কারকরণ চালু রয়েছে,তথ্যে অভিগম্যতা বাড়ানো,সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য নৈতিক ও বস্তুগত উন্নয়নমূলক ভাতা প্রদান,দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা এবং প্রচারাভিযান বাড়ানো।

Dhaka University Institutional Repository

- ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও বিচার ব্যবস্থায় দরিদ্রদের অংশগ্রহণ বাড়ানো:অপরাধ বিচার সংস্কার,পুলিশ বাহিনী সংস্কার,জেল পুনর্গঠন,আইন শিক্ষা উৎসাহিত ও আইন সাহায্য জোরদার,নাগরিক অধিকার সনদ,মানবাধিকার কমিশন।
- জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো: অধিক কার্যকর সংসদীয় কমিটি,নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার,ন্যায়পালের যথার্থ দপ্তর স্থাপন,তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি।
- বিভিন্ন সেক্টরের প্রশাসন শক্তিশালীকরণ: সড়ক,এলজিইডি,চট্টগ্রাম বন্দর,স্বাধীন ও কার্যকর সিপিএ বোর্ড,রেলওয়ে,বিদ্যুৎ,জ্বালানি,শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ (পিআরএসপি ও আপনি:২০০৬:১৭১)।

প্যারিসে'বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম'- এর উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস মিয়েকো নিশিমিজো গত ১৩ই মার্চ ২০০২ সালে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সুশাসনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে এবং তিনি আশা করেছেন বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেলে দেশটির চিত্র হতে পারে এরকম:

১. প্রদেয় কর সংগৃহীত হয়ে সেই অর্থ প্রকৃতপক্ষেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে সে অর্থ খরচ করা হয়।

২. রাষ্ট্রীয় ক্রয় তথা উপকরণ সংগ্রহ স্বচ্ছ ও দক্ষ।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্কুলগুলো রাজনৈতিক বিক্ষোভস্থল নয়,শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কেন্দ্র।

৪. অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা সত্যিকারের শিক্ষাদাতা। তারা হবেন যোগ্য, সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত, পূর্ণকালীন শিক্ষাদান ও জ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত। তারা শুধুমাত্র বেতন পাওয়া কিংবা শ্রেণীকক্ষের বাইরে প্রাইভেট পড়ানোর মতলব সিদ্ধিতে নিয়োজিত থাকবেন না।

৫. গরীব লোকেরা স্বাস্থ্য স্থাপনা তথা সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধাকেন্দ্রে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ওষুধপত্রের সুযোগ-সুবিধা পায়। পয়সার বিনিময়ে খোলা বাজার থেকে কিনতে হয় না। সরকার বিনে পয়সায় ওষুধপত্র প্রদান করে।

৬. এর অর্থ 'বিদ্যুৎ বিভ্রাটের' ঘটনা ঘটেনা। বিদ্যুতের সরবরাহ স্থিতিশীল থাকে। জ্বালানী শিল্প সুনিয়ন্ত্রিত। গ্রাহকরা মাত্র তাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য উচিৎ মূল্য পরিশোধ করে। বিদ্যুৎ চুরি করে গোটা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে ভারাক্রান্ত করা হয়না।

৭. এর অর্থ রপ্তানিকারকেরা উন্নততর প্রতিযোগিতায় থাকতে পারবেন,কেননা-

Dhaka University Institutional Repository

ক. ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশলগত বিষয়াদি পরিচালনা উন্নততর;

খ. জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায় ছাড়াই আমদানী ও রপ্তানীকৃত পণ্য বন্দর (সমুদ্র ও স্থল বন্দর হয়ে চলাচল করতে পারে)।

৮. শিল্পের কর্ণধার ব্যক্তিবর্গ অথবা শিল্প উদ্যোক্তারা হয়রানি,চাদাঁবাজি তথা জবরদস্তিমূলকভাবে অর্থ আদায়ের ঝামেলা থেকে আত্মরক্ষায় অথবা কালক্ষেপণ না করে তাদের নিজ নিজ ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধি ও সৎ মূলনীতির অনুশীলনে ব্যবসা পরিচালনায় মনোনিবেশ করতে পারেন।

৯. ব্যাংকাররা সত্যিকার বিনিয়োগের জন্য উত্তম ঋণ প্রদান করবে যে ঋণের প্রভাবে প্রবৃদ্ধি বেড়ে যায়; যে ঋণ শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতির উপর কুঋণের দায় হিসেবে চেপে বসে না।

১০. গরীব,ক্ষুদ্র ঋণগ্রহণকারীদের পাশাপাশি ঋনগ্রহীতারাও ঋণ পরিশোধ করে।

১১. দেশের আইন জনস্বার্থে কাজ করে। বিচার বিভাগ,পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের পেশাদারী দক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সহকারে এসব আইন বলবৎ করে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করে।

১২. সমাজ ও অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা।

১৩. কঠোর পরিশ্রমী,সৎ ও একান্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা তাদের আত্মোন্নয়নে সম্মিলিত প্রয়াস কাজে লাগিয়ে গৌরববোধ করতে পারে।

১৪. জাতীয় আর্থ সম্পদের অপচয় রোধ এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা। উপরোক্ত বিষয়গুলো আসলে সুশাসন বলতে যা বোঝায় তার অংশবিশেষ। ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিক থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে সুশাসনের গুরুত্বকে হিসেবে আনা হচ্ছে। সুশাসন এ কথাটি ব্যক্তি মানুষের জ্ঞানগত পরিমন্ডলে ব্যপ্তির ভিত্তিতে নানা জনের কাছে নানা অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে[১৮]। তিনি আসলে বাংলাদেশের সুশাসন সম্পর্কে আশা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি কল্পনা করেন যে একসময় বাংলাদেশ সুশাসনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে।

গত ১১ জানুয়ারি ২০০৭ দেশে জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর ক্ষমতা গ্রহণ করে অন্তর্বর্তী সরকার। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি দমনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে এ সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দুর্নীতি দমন তার মধ্যে অন্যতম। রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি রোধে শুরু করে দুর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার অভিযান। বর্তমানে ভিআইপি, সিআইপিসহ প্রায় ১৭ হাজার দুর্নীতিবাজ বিচারাধীন। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনকে সক্রিয়করন, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন,

Dhaka University Institutional Repository

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, পুলিশ বিভাগের সংস্কার, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর ন্যায়পাল নিয়োগসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্নীতিবাজদের তালিকা প্রকাশ,সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজদের সম্পদের হিসাবের স্বচ্ছতা, বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দেয়া বাধ্যতামূলক করা সহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করছে। এসব কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য দুর্নীতি দমন। দুর্নীতি যে কোন দেশের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই দুর্নীতি থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সবর্ত্র সততার আবহ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিমন্ডল। বর্তমান দুর্নীতি বিরোধী যে সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়েছে সে আন্দোলনে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এর ফলে দেশে যেমন ন্যায়বিচার ও সুশাসনের পথ সুগম হবে তেমনি জাতীয় উন্নয়নও হবে তরান্বিত।

এছাড়া ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, গত ১২ বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়েছে তিনগুণ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে বাংলাদেশীদের মাথাপিছু আয় ছিল ১৪,০২৮ টাকা। আর ১২ বছর পর তা প্রায় ৪২ হাজার টাকায় (৫৯৯ মার্কিন ডলার) উন্নীত হয়েছে। এটি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য।

সারণীঃ ৩.৭ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের তুলনামূলক চিত্রঃ২০০৩-২০০৮

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
ডলারে	৪৪০	৪৬৩	৪৭৬	৫২০	৫৯৯
টাকায়	২৫,৯২৬	২৮,৪৪৩	৩১,৯১৫	৩৬,০০০	৪১,০০০

উৎস:মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স,জুলাই,২০০৮,পৃঃ৭০।

উল্লিখিত সারণী থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ২০০৩-০৪ সালের তুলনায় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৪০ মার্কিন ডলার সেখানে ২০০৭-২০০৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫৯৯ মার্কিন ডলারে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাইরের ঘটনার অভিঘাত এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মুখে এ দেশটি চমৎকার স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, এবং একটি আন্তর্জাতিক 'তলাবিহীন ঝুড়ি' থেকে এমন একটি দেশে পরিণত হয়েছে যা খাদ্যে বলতে গেলে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সুস্থিতি অর্জন করেছে। সরকার প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করতে, অর্থনীতিকে বহুমুখী করতে এবং এর দৃষ্টি বহির্বিশ্বের দিকে ফেরাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমন্বয় এবং কাঠামোগত

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারের একটি বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী ১৩টি উদীয়মান দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সরকার পুলিশ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ই-পুলিশ পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে। যে পদ্ধতির আওতায় থাকবে অনলাইন কানেকশন, ডেটাবেজ নেটওয়ার্কিং,ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-গভর্ন্যান্স,রিয়াল টাইম ক্রাইমসিন ওভারভিউসহ নানা সুযোগ সুবিধা। এতে করে পুলিশদের মধ্যে জবাবদিহিতা আসবে এবং জনগণ সেবা পাবে। প্রকৃতপক্ষে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং জনগণের মধ্যে সদিচ্ছা ও আন্ত রিকতা। কেননা সবার আন্তরিক প্রচেষ্টাই পারে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

Asian Development Bank (2008).**Bangladesh Quarterly Economic Update**,March.

ADB(1999).**Governance: Sound Development Management**. Manila:Asian Development Bank.

Barthwal,C.P.(2000).**Good Governance in India**.New Delhi:Deep and Deep Publication.

Hye.H.A.(ed)(2000).**Governance:South Asian Perspectives**.Dhaka: University Press Limited (UPL).

Kalam, A. (2004).**Bangladesh in the New Milliunnium**. Dhaka:UPL.

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। (২০০৩)। করাপসন ডাটাবেজ।

পিআরএসপি ও আপনি। (২০০৬)। **চূড়ান্ত পিআরএসপির আলোকে**, ২য় সংস্করণ।

মিন্টু, আব্দুল আউয়াল। (২০০৪)। **বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র**।ঢাকা: ইউপিএল।

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ,নং-৭৬,২০০০।

সাইফুদ্দিন এবং অন্যান্য.। (১৯৯৮)। **লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ: প্রাসঙ্গিক ভাবনা**,ঢাকা:অবসর প্রকাশনা সংস্থা ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

৪.১ ভূমিকা: গবেষণা এলাকার অংশ সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল তথ্য,প্রশ্নের উত্তর এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা রয়েছে উক্ত অধ্যায়ে। এছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ,প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলীগুলোও আলোচনা করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের পদক্ষেপের বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ:

সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান,পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বিবরণ হচ্ছে উক্ত অধ্যায়ের মূল বিষয়।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়:

গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রকার জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভবন, জেলা প্রশাসকের অফিস, জজ কোর্ট, সিভিল সার্জনের অফিস, পুলিশ লাইন, জেলখানা, সার্কিট হাউজ, থানা কমপ্লেক্স, হাসপাতাল এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি/বাড়ীসহ দেশের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

- ❖ সরকারী ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন;
- ❖ জাতীয় স্মৃতিসৌধ, যাদুঘর ও ঐতিহাসিক অবকাঠামো নির্মাণ/ রক্ষণাবেক্ষণ সংরক্ষণ;
- ❖ দেশের চার মহানগরীর এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ ঢাকাসহ বিভিন্ন শহর উচ্চ, মধ্যম ও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য ভূমি উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক আবাসিক প্লট তৈরী ও বিতরণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে শহর এলাকায় সড়ক, বাইপাস ইত্যাদি নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করছে।
- ❖ পরিকল্পিত নগরায়ন, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- ❖ শহরাঞ্চলের/নগরাঞ্চলের বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আবাসিক/ বাণিজ্যিক/ শিল্প প্লট সৃষ্টি ও বরাদ্দকরণ;
- ❖ সরকারের আওতাধীন পরিত্যক্ত বাড়ীঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, হস্তান্তর ও বিক্রয়করণ;
- ❖ ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহর কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সরকারী বাসা বরাদ্দকরণ এবং ভাড়া আদায়ের কাজ সম্পাদন;
- ❖ সরকারী কর্মকর্তা / কর্মচারী এবং সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে সহজশর্তে বিক্রির জন্য বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ;
- ❖ স্বল্প খরচ টেকসই গৃহ নির্মাণের কলাকৌশল-প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিপণন;
- ❖ শহরাঞ্চল গৃহহীন/ দরিদ্র / বাস্তুহারা লোকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;
- ❖ দেশের প্রতিটি জেলার ও থানার মাষ্টার প্লান প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য এবং দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো (ক) প্রশাসন (খ) উন্নয়ন ও (গ) মনিটরিং সেল নামে তিনটি ফাংশনাল উইং এ বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক উইং এর প্রধান হবেন একজন যুগ্ম সচিব। তিনজন যুগ্ম সচিবের অধীনে রয়েছেন চারজন যুগ্ম-সচিব,বার জন সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (http://www.mohpw.gov.bd/about_mohpw.htm)

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

১৯৯২ সালে ৯ই আগষ্ট বাংলাদেশ সরকারের গেজেটের মাধ্যমে জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নামে একটি প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করে। যে এ্যাক্টের নং-২৭ স্থানীয় সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি,সরকারী ভাবে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত তারা জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে।

কার্যাবলী:

সিটি কর্পোরেশন,জেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং স্থানীয় সরকারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সরকার যদি স্থানীয় সরকারের বিষয়ে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে তখন এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারকে নানা রকম পরামর্শ প্রদান করে থাকে। স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা অনুসন্ধান করে থাকে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় সরকারের যে কোন আন্তজার্তিক কর্মশালা,সেমিনার এবং সভার আয়োজন করে থাকে।

- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং সে সকল তথ্যকে মূল্যায়ন করা।
- স্থানীয় সরকার বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ করা।
- স্থানীয় সরকার বিষয়ে গ্রন্থ,পাক্ষিক ম্যাগাজিন,তদন্ত রিপোর্ট,মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশ করা।
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কর্মসূচী সমন্বয় সাধন করা।
- স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সরকার প্রদত্ত যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(URL:http://www.commonlii.org/bd/legis/num_act/niolgal1992407)

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়:

ক. পরিকল্পনা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অনুসারে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভৃতি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন।

- ❖ জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোর জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকল্প সম্পাদন মূল্যায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি রাখা।
- ❖ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াদি আলোচনা এবং অর্থনৈতিক নীতি ও উপায়সমূহ প্রণয়ন।
- ❖ বাহ্যিক ঋণ মূল্যায়ন এবং জাতীয় পরিকল্পনা মূল্যায়নের সঙ্গে এ ঋণ সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিলকরণ।
- ❖ কার্যকরী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সমর্থনের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক গবেষণা পরিচালনা ও উন্নয়ন এবং জরিপ ও অনুসন্ধান কাজে উদ্যোগ গ্রহণ।
- ❖ জাতীয় পরিকল্পনা,বার্ষিক কর্মসূচী ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহের সুষ্ঠু কাজকর্ম নিশ্চিতকরণের জন্য প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে উপদেশ প্রদান।
- ❖ প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা উৎসাহিতকরণ ও জাতীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মসূচী ও প্রকল্প নির্ধারণ এবং তা পরীক্ষণ ও সে সম্পর্কে উপদেশ প্রদান।
- ❖ অনুমোদিত প্রকল্প বিশেষ করে সাহায্যকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়নে বিলম্ব ও অসুবিধার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সে সম্পর্কে সমাধান প্রস্তাবন।
- ❖ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সন্ধি সম্পর্কিত বিষয়াদি।
- ❖ এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত সকল বিষয়ে আইন।
- ❖ এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত যে - কোন বিষয়ে ফি।

খ. পরিসংখ্যান বিভাগ

- ❖ পরিসংখ্যানের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়।
- ❖ আদমশুমারি।
- ❖ কৃষিশুমারি।
- ❖ কৃষি পরিসংখ্যান।

Dhaka University Institutional Repository

গ. বহি:সম্পদ বিভাগ

- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রয়োজন নির্ধারণ এবং বিদেশী সরকার ও সংগঠন থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের জন্য আলাপ-আলোচনা।
- বিদেশী সরকার ও সংগঠন থেকে বাংলাদেশের জন্য কারিগরি সাহায্যের প্রয়োজন নির্ধারণ এবং তা অর্জনের জন্য আলাপ-আলোচনা।
- সাহায্যকৃত প্রকল্পের জন্য গৃহীত ঋণ এবং বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার পর্যালোচনা।
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ,পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বিষয়।
- বৈদেশিক সম্পদ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় জড়িত আমদানি প্রস্তাব নিরীক্ষণ।
- বৈদেশিক বিনিয়োগ।
- বৈদেশিক ঋণের এবং সে সম্পর্কে হিসাব সংরক্ষণ।
- আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সন্ধি সম্পর্কিত বিষয়াদি।
- এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত সকল বিষয়ে আইন।
- এ বিভাগের অন্তর্ভূক্ত যে - কোন বিষয়ে ফি (রহমান:২০০৬:৭৮২)।

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রীপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs) এর অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়।১৯৭৫ সালে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে এবং পরবর্তীতে মন্ত্রীপরিষদ সচিবালয়ের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতাভূক্ত করা হয় এবং ১৯৮৩ সালে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগকে পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে ১৯ অক্টোবর ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে বর্তমান মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions (Schedule 1 of the Rules of Business,1996) এর

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক-৪ এ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের অবস্থান। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে এ বিভাগ সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

কার্যাবলী:

১. মন্ত্রীসভা ও মন্ত্রীসেবা কমিটিসমূহের সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২. মন্ত্রীসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩. মন্ত্রীসভা ও কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা।

৪. রাষ্ট্রপতি,প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬. রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭. কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবন্টন।

৮. তোষাখানা।

৯. পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

১০. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাদের শপথ পরিচালনা।

১১. ভ্রমণভাতা ও দৈনিক ভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণ সম্পর্কিত সাধারণ

১১ ক. দূর্নীতি দমন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২. যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩. সচিব কমিটি ও উপ কমিটি সমূহ।

১৪. উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫. পদমানক্রম।

১৬. ফৌজদারী বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭. আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮. প্রশাসনিক সংস্কার / পুনর্গঠন সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)।

১৯. এই বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০. এ বিভাগের অধ:স্তন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান।

২১. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে লিয়াঁজো এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য সংস্থার সাথে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

২২. এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২৩. এ বিভাগে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান।

২৪. আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এ বিভাগে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয় সম্পর্কিত ফি।

২৫. জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

(http://www.cabinet.gov.bd/cabinet_division.php?lang=bn&page=cabinetfunctions).

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়:

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় একটি সাংগঠনিক মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। সাংগঠনিকভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সরকারী প্রশাসনিক কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ মন্ত্রণালয় ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর এবং ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৭৮ সালে একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করে।বর্তমানে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়(আহমেদ:১৯৮৬:২২৯)।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী:

১. বাংলাদেশের সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্যদের নিয়োগ ও পদত্যাগ সংক্রান্ত।

২. নিয়মিতভাবে গঠিত কোন ক্যাডার সার্ভিসের কোন পদে প্রথম নিয়োগ।

৩. নিয়োগবিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়, এইরূপ কোন চাকুরী বা পদে প্রথম নিয়োগ।

৪. রাষ্ট্রপতি যাহাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এইরূপ অফিসারগণের বরখাস্ত,অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসরদান, পদাবনমিত করার বিষয়সমূহ।

৫. সংসদের আইন দ্বারা নিয়োগসমূহ নিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তিবৃন্দের নিয়োগ এবং চাকুরীর শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণের বিধিমালা প্রণয়ন।

৬. রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত অসামরিক পদধারী ব্যক্তিবর্গের বরখাস্ত ও অপসারণ অথবা পদবনমিতকরণ সম্পর্কে কারণ দর্শানোর সুযোগ পরিহার।

৭. কোন অসংবিধিবদ্ধ কমিশনসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ,পদত্যাগ এবং অপসারণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. অসংবিধিবদ্ধ কমিশনসমূহের সদস্যগণের বেতন,ভাতাদি, বিশেষ অধিকার বিষয়ে বিধিসমূহ প্রণয়ন।

৯. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নির্বাহী বা অঙ্গ সংগঠনের যেমন: আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্বব্যাংক ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে বাংলাদেশী নাগরিকগণের মনোনয়ন প্রদান।

১০. সচিবালয়ের উপসচিব হতে সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন পদে নিয়োগ।

১১. সচিবালয়ের যুগ্মসচিব ও তদুর্ধ্ব পদে বদলী ও পদায়ন।

১২. ভূমি আপীল বোর্ড এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ।

১৩. অর্থ প্রতিষ্ঠান সমূহের চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং শিক্ষাবোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান ব্যতিরেকে সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের চেয়ারম্যান/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ।

১৪. বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারগণের নিয়োগ বদলী এবং পদায়ন (মিয়া:২০০২:৪৫)।

৪.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা:

উক্ত গবেষণাকর্মে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৩ জন কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে একটি অংশ ছিল এরকম যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে অথবা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে যে তথ্য গুলো এসেছে সেগুলো গবেষণা কর্মকে আরো গতিশীল করার জন্য তুলে ধরা হলো:

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়:

ক. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ মন্ত্রণালয়টি রাজউক, গণপূর্ত অধিদপ্তর,জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খ. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে

গ. কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুপারভাইসরী দিকটা কলপ্রসূ করা হয়েছে,করণিক বিষয়গুলোর কলেবর কমিয়ে আনা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. অসৎ ও অদক্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে,অটোমেশন ও মডানইজেশনের কাজ করা হচ্ছে।

জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান:

ক. সুশাসন বিষয়টি প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত আছে এবং এর উপর গবেষণাও হচ্ছে।

খ.মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়,বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এবং বিভাগের অধীন শাখাসমূহের মধ্যে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুষ্ঠু বন্টন ও সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেকের নিজ কাজে কারো হস্ত ক্ষেপ করার সুযোগ থাকেনা।

গ.নিয়মিত ফেকাল্টি মিটিং,টেন্ডার কমিটি পুণঃগঠন।

ঘ.পিআর এসপি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়:

ক. কার্যবিধি মালা টিম গঠন করা হয়েছে।

খ. নিয়মিত কার্য মনিটর এবং শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে।

গ. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণসহ সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে।

ঙ. অনিস্পন্ন বিষয়ের তালিকা প্রণয়ন করে দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চ. টেলিফোনের মাধ্যমে কার্যাদি দ্রুত নিস্পত্তিকরণ।

ছ. অধীনস্থদের কাযার্দি নিয়মিত তত্ত্বাবধানসহ ফরোওয়ার্ড ডাইরী অনুসরণ।

জ. অধিকতর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, আইন বিধি-বিধান হালনাগাদকরণ।

ঝ. পেনসন কেইসগুলো দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঞ. তথ্য প্রযুক্তি ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা নিশ্চিতকরণ।

ট. সরকারী দলিলপত্র জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা যায় তার তালিকা তৈরী করছে, বিভিন্ন পরিপত্র জারী করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের কাজকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঠ. নিয়মিত সভার আয়োজন এবং প্রতিদিনের কর্মের ফলাফলসহ বিধি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ:

ক. চাকুরীতে নিয়োগ দানে স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

খ. আইনের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করা হচ্ছে, বিধি-বিধান অনুসরণ করে কাজ পরিকল্পনা হচ্ছে।

গ. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হচ্ছে।

ঘ. ই-গভর্ন্যান্স চালু করা হচ্ছে।

ঙ. বিভিন্ন সমন্বয়মূলক কমিটি গঠন করা হয়েছে,কর্ম উন্নয়ন টিম গঠন করা হয়েছে।

চ. ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি ষ্ট্র্যাটিজি প্রণয়ন করা হয়েছে

ছ. সুশাসন সম্পর্কিত ১৫০ মিলিয়ন ডলারের লোন প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে ইত্যাদি।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়:

ক. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ মন্ত্রণালয়টি সময় মতো নথি উপস্থাপন করে থাকে।

খ. প্রাপ্তির ভিত্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান,দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। তথ্য জানার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে এ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে।

গ.সার্ভিস চার্টার প্রণয়ন করেছে।

ঘ. জনস্বার্থে সুশাসন বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, সুশাসন সম্পর্কিত সব ধরণের পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্নভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে কতটুকু এর প্রতিফলন হচ্ছে এটাই বিবেচনার দাবী রাখে। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মকর্তা একেবারে নিশ্চুপ ছিলেন এ কারণে যে, তাঁদের মতে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁদের প্রতিষ্ঠান কোন ধরণের পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সুতরাং বলা যায়, আসলে কতটুকু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এটা একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে না অবস্থান করলে বোঝা খুব কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নমালার বিশ্লেষণঃ

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ডাটা থেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত মতামতগুলো পাওয়া গেছে-

চিত্রঃ৪.১সুশাসন বলতে কি বোঝায় তার মাত্রিক বিশ্লেষণ।

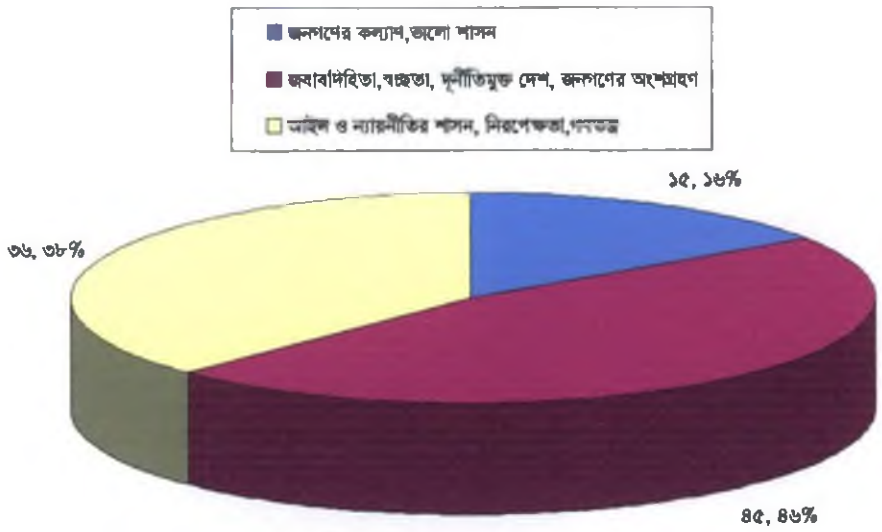

চিত্র ৪.১ থেকে দেখা যায় ৩৩ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সরকারী কর্মকর্তাদের কোন না কোন বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। ৪৫% কর্মকর্তাই সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা,দুর্নীতিমুক্ত দেশ,জনগণের অংশগ্রহণ,সম্পদের সুষম বন্টন এবং জনগণের কল্যাণ ও ভালো শাসনকে বোঝায় এ কথা বলেছেন। তবে বাকী ৩৬% জনগণই সুশাসন সম্পর্কে প্রায় কাছাকাছি উত্তর দিয়েছেন। কেননা তারা ও সুশাসন বলতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির স্বাভাবিক অবস্থা, নিরপেক্ষতা,গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। সুশাসনের সবগুলো সূচকে কর্মকর্তাদের কোন না কোন সমর্থন রয়েছে। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়না। এজন্য সুশাসনের নির্দিষ্ট কোন সূচককে গুরুত্ব দেয়া কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪.২ সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদানের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

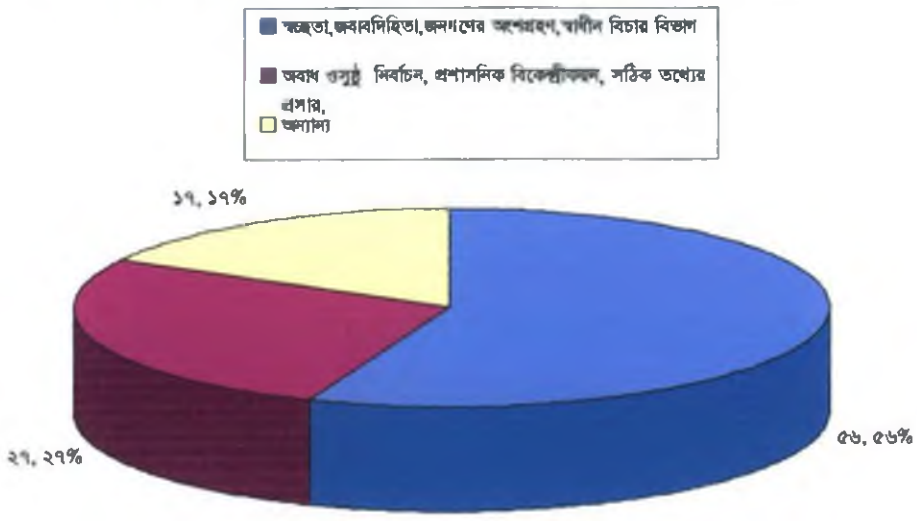

চিত্র ৪.২ এ দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে ৫৪% স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, গণতন্ত্র ও পারস্পরিক সমঝোতার কথা বলেছেন। অতঃপর ৩০% উত্তরদাতা আইনের ভিত্তিতে শাসন, জনগণের সচেতনতা, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সঠিক তথ্যের প্রসারকে সুশাসনের উপাদান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।সুতরাং সুশাসনের নির্দিষ্ট কোন উপাদানের কথা বলা যায়না। সবগুলো উপাদানই সুশাসনের জন্য অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪.৪ প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসনের সহায়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে।

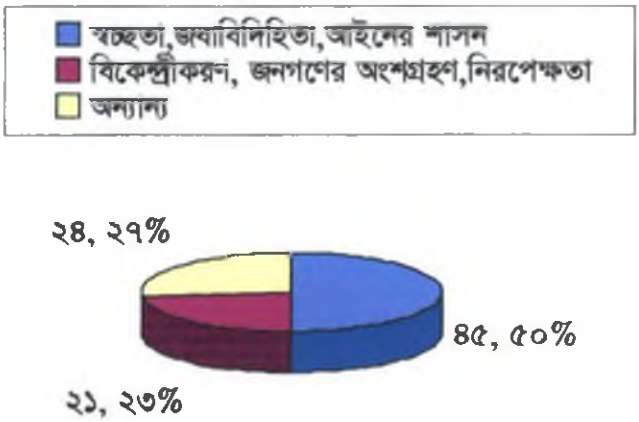

চিত্র-৪.৪ এ দেখা যাচ্ছে প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসন সহায়তা করতে ৪৫% প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ,প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, জনগণের অংশগ্রহণ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ,প্রশাসনে সমঅধিকার,স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা, আইনের শাসন থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করতে সহায়তা করে এ মতামত প্রায় ২৪% কর্মকর্তা মনে করেন। এছাড়া ও অন্যান্য ২৪% যে সকল উত্তরগুলো এসেছে সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র- ৪.৫ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে।

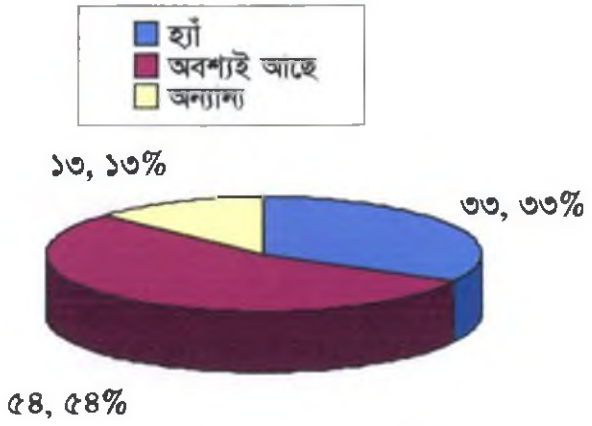

চিত্র ৪.৫ এ দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৫৪% কর্মকর্তা মনে করেন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে । বাকী ৩৩% সরাসরি 'হ্যা' বলেছেন।

চিত্র-৪.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে।

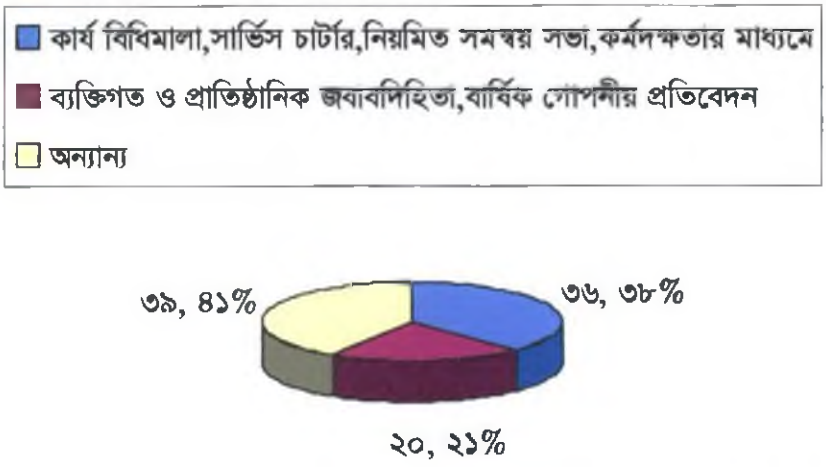

চিত্র ৪.৬ এ দেখা যায় যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রদান করতে গিয়ে ৪২% কর্মকর্তা মনে করেন তাঁদের প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, কর্মমূল্যায়ন,কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নিয়মনীতি সঠিক করে তৈরী করা, কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কাজের সাথে সমন্বয় করা,জবাবদিহিতার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করা এবং গণসচেতনতা তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপশি ২১% উত্তরদাতা বলেছেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

চিত্র-৪.৭ সরকারের প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের জবাবদিহিতার মাত্রিক বিশ্লেষন (%) হারে

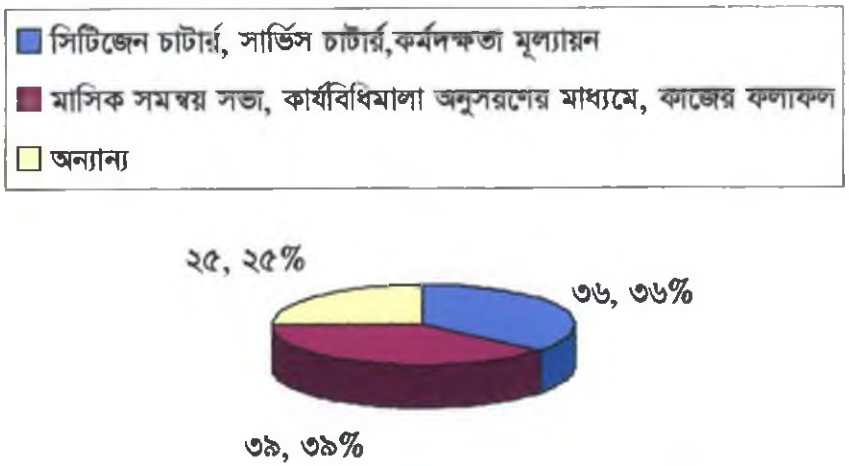

চিত্র-৪.৭ এ দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে জবাবদিহিতা আছে কিনা এ বিষয়ে প্রায় ৩৬% উত্তরদাতা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন এবং কিভাবে সে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এ বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছেন তবে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান যে একইভাবে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে তাও নয়। এছাড়া বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠান সিটিজেন চার্টার, সার্ভিস চার্টার, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, মাসিক সমন্বয় সভা, কার্যবিধিমালা অনুসরণের মাধ্যমে, কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি ৩৯% উত্তরদাতা বিভিন্ন রকম জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা বলেছেন, কিন্তু কিভাবে নিশ্চিত হবে এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট কথা বলেননি।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪.৮ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

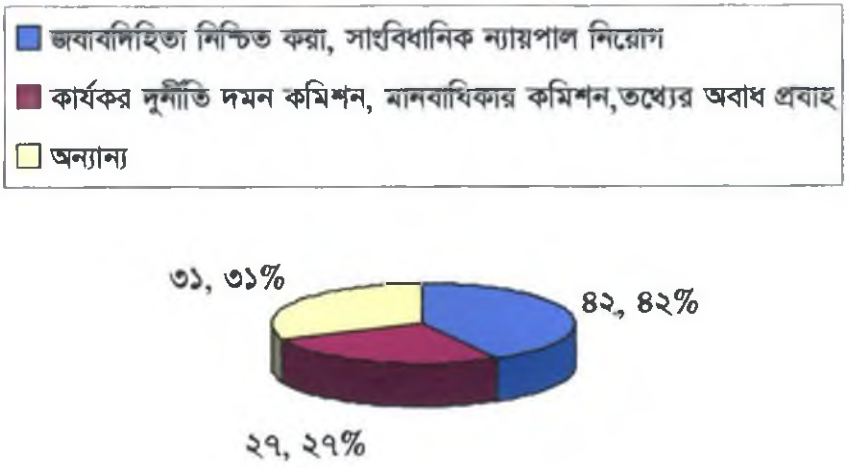

চিত্র-৪.৮ এ দেখা যায় বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে ৪২% কর্মকর্তা বলেছেন কাজের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাংবিধানিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা,বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং জনগণের অংশগ্রহণ। পাশাপাশি এ উত্তরগুলোর সাথে আর ও যে সকল উত্তর এসেছে সেগুলোকে বাদ দেয়া ঠিক হবেনা। ২৭% উত্তরদাতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, কার্যকর দুর্নীতি দমন প্রতিষ্ঠা,কার্যকর মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, দেশপ্রেমে মূল্যবোধ জাগ্রত করা ও শিক্ষার প্রসার ঘটানোর বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪.৯'সুশাসন প্রতিষ্ঠা উন্নয়নের সকল উৎস' এর মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

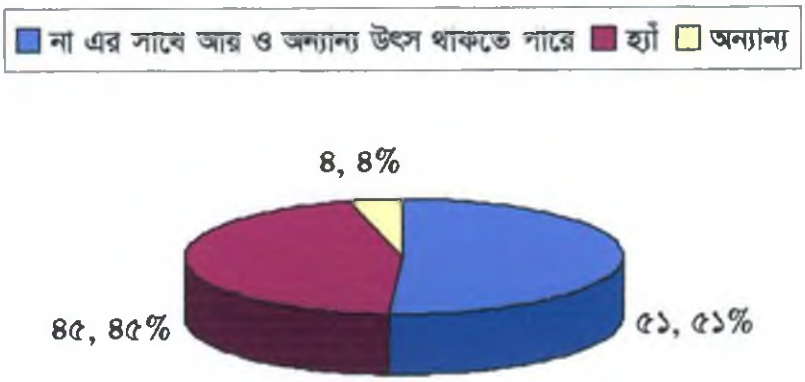

চিত্র ৪.৯ এ দেখা যায় যে, 'সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস?'- এ প্রশ্নের উত্তরে ৫১% উত্তরদাতা বলেছেন যে, শুধুমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস হতে পারেনা। এছাড়াও আরও অন্যান্য উৎস থাকতে পারে। তবে তারা কোন উৎসের কথা উল্লেখ করেননি। অপরদিকে ৪৫% কর্মকর্তা বলেছেন 'হ্যাঁ' সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস।

চিত্র-৪.১০ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

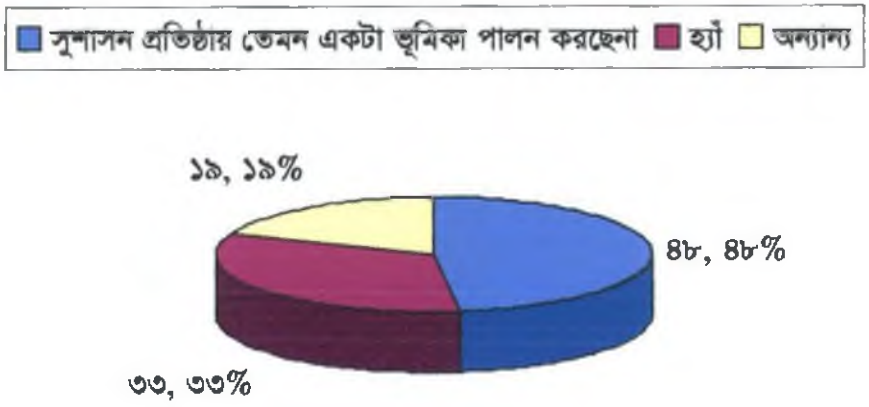

চিত্র-৪.১০ এ দেখা যায় যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৮% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছেনা, তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি ৩৩% কর্মকর্তা সরাসরি উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪.১১ সরকারী প্রতিষ্ঠানে পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

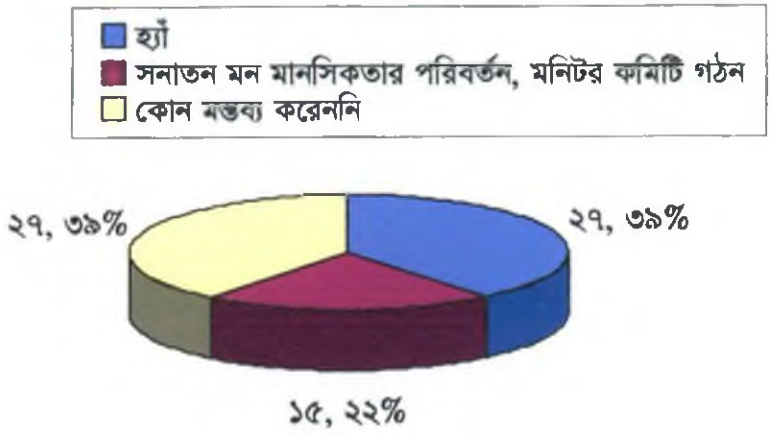

চিত্র-৪.১১ থেকে দেখা যায় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নতুন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে প্রায় ২৭% উত্তরদাতা বলেছেন হ্যাঁ আরও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।পাশাপাশি ২৭% কোন মন্তব্য করেননি। আর কিছু সংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক। এছাড়া ও ১৫% উত্তরদাতা সরকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন মনিটর কমিটি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরন সনাতন মন মানসিকতার পরিবর্তনের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৪.১২উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

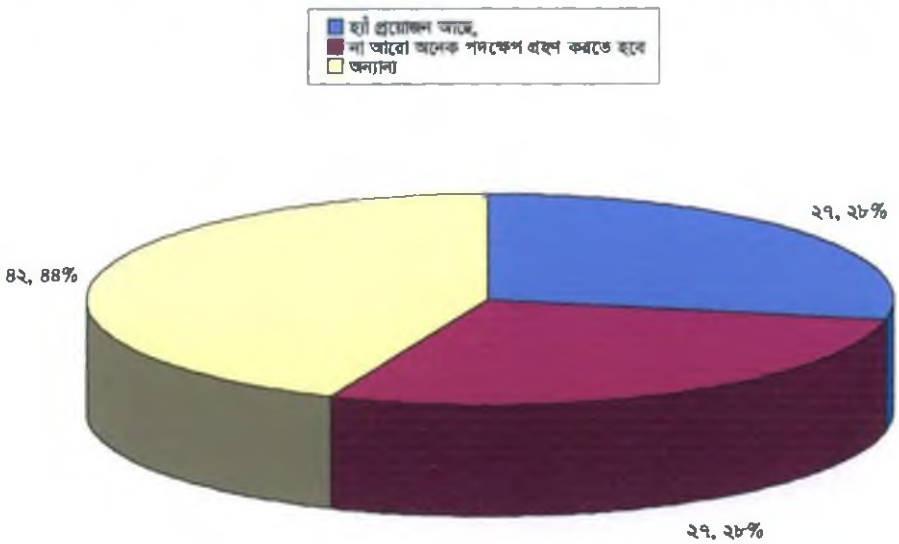

চিত্র-৪.১২ থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে এ উদাহরণ প্রদান করতে গিয়ে ৪৮% উত্তরদাতা বলেছেন, উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রয়োজন আছে, কেননা উন্নয়নের সাথে সুশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর সাথে উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে সেটি হলো- সুশাসনের সাথে শিক্ষার প্রসার ঘটানো,দুর্নীতি দমন, জনগণের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ।পাশাপাশি আরও যে সকল উত্তরগুলো এসেছে সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন-উন্নয়ন ও সুশাসন একসাথে জড়িত। সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা,ন্যায়বিচারভিত্তিক পরিচালনা,সামাজিক,রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। অপরদিকে ২৪% উত্তরদাতা বলেছেন, সুশাসন ও উন্নয়ন এক সাথে অবস্থান করে। শাসনের সাথে 'সু' থাকতে হবে এবং সুশাসন থাকলে উন্নয়ন হবেই। একটি দেশে যদি জনগণের কল্যাণভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে দেশে দারিদ্র্য থাকবেনা, জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে সবাই সুযোগ লাভ করবে, দেশের উন্নয়ন হবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪: উপসংহার

উপরোক্ত অধ্যায়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি ধরণের ভূমিকা পালন করছে তা উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে গবেষণায় ব্যবহৃত উন্মুক্ত প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নগুলোকে চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গবেষণা করে দেখা যায় যে, তারা সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, দুর্নীতিমুক্ত দেশে, সম্পদের সুষম বন্টন ও জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। তাছাড়া বেশীরভাগ কর্মকর্তাবৃন্দ বলেছেন, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, কর্মমূল্যায়নের ব্যবস্থা, কাজের জবাবদিহিতায় ব্যবস্থা ও নিয়মনীতি ঠিকমত পালন করা এ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করছে। প্রতিষ্ঠানের ভিতরে কাজের জবাবাদিহিতার ব্যবস্থা, সার্ভিস চার্টার, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, মাসিক সমন্বয় সভা ও কার্য বিধিমালার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মকর্তাগণ মনে করেননা যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস, তার সাথে আরও উপাদান থাকতে পারে। তবে যে বিষয়টি বেশী লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করার জন্য চেষ্টা করছেন তবে পুরোপুরি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এখনও সফল হতে পারেনি। সুতরাং বলা যায় যে, পাঁচটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেও একটি অংশ যেখানে বলছেন তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তেমন একটা ভূমিকা পালন করছেনা। তবে তাদের মধ্যে বেশীরভাগ কর্মকর্তা বলেছেন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্নমালা, প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী এবং আরও অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অপরিহার্য। আর সেদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রয়োজন সেজন্য কর্তৃপক্ষকে সুশাসনের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন হতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থাকে আরও অনেক বেশী শক্তিশালী করতে হবে।তাহলেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কাঙ্খিত সুশাসন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

Ahmed,S.G.(1986).**Public Personnel Administration in Bangladesh,** Dhaka:Dhaka University.

মিয়া, মোহাম্মদ, ফিরোজ। (২০০২)। **কার্য বিধিমালা,১৯৯৬**। ঢাকা:রোদ্দুর প্রকাশনী ।

রহমান,শামসুর, মোহাম্মদ। (২০০৬)। **লোক প্রশাসন তত্ত্ব ও বাংলাদেশ প্রশাসন**। ঢাকা:খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ।

http://www.cabinet.gov.bd/cabinet_division.php?lang=bn&page=cabinet_functions.

URL:http://www.commonlii.org/bd/legis/num_act/niolgal1992407.

http://www.mohpw.gov.bd/about_mohpw.htm.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

৫.১ ভূমিকা: গবেষণা এলাকার অংশ সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল তথ্য,প্রশ্নের উত্তর এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা রয়েছে উক্ত অধ্যায়ে। এছাড়াও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ,প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলীগুলোও আলোচনা করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের পদক্ষেপের বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

৫.২ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

গবেষণায় যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি),টি.কে শিল্পগোষ্ঠী,ঢাকা আহছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)। উপরিউল্লিখিত সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্ণণা করা হলো।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের শেষ রবিবার 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তর হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' একটি রেজিষ্ট্রার্ড পাবলিক চেরিটেবল ট্রাষ্ট হিসেবে নিবন্ধিত করেন। শুরুতে ৫ জন অবৈতনিক ট্রাষ্টি ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল (১৯৫৮-৬০) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা (১৯৭৭-৭৮) কর্ণেল এম.এম.হক অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ইন্তেকাল করায় বর্তমানে ট্রাষ্টি ৪ জন রয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্টকে সরকার প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে আয়করমুক্ত সুবিধা দিয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে সরকার দান ও আয়কর আইন সংশোধন করায় সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মনোগ্রাম এঁকে দেন প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রকল্প সমন্বয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বর্তমান প্রকল্প সমন্বয়ক ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী একজন ট্রাষ্টি ও বটে। প্রকল্প সমন্বয়ক কেন্দ্রের কাজকর্মে প্রয়োজনে পরামর্শ ও সমন্বয় করে থাকেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রের আয় বৃদ্ধিকল্পে যে সকল বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সব প্রকল্পের ম্যানেজার নিয়োগ, তাঁদের পদোন্নতি, তথা সে সকল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করে থাকেন। প্রকল্প সমন্বয়ক প্রকল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ, বাজেট ও অডিট রিপোর্টসমূহ ট্রাষ্টি বোর্ড সমীপে পেশ করে থাকেন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য:

১. সার্বিক ও সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার পদ্ধতি খুঁজে বের করা।

২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন করা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানো।

৩. দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতির জন্য কিছু দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা,যার সফলতা ভবিষ্যতে সরকারী বা বেসরকারী কর্মকান্ড ও পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে।

৪. প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এবং স্বনির্ভরতা অর্জন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ড:

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ডসমূহকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১.প্রত্যক্ষ সেবা ও সমাজ- উন্নয়নমূলক এবং ২. বাণিজ্য ও পরোক্ষ সেবা। তবে সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নারী উন্নয়ন ও তাদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

নিম্নে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ডগুলোকে সংক্ষেপে দেয়া হলো:

❖ প্রত্যক্ষ সেবা ও সমাজ- উন্নয়নমূলক

১.স্বাস্থ্যসেবা

ক. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

খ. উচ্চতর স্বাস্থ্য পরিচর্যা

গ. বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য পরিচর্যা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

৫.১ ভূমিকা: গবেষণা এলাকার অংশ সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল তথ্য,প্রশ্নের উত্তর এবং অন্যান্য সকল বিষয়ের আলোচনা রয়েছে উক্ত অধ্যায়ে। এছাড়াও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ,প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলীগুলোও আলোচনা করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের পদক্ষেপের বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

৫.২ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

গবেষণায় যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি),টি.কে শিল্পগোষ্ঠী,ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)। উপরিউল্লিখিত সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বর্ণণা করা হলো।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র:

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের শেষ রবিবার 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তর হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র' একটি রেজিষ্ট্রার্ড পাবলিক চেরিটেবল ট্রাষ্ট হিসেবে নিবন্ধিত করেন। শুরুতে ৫ জন অবৈতনিক ট্রাষ্টি ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল (১৯৫৮-৬০) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা (১৯৭৭-৭৮) কর্ণেল এম.এম.হক অন্যতম ট্রাষ্টি ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ইন্তেকাল করায় বর্তমানে ট্রাষ্টি ৪ জন রয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাষ্টকে সরকার প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে আয়করমুক্ত সুবিধা দিয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে সরকার দান ও আয়কর আইন সংশোধন করায় সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মনোগ্রাম এঁকে দেন প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রকল্প সমন্বয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বর্তমান প্রকল্প সমন্বয়ক ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী একজন ট্রাষ্টি ও বটে। প্রকল্প সমন্বয়ক কেন্দ্রের কাজকর্মে প্রয়োজনে পরামর্শ ও সমন্বয় করে থাকেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রের আয় বৃদ্ধিকল্পে যে সকল বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সব প্রকল্পের ম্যানেজার নিয়োগ, তাঁদের পদোন্নতি, তথা সে সকল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করে থাকেন। প্রকল্প সমন্বয়ক প্রকল্প সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ, বাজেট ও অডিট রিপোর্টসমূহ ট্রাষ্টি বোর্ড সমীপে পেশ করে থাকেন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য:

১. সার্বিক ও সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার পদ্ধতি খুঁজে বের করা।

২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের ক্ষমতায়ন করা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানো।

৩. দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নতির জন্য কিছু দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা,যার সফলতা ভবিষ্যতে সরকারী বা বেসরকারী কর্মকান্ড ও পরিকল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে।

৪. প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এবং স্বনির্ভরতা অর্জন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ড:

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ডসমূহকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১.প্রত্যক্ষ সেবা ও সমাজ- উন্নয়নমূলক এবং ২. বাণিজ্য ও পরোক্ষ সেবা। তবে সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নারী উন্নয়ন ও তাদের সম্পৃক্তকরণের বিষয়কে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

নিম্নে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকান্ডগুলোকে সংক্ষেপে দেয়া হলো:

❖ প্রত্যক্ষ সেবা ও সমাজ- উন্নয়নমূলক

১.স্বাস্থ্যসেবা

ক. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

খ. উচ্চতর স্বাস্থ্য পরিচর্যা

গ. বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য পরিচর্যা

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পুষ্টি উন্নয়ন ও সুলভে উন্নত মানের প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

২. শিক্ষা

ক. দরিদ্র মানুষের সন্তানদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

খ. জীবনসংগ্রামের উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।

গ. গ্রামের মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ঘ. স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ

৩. গণস্বাস্থ্য ভ্যাকসিন গবেষণাগার

ক. গবেষণা ও প্রকাশনা ও 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' ও বিভিন্ন প্রকাশনী

খ. এডভোকেসী

গ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ঘ. সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন

❖ বাণিজ্য ও পরোক্ষ সেবা

১. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

ক. গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস লিমিটেড

খ. গণস্বাস্থ্য এন্টিবায়োটিক লিমিটেড

গ. ফার্মাকেমী (বাংলাদেশ) লিমিটেড

২. পুষ্টি সংক্রান্ত

ক. গণস্বাস্থ্য বেকারী ও গণস্বাস্থ্য ফুডস লিমিটেড

খ. গণস্বাস্থ্য ভিটামিনারেলস (আয়োডাইজড্ লবণ)

গ. দরিদ্র পরিবার ভিত্তিক গরু পালন

ঘ. টিউলিপ ডেয়ারী ও ফুডস্ লিমিটেড

৩. শিক্ষা সংক্রান্ত

ক. গণ প্রকাশনী

খ. গণ মুদ্রণ লিমিটেড

৪. অন্যান্য

ক. গণস্বাস্থ্য গ্রামীণ টেক্সটাইল লিমিটেড

Dhaka University Institutional Repository

খ. গণতাঁত লিমিটেড

গ. প্রোগ্রেসিভ ক্রেডিট কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

ঘ. দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বীকৃতি

- ❖ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৯৭২ সালেই সকল জনসাধারণকে সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে সমাজ-উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিল। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েট রাশিয়ার (বর্তমানে কাজাখস্থান) আলমা-আটায় 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নীতিমালা ঘোষণার আগে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অন্যতম মূল কেইস স্টাডি হিসেবে গ্রহণ করেছিল।
- ❖ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র দেশের প্রথম বেসরকারী সংগঠন যা স্কুলের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ও স্বল্পশিক্ষিত মহিলাদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ প্রদান করে এবং তাদের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ও অধিক হারে মহিলাদেরকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার ব্যবস্থা শুরু করে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাস থেকে।
- ❖ ১৯৭৪ সালে সুইডেনে 'বিশ্ব যুব শান্তি পুরস্কার লাভ।
- ❖ ১৯৭৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' প্রদান করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে।
- ❖ ১৯৮৫ সালে 'ম্যাগসাসাই পুরস্কার' লাভ।
- ❖ ১৯৮৯ সালে 'মওলানা ভাসানী পুরস্কার' লাভ।
- ❖ ১৯৯২ সালে 'রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার' লাভ।
- ❖ ২০০১ সালে 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড এ্যাকশন পুরস্কার ' লাভ।
- ❖ ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বার্কলীহ্ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জনস্বাস্থ্য যোদ্ধা' (Public Health Hero, 2002) পুরস্কার লাভ।

Dhaka University Institutional Repository

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের চাকুরীর শর্তাবলী ও বেতন কাঠামো:

১৯৭২ সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র যখন প্রথম কার্যক্রম শুরু করে তখন কর্মীদের কোন ধরনের বেতন ভাতার দেয়া হতো না বা দেয়া সম্ভব ছিলনা। ১৯৯৮ সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সকল শ্রেণীর কর্মীদের সমন্বিত 'বেতন পর্যালোচনা কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটি নিম্নলিখিত শর্তে চাকুরীর শর্ত ও বেতন কাঠামো পর্যালোচনা করেন:

ক. পূর্বের ন্যায় চাকুরীর ক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

খ. পূর্বের ন্যায় উচ্চতর প্রশিক্ষণে মহিলা কর্মীদের বেশী সুযোগ দেয়া হবে।

গ. পূর্বের ন্যায় সাধারণ কর্মীদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

ঘ. দীর্ঘকাল কর্মরত সাধারণ কর্মীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

১৪০৮ বাংলা সালের (২০০১-২০০২) বার্ষিক সভায় 'বেতন পর্যালোচনা কমিটি'র প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদন করা হয়। অবিলম্বে নতুন কার্যকরী করা হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হয় (গণস্বাস্থ্য কর্মীদের জীবন ও জীবনধারণ:২৩)।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা:

১৯৮০'র শুরুতে কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। মূলতঃ পাচঁ জন প্রবীণ পরিচালকের সমন্বয়ে এই কমিটি পরিচালিত। তিনি প্রকল্পের কাজকর্ম পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং বাজেট অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। বাজেট সভায় তহবিলের পক্ষ থেকে প্রকল্প সমন্বয়ক উপস্থিত থাকেন। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কাউন্সিল চার শ্রেণীর সদস্য দ্বারা গঠিত হবে যেমন:

পদাধিকারবলে সদস্য থাকবেন: নির্বাহী পরিচালক ও কেন্দ্রীয় পরিচালকবর্গ।

নির্বাচিত সদস্য: ৫ জন: নূন্যতম ৩ জন মহিলা।

- দুইজন স্বাস্থ্যকর্মী (চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য প্রকৌশলীদের মধ্য থেকে)।
- একজন নারীকেন্দ্রের কর্মী।
- একজন গণপাঠশালা কর্মী।
- একজন অন্যান্য বিষয়ক কর্মী (অফিস,দুর্যোগ,ত্রাণ প্রভৃতি)।

Dhaka University Institutional Repository

মনোনীত সদস্য: ৩ জন: নূন্যতম একজন মহিলা।

পর্যবেক্ষক সদস্য : নূন্যতম ৫০% মহিলা সদস্য।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভাপতি নির্ধারণ করবেন। পর্যবেক্ষক সদস্যরা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সভা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু কোনরূপ ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি):

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি স্বাধীন, অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। টিআইবি এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা- বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের জীবন দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ব আন্দোলনের প্রেক্ষিতে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে একটি ট্রাষ্ট হিসেবে বার্লিন– ভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)- এর বাংলাদেশের চ্যাপ্টার হিসেবে কাজ ও করছে এবং সেই প্রেক্ষিতে টি আই এর বিশ্বব্যাপী অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলোর সাথে একসাথে কাজ করে থাকে। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,সততা এবং নিরপেক্ষতা -এই মূল্যবোধগুলোর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে টিআইবি তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে টিআইবি সক্রিয়, যাতে সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা / প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি রোধ করা যায় এবং সেই সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। টিআইবি প্রশাসন, রাজনীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়।

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য:

রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে টিআইবি'র মূল উদ্দেশ্য। মুলত: একটি এ্যাডভোকেসি সংগঠন হিসেবে টিআইবি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নাগরিক সমাজকে সংগঠিত করছে। দুর্নীতি রোধ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা জরিপ এবং

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে একদিকে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার- অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

টিআইবি'র প্রধান কার্যক্রম সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

- ২০০৩ সাল থেকে ৩ বছর মেয়াদী 'জাতীয় সততা কর্মসূচী' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ২০০৩ সাল থেকে টিআইবি'র দ্বিতীয় মেয়াদী জাতীয় সততা কর্মসূচীর অধীনে মেকিং ওয়েভস প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার পরিমাপ ও তা নিরসনের কৌশল বের করার লক্ষ্য নিয়ে টিআইবি ৫ ধরণের গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
- সরকারী সেবামূলক খাতের মান নির্ণয়ে টিআইবি রিপোর্ট কার্ড পদ্ধতি চালু করেছে। টিআইবি দেশের মৌলিক শিক্ষা স্তরের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করা এবং অনিয়ম-দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন করে তা অবসানের লক্ষ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহে'র ৮টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে এক রিপোর্ট কার্ড জরিপ পরিচালনা করে।
- ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুর্নীতির রিপোর্টটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তৈরী করছে 'নিউজস্ক্যান ডাটাবেজ' রিপোর্ট। এটি এমন একটি কম্পিউটারাইজড তথ্যভান্ডার যেখানে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত দুর্নীতির সকল সংবাদ সংরক্ষণ করা হয়।
- ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ -এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।এর আওতায় টিআইবি জাতীয় সংসদ স্পীকারের ভূমিকা, সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম,সংসদে পাসকৃত বিল, সংসদ-সদস্যদের উপস্থিতি ও ভূমিকাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে।
- একটি প্রশাসনিক এলাকার স্থানীয় সচেতন,শিক্ষিত,দেশপ্রেমিক, সমাজ-মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত এবং উদ্যোগী ও সাহসী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি হচ্ছে সচেতন নাগরিক কমিটি।
- জনগণ যাতে দ্রুত সরকারি ও বেসরকারি সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে সে লক্ষ্যে টিআইবি তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র গঠন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

- ❖ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি রোধে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে, টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণা ও জরীপে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রণীত সুশাসন সম্পর্কিত সুপারিশ বাস্তবায়নে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
- ❖ দেশে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিআইবি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নিয়মিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশ করে।
- ❖ জনসাধারণকে দুর্নীতি বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন করার লক্ষ্যে টিআইবি দেশব্যাপী ফ্রেন্ডস অব টিআইবি গঠন করেছে যাতে করে দেশে দুর্নীতিবিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।
- ❖ তৃণমূল পর্যায়ে অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করার জন্য টিআইবি গণনাটককে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে গণনাট্য দল গঠন করেছে।

এছাড়া ও টিআইবির একটি গভর্ন্যান্স ম্যানুয়েল রয়েছে। কর্মকতা ও কর্মচারীদের চাকুরী বিধি বিধান এবং অন্যান্য বিষয়াবলী এই ম্যানুয়েলে উল্লেখ রয়েছে (টিআইবি নির্দেশিকা)।

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)

যেসব বেসরকারী সংস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত শাল্লা নামক স্থানে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাকের অগ্রযাত্রা শুরু হয়(সেলিম:২০০৫:১৩৮)। তবে সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী ফজলে হাসান আবেদ এর উদ্যোগে উন্নয়নমূলক সংগঠন হিসেবে ব্র্যাক জন্মলাভ করে। এই উন্নয়নমূলক সংগঠনটির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে। ১৯৭৩ সালে ব্র্যাক দীর্ঘমেয়াদী কমিউনিটি উন্নয়ন নিয়ে তাদের কার্যাবলী নিয়ে অগ্রসর হয়। বর্তমানে ব্র্যাক একটি বৃহৎ এনজিও যে এনজিওর ৯৫,০০০ কর্মকর্তা এবং কর্মচারী রয়েছে। ব্র্যাকে মোট কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে শতকরা ৭২ জন মহিলা। এছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকায় ১১০ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে তাদের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী পৌঁছে দিয়েছে। ব্র্যাক দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন এবং শিক্ষা নিয়ে মুলত: কাজ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্র্যাকের উদ্দেশ্য:

গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শ্রমজীবি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করাই ব্র্যাকের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌল প্রয়োজন, চাহিদা, সম্পদ ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্র্যাকের প্রগতিশীল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়েছে। ব্র্যাকের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- ❖ গ্রামীণ দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় ও নির্ভরশীল জনগণকে লক্ষ্য দল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা, যাতে তারা ব্র্যাকের সাহায্য ও সহযোগিতা স্বত:স্ফূর্তভাবে ভোগ করতে পারে।
- ❖ লক্ষ্য দল যাতে নিজেরাই নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের দ্বারা আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে তার জন্য সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে।
- ❖ সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।
- ❖ সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম চালু ও বাস্তবায়ন করা।
- ❖ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা।
- ❖ ব্র্যাকের লক্ষ্য দলের দরিদ্রদের ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য বাস্ত-বভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ❖ উদ্ভূত সমস্যা,গৃহীত কার্যক্রমের যথার্থতা যাচাই,কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রম চালু করা।
- ❖ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে,যাতে তাদের নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধকল্পে নিজেরাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নে সামর্থ্য অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা।
- ❖ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তনকল্পে সংস্থানমূলক প্রকল্প নির্বাচন,নকশা প্রণয়ন এবং বাস্ত বায়ন এবং প্রয়োগে সহায়তা করে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ব্র্যাকের কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

- ❖ মহিলা বিশেষ করে যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।
- ❖ ব্র্যাকের শিক্ষামূলক কাজের লক্ষ্য হিসেবে বর্তমানে ২০,১৬৮টির বেশী প্রাথমিক এবং ৩২,০০০টির বেশী অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা দারিদ্র্যতার জন্য লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারছেনা তাদের মধ্যে শিক্ষাদান করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব বিষয় বিশেষ করে শেখানো হয় সেগুলো হলো- বাংলা,গণিত, সামাজিক শিক্ষা,বিজ্ঞান এবং ইংরেজী। ব্র্যাকের শিক্ষামূলক কর্মসূচীতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং শারীরিকভাবে অসামর্থ্য শিশুদের ও শিক্ষাদান করে থাকে।
- ❖ ব্র্যাক বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ঠ অবদান রাখছে। যেমন: 'স্বাস্থ্য সেবিকা' নামে প্রায় ৬৮,০০০ মহিলা রয়েছে যারা কিনা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গ্রামের মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করে থাকে। 'স্বাস্থ্য কর্মী' নামে একদল মহিলা রয়েছে যারা গর্ভবতী মহিলাদের বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে থাকে।এছাড়া ও ব্র্যাক সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নিরাপদ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে 'Water, Sanitation and Hygiene (WASH) নামে একটি কর্মসূচী রয়েছে।
- ❖ ব্র্যাক সামাজিকভাবে যেসব মহিলা বঞ্চিত এবং শোষিত সে সকল মহিলাদের সামাজিক উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং আইনগত দিকে সাহায্য করে থাকে। মানবাধিকার এবং আইনগত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিও লক্ষ্যে ব্র্যাক ক্লাশ নিয়ে থাকে। এছাড়াও ব্র্যাক অন্যান্য এনজিওর সাথে লিগ্যাল এইড ক্লিনিক গড়ে তুলেছে। যে ক্লিনিকে দরিদ্রদের মধ্যে গ্রামীণ দ্বন্দ্ব নিরসনে কাজ করে থাকে এবং আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ❖ Microfinance Programme নামে ব্র্যাক দরিদ্রদের মধ্যে ঋণদান কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করে।

Dhaka University Institutional Repository

- ব্র্যাক ১৪ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে মহিলাদের নার্সারী, শাকসব্জি, চাষাবাদ, পোল্ট্রি, দর্জি, গরু-বাছুর পালন ইত্যাদি বিষয়ে ঋণ প্রদান করে থাকে। একজন নার্সারি কর্মী নার্সারির মাধ্যমে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৬০৩৬ টাকা আয় করে।
- মঙ্গাপীড়িত এলাকা বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের দিকে অধিক পরিমাণে বেকারত্ব দেখা যায়। ব্র্যাক এ সময়ে কৃষিক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে তাদেরকে সাহায্য করে।
- ব্র্যাকের আরও যে সকল অঙ্গসংস্থা রয়েছে সেগুলো হলো- ব্র্যাক শিল্প, ব্র্যাক প্রিন্ট প্যাক, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট , ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড, ব্র্যাক নেট, ভেল্টা ব্র্যাক হাউসিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড।

ব্র্যাকের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা: ব্র্যাকের একটি নিজস্ব শক্তিশালী কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ রয়েছে। যে ব্যবস্থাপনা পরিষদটি ১২ জন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। একটি অডিট কমিটি ও একজন Ombudsperson রয়েছে। তিন বছরের জন্য একজন Ombudsperson নিয়োগপ্রাপ্ত হয় যার কাজ হচ্ছে ব্র্যাকের অভ্যন্তরে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, কাজে অবহেলা, বৈষম্য এসব বিষয়গুলো ঘটছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।ব্র্যাকের কাজে স্বচ্ছেতা এবং জবাবদিহিতা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ব্র্যাকের সকল প্রকল্পের রিপোর্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দেয়া হয়। তাছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচার আচরণ এগুলো কেমন হবে এ বিষয়ে ও নীতিমালা রয়েছে। ব্র্যাকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। মাঠ পর্যায়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সমগ্র দেশে আঞ্চলিক কার্যালয়, এরিয়া কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ব্র্যাকের আঞ্চলিক কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ব্র্যাকের এরিয়া কার্যালয় অবস্থিত।

ব্র্যাক বাংলাদেশের বাইরে ও তাদের কার্যাবলী অব্যাহত রেখেছে, যেমন: আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, তানজানিয়া, উগান্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সুদানে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন:

সমাজের বঞ্চিত ,দরিদ্র লোকদের সামাজিক এবং অন্যান্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে খান বাহাদুর আহসানউল্লাহর উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জন্মলাভ করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের লক্ষ্য:

- ❖ সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক এবং ধর্মীয় সচেতনতা জাগ্রত করা।
- ❖ মানুষের মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত করা।
- ❖ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্যবোধ তৈরী করা।
- ❖ মানুষের মধ্য থেকে অহংবোধ দূর করা।
- ❖ মানুষের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকের উন্নয়ন সাধন করা।
- ❖ সমাজ থেকে দারিদ্র্যতা নিরসন করা।
- ❖ সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

কার্যাবলী:

- ❖ কমিউনিটি ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন
- ❖ শিক্ষা এবং যোগাযোগের সামগ্রীগুলোকে আরও উন্নয়ন সাধন করা
- ❖ কারিগরী, সাধারণ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।
- ❖ প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন সেবা প্রদান করা।
- ❖ কৌশলগত বিষয়গুলোকে দেখা।
- ❖ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন শিক্ষা বিষয়ক যে সকল কাজ করে সেগুলো হলো-শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক ও যুবকদের বিভিন্ন রকম আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন ধরণের বাজারমুখী কারিগরী শিক্ষা ও কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানটি জনগণের মধ্যে স্যানিটেশন সচেতনতা এবং নিরাপদ পানি ব্যবহারে স্বাস্থ্যকর্মীরা জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে।এই লক্ষ্যে 'স্যাটেলাইট ক্লিনিক' গড়ে তোলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মানবাধিকার, শিশু অধিকার এবং নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশন শিক্ষাক্ষেত্রে, সুশীল সমাজের সক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং নারী এবং শিশু পাচার রোধে কাজ করে থাকে। আর এই লক্ষ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে ২০০৫-২০০৬ সালের দিকে যৌথভাবে তাদের কাজ শুরু করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৭ সালের দিকে দুই দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাদের কার্যাবলী শুরু হয়।

আফ্রিকাতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে ঢাকা আহছানিয়া মিশন তাদের কর্মশালা আয়োজন করে। এছাড়াও সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে ও বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করা হয়।২০০৫ সালের ১৯-২৪ নভেম্বর পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান ও বাংলাদেশের ২০ জন শিক্ষা অফিসার নিয়ে ঢাকায় একটি আঞ্চলিক কর্মশালা নামে একটি কর্মশালার আয়োজন করে।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ব্যবস্থাপনা:

২১ জন সদস্যের একটি নিবাহী কমিটি রয়েছে যারা নির্বাচিত হয় সাধারণ সদস্যদের মাধ্যমে। সভাপতি এবং প্রধান নিবাহী কমিটির আইনবলে তারা তাদের কাজ পরিচালনা করে। ঢাকা আহছানিয়া মিশনে পরিবীক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ ইউনিট রয়েছে যে ইউনিটের দায়িত্ব হলো প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং কর্মসূচীগুলো ঠিকমত বাস্তবায়ন করা। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সাতটি কার্যক্রম বিভাগ রয়েছে। যেমন:ক) কর্মসূচী খ)প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন গ) গবেষণা ঘ) মানব সম্পদ ঙ) হিসাব ও নিরীক্ষা এবং চ)সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ। পরিবীক্ষণ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে থাকে কিন্তু তারা কার্যক্রম বিভাগে কর্তৃক গৃহীত সব ধরণের কর্মসূচীগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য সমর্থন প্রদান করে থাকে এবং তারা তাদের কাজের মাধ্যমে গুনগত মান,অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

টি.কে শিল্পগোষ্ঠী:

বাংলাদেশের শিল্পগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে টি.কে শিল্পগোষ্ঠিটি একটি অন্যতম শিল্পগোষ্ঠী। যেটি ১৯৭২ সালে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।এই শিল্পগোষ্ঠীটি তেল, গ্যালভ্যানাইজড আয়রন শীট, গ্যালভ্যানাইজড প্লেইন শীট,পেত বোটল,পিপি সিমেন্ট সেকস,চা, লিখন এবং মুদ্রণের কাগজ সরবরাহ এবং বিক্রয় করে থাকে। এছাড়া এবসরবেন্ট ক্রেফট পেপার, কষ্টিক সোডা সলিড, বিটুমিন, মিথানল, মাইলিং হুইট, নেল, হেভী নরম্যাল প্যারাফিন ও সোডা এ্যাস লাইট ক্রয় করে থাকে। এদের ব্যবসায় ভূমিকা হলো:আমদানীকারক, ব্যবসায়িক ধরণ হলো: বাজারজাতকরণের এবং এই প্রতিষ্ঠানটি একটি করপোরেশন সদৃশ।

৫.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা:

উক্ত গবেষণাকর্মে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৩ জন কর্মকর্তার প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে একটি অংশ ছিল এরকম যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে অথবা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনা এ বিষয়ে তাদের কাছ থেকে যে তথ্য গুলো এসেছে সেগুলো গবেষণা কর্মকে আরো গতিশীল করার জন্য তুলে ধরা হলো:

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র:

ক. কর্মীদের দক্ষ ও জনমুখী করার জন্য কাজ করছে।

খ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের জীবন ও জীবন ধারণ' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

গ. প্রতিষ্ঠানের লিখিত নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালা ভঙ্গ করলে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়।

ঘ. প্রশাসনিক পদগুলোতে উপযুক্ত লোকের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি):

টিআইবি বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর এ কারণে তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ ও অনুসরণ করে তার প্রধান কয়েকটি হলো:

ক. হিসাব সংক্রান্ত ম্যানুয়েল তৈরী ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ ও মান সম্মত পরীক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ওয়েবসাইটে তা সকলের জন্য উন্মুক্ত করা।

খ. সংস্থার আর্থিক অনিয়ম সহ যে কোন দুর্নীতি ও লিঙ্গ সচেতনতা সংক্রান্ত বিষয়ে বঞ্চনার পাশাপাশি চারিত্রিক বিচ্যুতির জন্য জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হয়।

গ. সংস্থায় একটি সুসংবদ্ধ সংক্ষুব্ধ প্রক্রিয়া রয়েছে। এখানে কর্মরত যে কোন ব্যক্তি সরাসরি খুব সহজে নির্বাহী পরিচালকের সাথে দেখা করে অভিযোগ জানাতে পারে। এমনকি অভিযোগ জানানোর জন্য নির্দিষ্ট ই-মেইল ও অভিযোগ বাক্সের মাধ্যমে নির্বাহী পরিচালক বরাবর অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হয়।

ঘ. টিআইবিতে ট্রাষ্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে ন্যায়পাল মনোনয়ন করা হয়েছে।

ঙ. মানব সম্পদ ম্যানুয়াল, লিঙ্গ সচেতনতা ম্যানুয়েল সহ বিভিন্ন ধরণের ম্যানুয়েল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

চ. সংস্থার নীতি নির্ধারণী ট্রাষ্টি বোর্ড অত্যন্ত স্বাধীন ও সক্রিয়। তারা নিয়মিত সভার মাধ্যমে সংস্থার কর্মসূচী বিষয়ে অবগত হন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

ছ. সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পর্যায়ের কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও নিয়মিত মাসিক সভার মাধ্যমে কাজের মূল্যায়ন ও প্রত্যেকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়।

জ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য টিআইবি চালু করেছে Code of Ethics যা সকল কর্মকর্তা,কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা মেনে চলে।

ঝ. গভর্ন্যান্স ম্যানুয়েল করা হয়েছে যাতে সকলের চিন্তার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঞ. নির্বাহী পরিচালক পরিকল্পনা গ্রহণে সকল কর্মকর্তা - কর্মচারীকে সমান গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সবসময় খোলামেলা আলোচনা করে।

ট. প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রয়েছে।

ঠ. পদ ও যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ণ. সংখ্যাগত ও গুণগতভাবে নারী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে সমতা আনয়নের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা বিদ্যমান।কর্মক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ সময়কালীন বিশেষ সুবিধা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত. নিয়মিত মাসিক,ত্রৈমাসিক,ষান্মাসিক ও বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন:

ক. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

খ. কর্মীদের জন্য সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজ করছে।

গ. ষ্টাফ পলিসি, ফিনান্সিয়াল পলিসি এবং অন্যান্য যে সকল পলিসি আছে সেগুলো ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কিনা তার জন্য অডিট করা হয়।

বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক):

ক.সংস্থার মানব সম্পদ নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী সকল কর্মীর কাছে সহজলভ্য করা।

খ. কর্মী নিয়োগে লিঙ্গের সমতা রক্ষা করা।

গ. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

ঙ. যৌন হয়রানি নির্মূল করণ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

চ. স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।

ছ. ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়েছে।

জ. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন পেশাজীবি, সমাজ সংস্কারক,শিল্পোদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে গঠিত গভর্নিং বডি।

টি.কে শিল্পগোষ্ঠী:

ক.যোগ্য লোকবলকে যোগ্যস্থানে সঠিক সময়ে নিয়োগ দেয়া হয়।

খ. কর্ম পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার নীতিমালা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নমালার বিশ্লেষণ:

উন্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে সেকেন্ডারি ডাটা থেকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিম্নলিখিত মতামতগুলো পাওয়া গেছে-

চিত্র-৫.১ সুশাসন বলতে কি বোঝায় তার মাত্রিক বিশ্লেষণ(%) হারে।

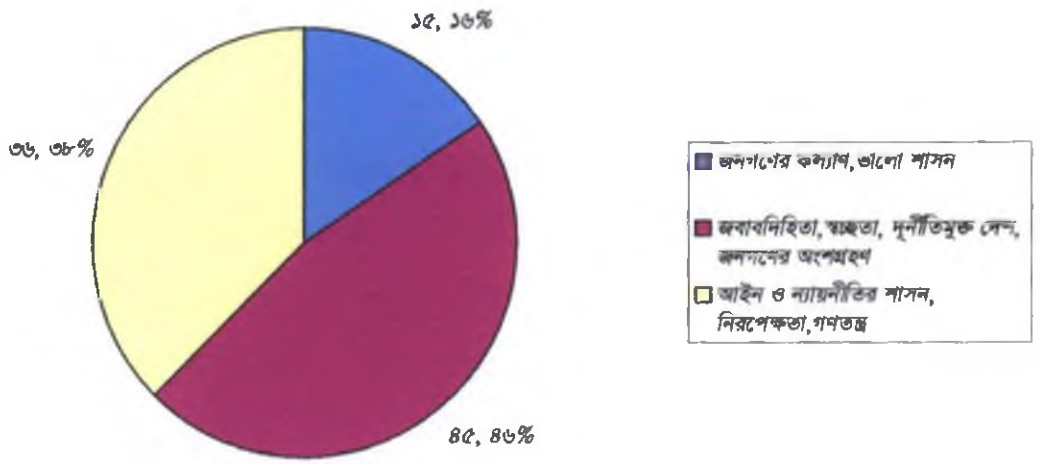

চিত্র-৫.১ এ দেখা যায় সুশাসন বলতে কি বোঝেন? এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারী কর্মকর্তাগণ কোন না কোন বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেছেন। ৪৫% কর্মকর্তাই সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা,দুর্নীতিমুক্ত দেশ,জনগণের অংশগ্রহণ,সম্পদের সুষম বন্টন এবং জনগণের কল্যাণ ও ভালো শাসনকে বোঝায় এ কথা বলেছেন। তবে বাকী ৩৬% জনগণই সুশাসন সম্পর্কে প্রায় কাছাকাছি উত্তর দিয়েছেন। কেননা তারাও সুশাসন বলতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির স্বাভাবিক অবস্থা, নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র,মানবাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। সুশাসনের সবগুলো সূচকে কর্মকর্তাদের কোন না কোন সমর্থন রয়েছে। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়না। এজন্য সুশাসনের নির্দিষ্ট কোন সূচককে গুরুত্ব দেয়া কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.২ সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদানের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

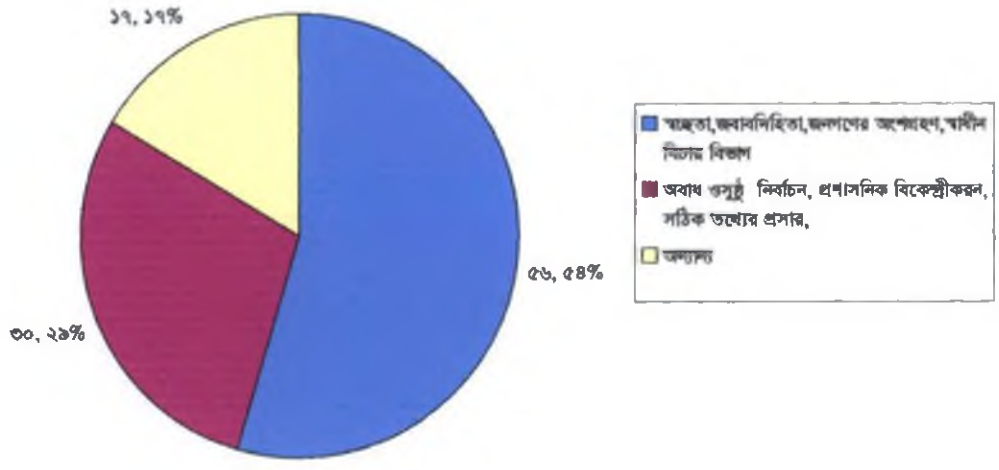

চিত্র-৫.২ থেকে দেখা যায় যে, সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে ৫৬% বেসরকারী কর্মকর্তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, গণতন্ত্র ও পারস্পরিক সমঝোতার কথা বলেছেন। অতঃপর ৩০% কর্মকর্তা বলেছেন আইনের ভিত্তিতে শাসন, জনগণের সচেতনতা, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সঠিক তথ্যের প্রসারকে ও সুশাসনের উপাদান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং সুশাসনের নির্দিষ্ট কোন উপাদানের কথা বলা যায়না। সবগুলো উপাদানই সুশাসনের জন্য অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.৩:সুশাসন ও অপশাসনের পার্থক্যের মাত্রিক বিশ্লেষণ(%) হারে

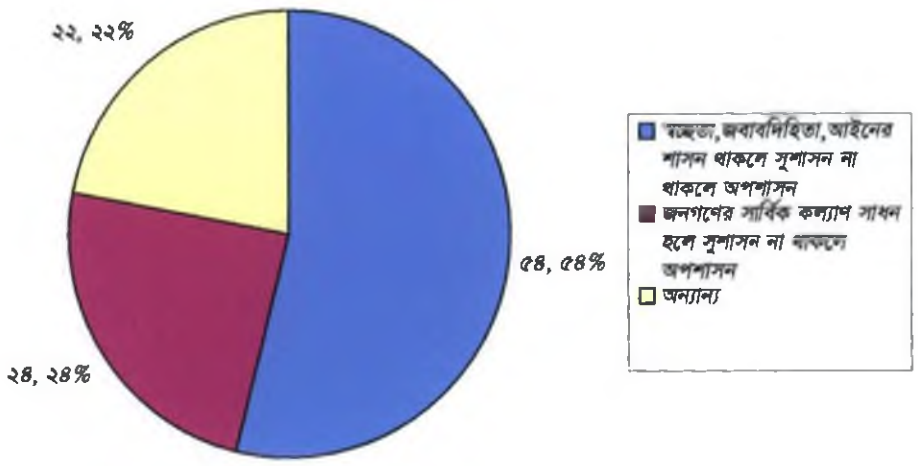

চিত্র ৫.৩ এ দেখা গেছে যে, সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে পার্থক্য বলতে বেসরকারী কর্মকর্তাদের ৫৪% বলেছেন যে শাসনে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্য প্রবাহ, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ ও সকল সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে তাকে সুশাসন বলা যায় অপরদিকে যে শাসনে এ সকল বিষয়গুলো থাকবেনা তাকে অপশাসন বলা যায়। ২৪% উত্তরদাতা সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে যে সকল পার্থক্য দেখিয়েছেন সেগুলো ও যে একেবারে অগ্রহণযোগ্য তা বলা ঠিক হবেনা। কেননা তারা ও বলেছেন সুশাসন জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে ও জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পার্থক্য নিরূপন করা কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.৪ প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসনের সহায়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে।

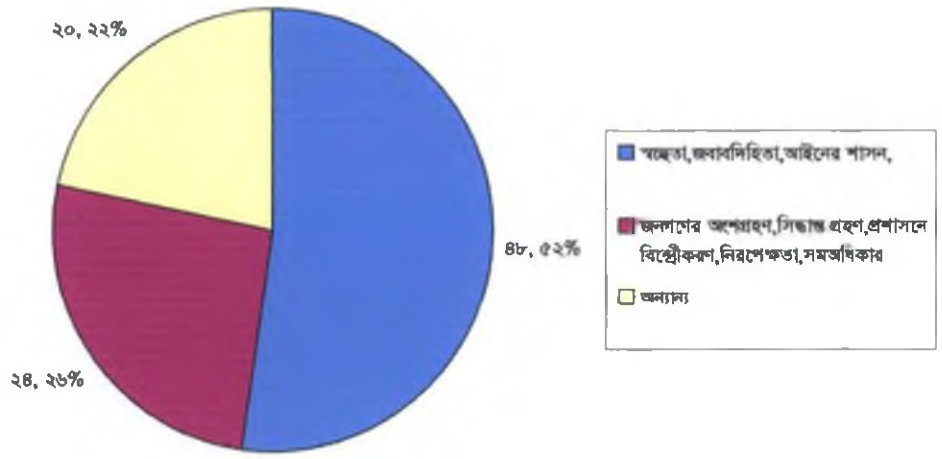

চিত্র-৫.৪ এ দেখা গেছে যে, প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসন সহায়তা করতে ৪৮% উত্তরদাতা স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা, আইনের শাসন থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করতে সহায়তা করতে পারে বলে মনে করেন।অন্যদিকে ২৪% কর্মকর্তা মনে করেন প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ,প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা,জনগণের অংশগ্রহণ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসনে সমঅধিকার প্রশাসনকে জনমুখী করতে সহায়তা করতে পারে । এছাড়া ও অন্যান্য যে সকল উত্তর গুলো এসেছে সেগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র- ৫.৫ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে।

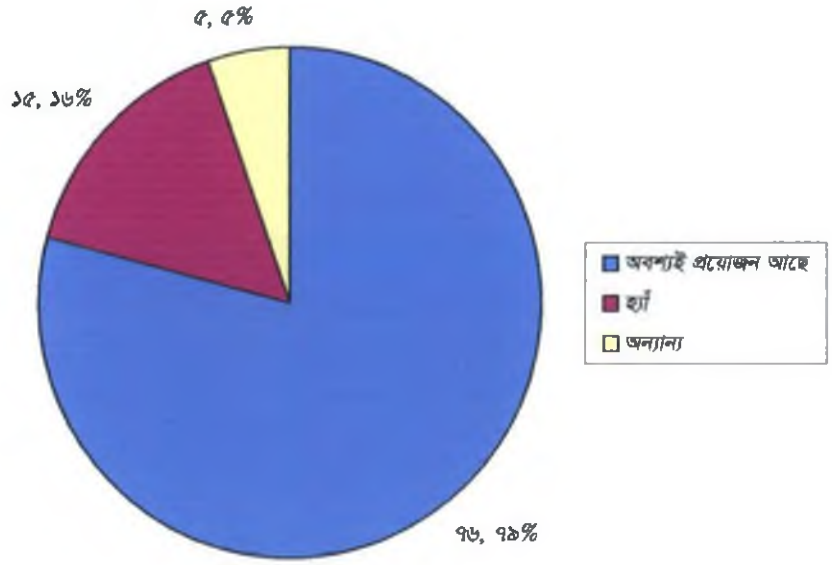

চিত্র-৫.৫ এ দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে বলে উত্তরে ৭৬% কর্মকর্তা অবশ্যই আছে বলে মনে করেন। বাকী ৩৩% উত্তরদাতা উত্তরে সরাসরি হ্যাঁ বলেছেন।

চিত্র-৫.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

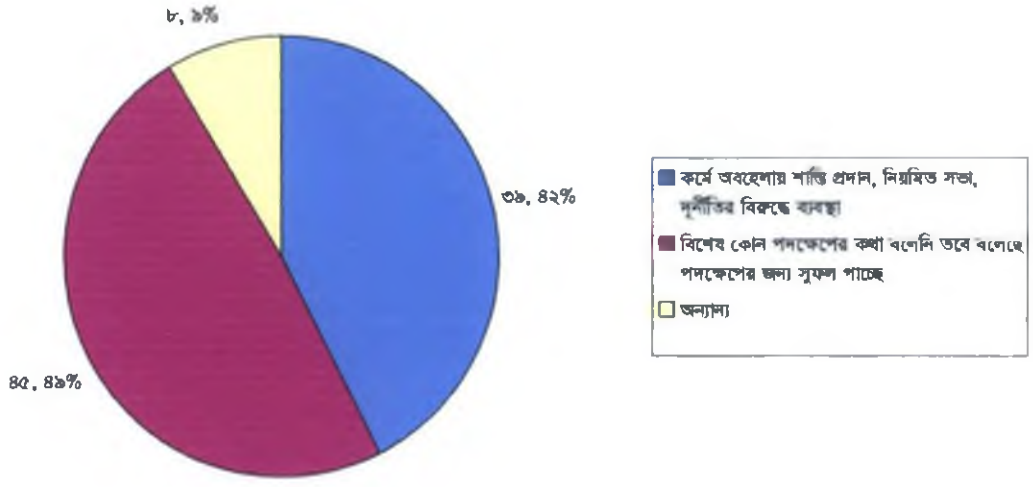

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.৬ থেকে দেখা যায় যে,সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৫% কর্মকর্তা বলেছেন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অপরদিকে, ৩৯% কর্মকর্তা বলেছেন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে শাস্তি প্রদান, কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতির বিস্তার ঘটলে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নিয়মিত সভার আয়োজন করা, নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা এবং কর্মকর্তাদের কর্মের মূল্যায়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

চিত্র-৫.৭ সরকারের প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের জবাবদিহিতার মাত্রিক বিশ্লেষন (%) হারে

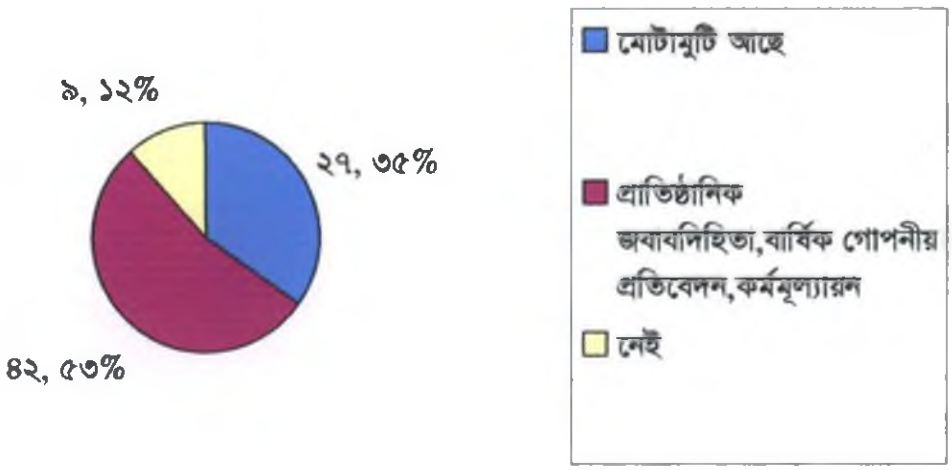

চিত্র-৫.৭ এ দেখা গেছে যে, প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে জবাবদিহিতা আছে কিনা এ বিষয়ে প্রায় ৪২% কর্মকর্তা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন এবং কি কি উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, কর্মমূল্যায়ন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সময় সভা-সমিতি এবং ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার মাধ্যমে। তবে ২৭% উত্তরদাতা বলেছেন মোটামুটি আছে। তবে বাকী ৯% বলেছেন প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে জবাবদিহিতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.৮ বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

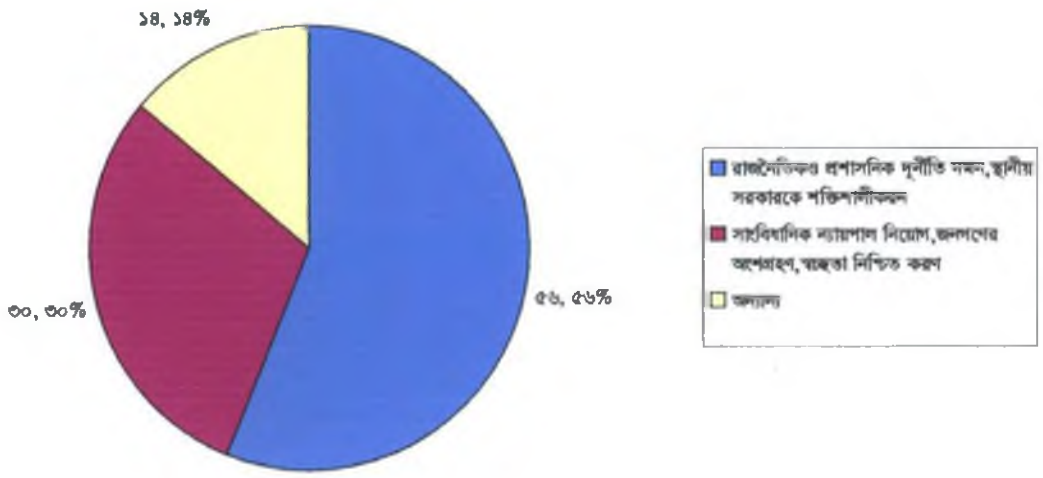

চিত্র-৫.৮ এ দেখা গেছে যে,বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে ৫৬% উত্তরদাতা বলেছেন রাজনৈতিক নিয়োগ বন্ধ , রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা, দেশের সকল স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করন, গ্রামের জনগণের তথ্য জানার অধিকার দেয়া। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে প্রশাসনকে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ করে তোলা, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করা, আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করা,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। পাশাপাশি এ উত্তরগুলোর সাথে আরও যে সকল উত্তর এসেছে সেগুলোকে বাদ দেয়া ঠিক হবেনা যেমন- ৩০% কর্মকর্তা বলেছেন কাজের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাংবিধানিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.৯ সুশাসন প্রতিষ্ঠা উন্নয়নের সকল উৎসের মাত্রিক বিশ্লেষণ(%) হারে

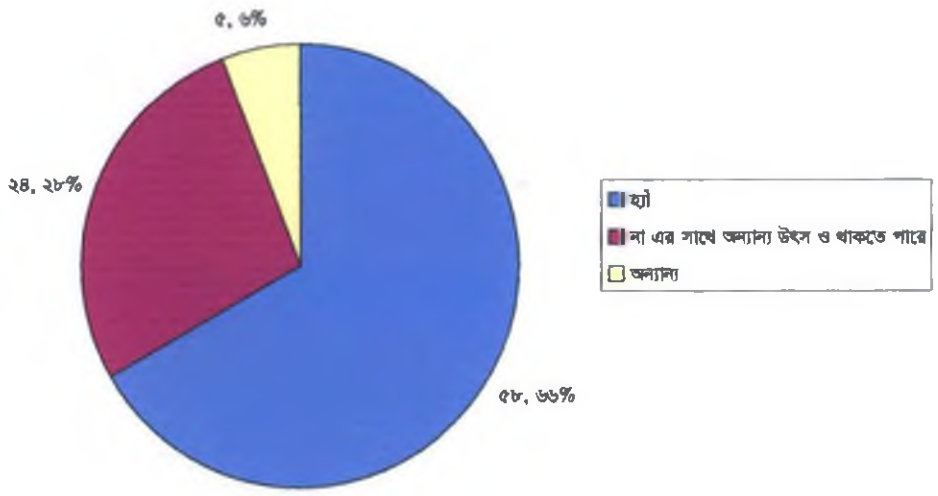

চিত্র-৫.৯ এ দেখা গেছে যে,'সুশাসন প্রতিষ্ঠাই কি একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস?'- এ প্রশ্নের উত্তরে ৫১% উত্তরদাতা বলেছেন যে, শুধুমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস হতে পারেনা। এছাড়া ও আর ও অন্যান্য উৎস থাকতে পারে। তবে তারা কোন উৎসের কথা উল্লেখ করেননি। অপরদিকে ৪৫% কর্মকর্তা সরাসরি বলেছেন 'হ্যাঁ' সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস।

446927

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.১০ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%)হারে

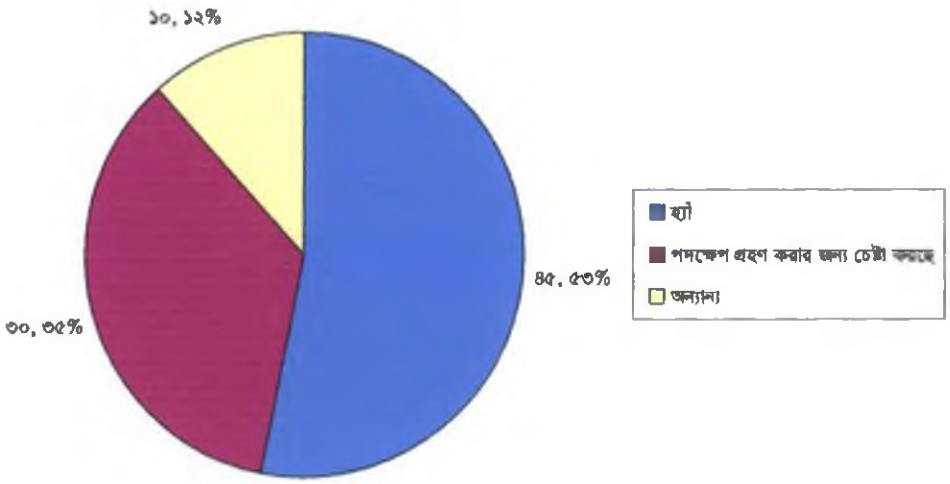

চিত্র-৫.১০ এ দেখা গেছে যে,সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৪৫% উত্তরদাতা সরাসরি বলেছেন 'হ্যাঁ'। পাশাপাশি ৩০% উত্তরদাতা বলেছেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তবে চেষ্টা করছে।

চিত্র-৫.১১ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

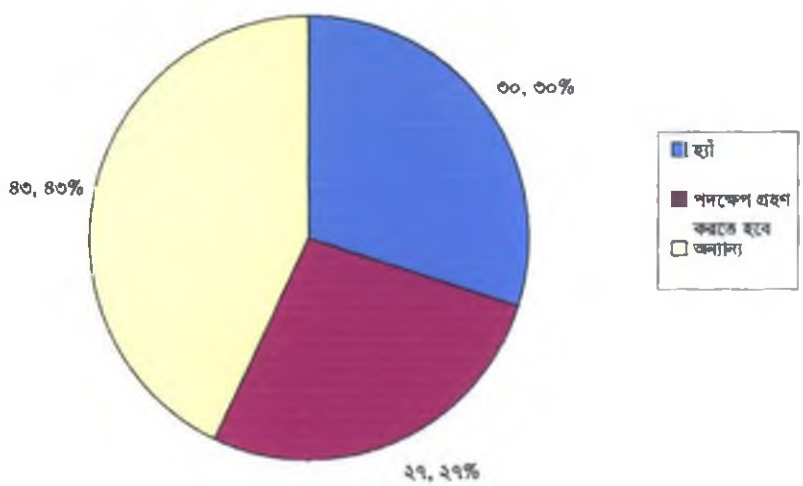

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৫.১১ থেকে দেখা যায় যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নতুন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে প্রায় ৩০% উত্তরদাতা বলেছেন হ্যাঁ আরও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২৭% উত্তরদাতা বলেছেন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২৪% উত্তরদাতা বলেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন সেজন্য প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সে পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। এছাড়া ও বিভিন্ন মনিটর কমিটি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করন সনাতন মন মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। ২৪% উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি।

চিত্র-৫.১২ উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

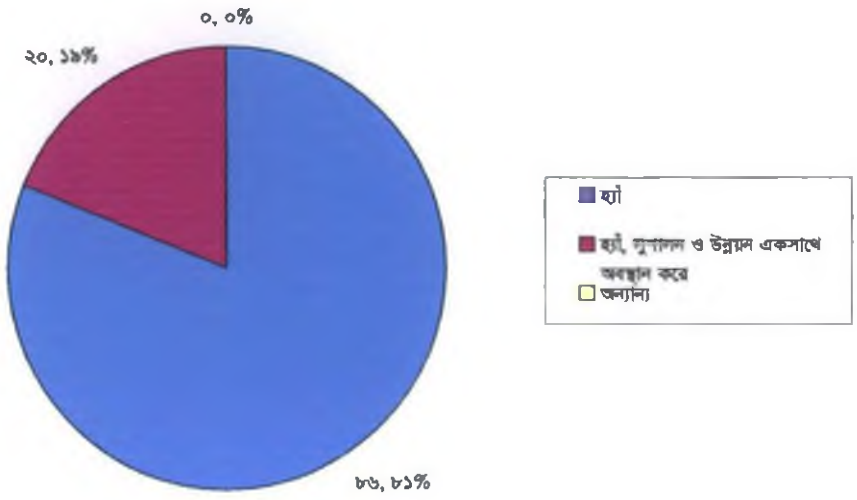

চিত্র-৫.১২ থেকে দেখা গেছে যে,উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে এ উদাহরণ প্রদান করতে গিয়ে ৮৬% উত্তরদাতা বলেছেন, উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রয়োজন আছে, কেননা উন্নয়নের সাথে সুশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর সাথে উদাহরন দিয়েছেন এভাবে সেটি হলো- সুশাসনের সাথে শিক্ষার প্রসার ঘটানো,দুর্নীতি দমন, জনগণের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্যের অবাধ প্রবাহের কথা বলেছেন। পাশাপাশি আরও যে সকল উত্তরগুলো এসেছে

Dhaka University Institutional Repository

সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন-উন্নয়ন ও সুশাসন একসাথে জড়িত। সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা, ন্যায়বিচারভিত্তিক পরিচালনা, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। অপরদিকে ২৪% উত্তরদাতা বলেছেন, সুশাসন ও উন্নয়ন এক সাথে অবস্থান করে। শাসনের সাথে 'সু' থাকতে হবে এবং সুশাসন থাকলে উন্নয়ন হবেই।জনগণের কল্যাণভিত্তিক শাসন যদি প্রতিষ্ঠিত হয়,তাহলে দেশে দারিদ্র্য থাকবেনা, জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে সবাই সুযোগ লাভ করবে। আর একটি দেশের উন্নয়ন হবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে।

৫.৫ উপসংহারঃ

উপরোক্ত অধ্যায়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য,কার্যাবলী, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা পালন করছে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বেশীরভাগ কর্মকর্তাবৃন্দ সুশাসন সম্পর্কে বলেছেন যে, সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, দুর্নীতিমুক্ত দেশ, সম্পদের সুষম বন্টন এবং জনগণের অংশগ্রহণকে বোঝায়। কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন। তারা বলেছেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস। তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছে বলে তারা একমত পোষণ করেছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

গণস্বাস্থ্য কর্মীদের জীবন ও জীবনধারণ নির্দেশিকা।

টিআইবি নির্দেশিকা ।

সেলিম, মিয়া মুহাম্মদ হোসেন। (২০০৫)। **বাংলাদেশে সেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও,** ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ।

ব্র্যাক। (২০০৬) **বার্ষিক প্রতিবেদন,** ঢাকা: ব্র্যাক।

বিস্তারিত দেখুন (www.ahsaniamission.org?organization.asp)

দেখুনhttp://Europe.bloombiz.com/default.cgi/action/viewcompanies/company id/178702

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গবেষণার প্রধান বিষয় হলো সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি ভূমিকা পালন করছে এর একটি তুলনামূলক সমীক্ষা। এই সমীক্ষাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করার জন্য ৬৬ জন সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তার মতামত নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩ জন সরকারী কর্মকর্তা ও ৩৩ জন বেসরকারী কর্মকর্তা। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ইতোমধ্যে দুটি অধ্যায়ে আলাদা ভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে।উক্ত অধ্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর মধ্য থেকে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে। গবেষণায় ১২ টি উন্মুক্ত প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নকে ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হলো। এছাড়া গবেষণার সময় প্রত্যেকটি প্রশ্ন সম্পর্কে প্রাথমিক অনুমান গঠন করা হয়েছিল সে উত্তরগুলোর সাথে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হলো।

নমুনা প্রশ্ন নং-১: সুশাসন বলতে কি বোঝায়?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. সুশাসন বলতে জনগণের কল্যাণ ও ভালো শাসনকে বোঝায়।

২. সুশাসন বলতে বোঝায় জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা,দায়িত্বশীলতা,দুর্নীতিমুক্ত দেশ,সম্পদের সুষম বন্টনকে এবং জনগণের অংশগ্রহণকে বোঝায়।

৩. সুশাসন বলতে নিরপেক্ষতা, আইন ও ন্যায়নীতির শাসন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনশৃঙ্খলার স্বাভাবিক পরিস্থিতিকে বোঝায়।

৪. অন্যান্য

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে 'সুশাসন বলতে বোঝায় জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা,দায়িত্বশীলতা,দুর্নীতিমুক্ত দেশ,সম্পদের সুষম বন্টন এবং জনগণের অংশগ্রহণকে বোঝায়'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬.১ সুশাসন বলতে কি বোঝায় তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

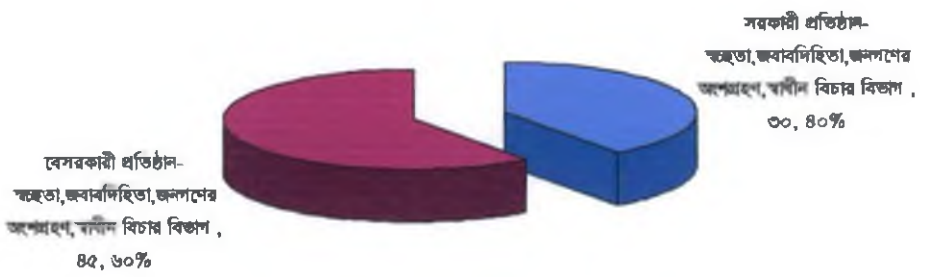

চিত্র-৬.১ এ দেখা গেছে যে,সুশাসন সম্পর্কে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে মোটামুটি মতের মিল পাওয়া গেছে। যেমন- সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩০% ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৫% উত্তরদাতা বলেছেন সুশাসন বলতে জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা,দায়িত্বশীলতা,দুর্নীতিমুক্ত দেশ,জনগণের অংশগ্রহণ,সম্পদের সুষম বন্টন। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। অপরদিকে ২৭% জনগণের কল্যাণ ও ভালো শাসনকে বোঝায় এ কথা বলেছেন। সরকারী কর্মকর্তা বাকী ৩৬% বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা সুশাসন বলতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির স্বাভাবিক অবস্থা, নিরপেক্ষতা,গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণকে বুঝিয়েছেন। সুশাসনের সবগুলো সূচকে কর্মকর্তাদের কোন না কোন সমর্থন রয়েছে। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়না। এজন্য সুশাসনের নির্দিষ্ট কোন সূচককে গুরুত্ব দেয়া কঠিন। সুতরাং সুশাসন বলতে বোঝায় যে শাসনে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে এবং সেই সাথে দুর্নীতি নামক বিষয়টি অনুপস্থিত থাকবে তাকে সুশাসন বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

নমুনা প্রশ্ন নং-২:সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান কি?

সম্ভাব্য উত্তর

১.স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,জনগণের অংশগ্রহণ,স্বাধীন বিচার বিভাগ, গনতন্ত্র।

২.আইনের ভিত্তিতে শাসন, জনগণের সচেতনতা, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন ও সঠিক তথ্যের প্রসার।

৩.শিক্ষার অবাধ প্রসার, সরকারী খাতের সংস্কার, সততা,দক্ষতা,নিরপেক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাব।

৪.অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,"স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,জনগণের অংশগ্রহণ,স্বাধীন বিচার বিভাগ, গনতন্ত্র"। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র-৬.২ সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদানের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

চিত্র-৬.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে ৫৪% সরকারী কর্মকর্তা ও ৫৬% বেসরকারী কর্মকর্তা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,জনগণের অংশগ্রহণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, গণতন্ত্র ও পারস্পরিক সমঝোতার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর ২৭% সরকারী কর্মকর্তা ও ৩০% বেসরকারী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা বলেছেন আইনের ভিত্তিতে শাসন, জনগণের সচেতনতা, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সঠিক তথ্যের প্রসারকে ও সুশাসনের উপাদান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং সুশাসনের নির্দিষ্ট কোন উপাদানের কথা বলা যায়না। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সুশাসনের উপাদান হিসেবে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনগণের অংশগ্রহণ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, গণতন্ত্র ও পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়টিকে মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-৩: সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে পার্থক্যগুলো কি?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. সুশাসন হলো জবাবদিহিমূলক শাসন অপরদিকে অপশাসন হলো জবাবদিহিহীনতার শাসন।

২. সুশাসনে স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্য প্রবাহ, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে অপরদিকে অপশাসনে এই বিষয়গুলো থাকবেনা।

৩. সুশাসন জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে অপরদিকে অপশাসনে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়না।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,'সুশাসনে স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্য প্রবাহ, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে অপরদিকে অপশাসনে এই বিষয়গুলো থাকবেনা'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬.৩:সুশাসন ও অপশাসনের পার্থক্যের মাত্রিক বিশ্লেষণ(%) হারে

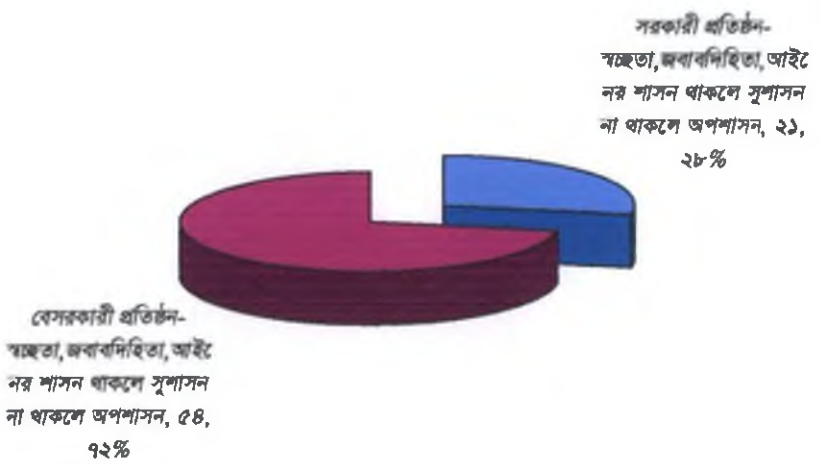

চিত্র-৬.৩ থেকে দেখা গেছে যে,সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে পার্থক্য বলতে ৪২% সরকারী কর্মকর্তা বিভিন্ন রকম পার্থক্যের কথা বলেছেন। সরকারী কর্মকর্তাদের ২১% বেসরকারী কর্মকর্তাদের ৫৪% বলেছেন যে শাসনে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্য প্রবাহ, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ ও সকল সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে তাকে সুশাসন বলা যায় অপরদিকে যে শাসনে এসকল বিষয় থাকবেনা তাকে অপশাসন বলা যায়। এ বিষয়ে তারা একমত পোষণ করেছেন। ২৪% বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে যে সকল পাথর্ক্য দেখিয়েছেন সেগুলো ও যে একেবারে অগ্রহণযোগ্য তা বলা ঠিক হবেনা। কেননা তারাও বলেছেন সুশাসন জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে ও জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় । সুতরাং সুশাসন ও অপশাসনের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এভাবে, যে শাসন ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অবাধ তথ্য প্রবাহ, আইনের শাসন, জনগণের অংশগ্রহণ ও সকল সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে তাকে সুশাসন বলা যায় অপরদিকে যে শাসনে এসকল বিষয়গুলো থাকবেনা তাকে অপশাসন বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-৪: প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসন কিভাবে সহায়তা করতে পারে?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. সুশাসনের উপাদান স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করা যায়।

২. জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে প্রশাসনকে জনমুখী করা যায়।

৩. প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনে নিরপেক্ষতা ও জনগণের অংশগ্রহণ থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করা যায়।

৪.অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,' সুশাসনের উপাদান স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করা যায়'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র-৬.৪ প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসনের সহায়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

চিত্র-৬.৪ থেকে দেখা গেছে যে, প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসন সহায়তা করতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৫% কর্মকর্তা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৮% উত্তরদাতা স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা,আইনের শাসন থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করতে সহায়তা করতে পারে বলে মনে করেন। অন্যদিকে ২১% সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং ২৪% বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মনে করেন প্রশাসনের

Dhaka University Institutional Repository

বিকেন্দ্রীকরণ,প্রশাসনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা,জনগণের অংশগ্রহণ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রশাসনে সমঅধিকার প্রশাসনকে জনমুখী করতে সহায়তা করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এক রকম মন মানসিকতা ও চিন্তার মিল পাওয়া গেছে। কেননা সরকারী ও বেসরকারী এই দুই প্রতিষ্ঠান মনে প্রাণে একটি কথাই বলেছেন যে, স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা, আইনের শাসন থাকলে প্রশাসনকে জনমুখী করতে সহায়তা করতে পারে।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং: ৫- প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কি?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. হ্যাঁ।

২. অবশ্যই আছে।

৩. না।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,' অবশ্যই আছে'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র- ৬.৫ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে।

চিত্র-৬.৫ থেকে দেখা গেছে যে,প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে বলে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৫৪% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৭৬% উত্তরদাতা অবশ্যই আছে বলে মনে করেন। বাকী ৩৩% সরকারী প্রতিষ্ঠানের এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ১৫% উত্তরদাতা উত্তরে সরাসরি 'হ্যাঁ' বলেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে বোঝা যায় যে, সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠান চাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসন অবশ্যই প্রয়োজন। আসলে সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য সুশাসনের যে বিকল্প নেই এ বিষয়টি সবাই অনুধাবন করতে পেরেছে।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-৬: সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তার থেকে সুফল পাওয়া যাচ্ছে কিনা?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা, কাজের সমন্বয় করা, জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা।

২. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা,কর্মমূল্যায়ন করা, কাজের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা, নিয়মনীতি ঠিকমত পালন করছে কিনা তা দেখা।

৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য শাস্তি প্রদান, কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও নিয়মিত সভার ব্যবস্থা করে কাজের ফলাবর্তনের ব্যবস্থা করা।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি সম্ভাব্য উত্তরের সাথে সাদৃশ্যতা পায়নি এবং কর্মকর্তাদের এক অংশ বলেছেন তাদের প্রতিষ্ঠান কোন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি । তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কিছু কর্মকর্তাবৃন্দ বলেছেন তাদের প্রতিষ্ঠান কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শতকরা কত অংশ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি সে বিষয়টিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৬.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

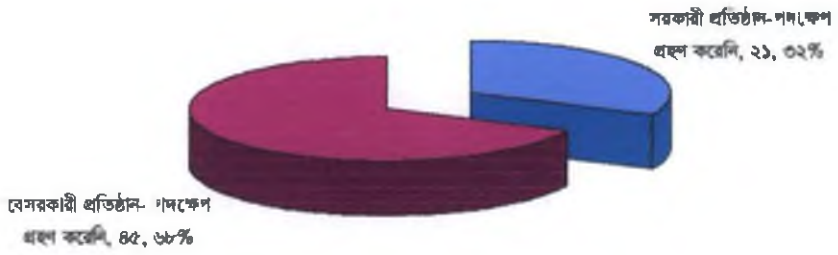

চিত্র-৬.৬ থেকে দেখা গেছে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এ প্রশ্নের উত্তরে উভয় প্রতিষ্ঠানের একটু ভিন্নতা পাওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে এক একটি প্রতিষ্ঠানের কাজের নিয়ম নীতি এক এক রকম। সুতরাং এক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন- যেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪২% উত্তরদাতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কর্মকতাগর্ণ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন এবং কোন উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, কর্মমূল্যায়ন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সময় সভা-সমিতি ও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার মাধ্যমে। অপরদিকে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৫% কর্মকর্তা বলেছেন, কোন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৯% উত্তরদাতা বলেছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে শাস্তি প্রদান, কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা হয় এ কথা বলেছেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে দুর্নীতির বিস্তার ঘটলে সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নিয়মিত সভার আয়োজন করা নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা এবং কর্মকর্তাদের কর্মের মূল্যায়ন করা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিলেও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে হয়না। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিন্তু বাস্তবে এর কার্যক্রম কতটুকু এটিই ভাববার বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-৭: প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে জবাবদিহিতা আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে কিভাবে সে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. জবাবদিহিতা আছে।

২. সিটিজেন চার্টার এবং সার্ভিস চার্টার এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে,কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের মাধ্যমে, মাসিক সভায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে,কার্য বিধিমালা অনুসরণের মাধ্যমে ও কাজের ফলাফলের মাধ্যমে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়।

৩. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা, কর্ম মূল্যায়ন এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ও জবাবদিহির মাধ্যমে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,'অবশ্যই আছে'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র -৬.৭ প্রতিষ্ঠানের সকল কাজের জবাবদিহিতার মাত্রিক বিশ্লেষন (%) হারে

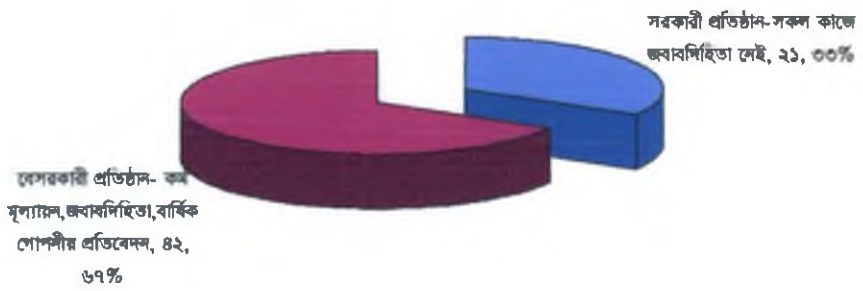

চিত্র-৬.৭ থেকে দেখা গেছে যে,প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে জবাবদিহিতা আছে কিনা এ বিষয়ে প্রায় যেখানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪২% উত্তরদাতা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন এবং কোন উপায়ে

Dhaka University Institutional Repository

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এ প্রসঙ্গে বলেছেন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ,কর্মমূল্যায়ন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সময় সভা-সমিতি ও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার মাধ্যমে। সেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৯% উত্তরদাতা বলেছেন জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু কি উপায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় এ বিষয়ে তেমন কিছু উল্লেখ করেনি। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৬% উত্তরদাতা সিটিজেন চার্টার, সার্ভিস চার্টার,কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন, মাসিক সমন্বয় সভা, কার্যবিধিমালা অনুসরণের মাধ্যমে,কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে এ কথাগুলো বলেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিশ্চুপ থাকতে দেখা গেছে কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার বিষয়ে তৎপর থাকতে দেখা গেছে। এতে বোঝা যায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। কেননা তারা তাদের জবাবদিহিতার উপায়গুলো নিশ্চিত করে তেমন কিছু বলেনি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতামত দেবার বিষয়ে স্বাধীনতা রয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোর সফল বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-৮:বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন?

সম্ভাব্য উত্তর:

১.কাজের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাংবিধানিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা এবং বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

২. তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা গঠন করা, দেশপ্রেমে মূল্যবোধ জাগ্রত করা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

৩. রাজনৈতিক নিয়োগ বন্ধ করা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা,দেশের সকল স্তরে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা,আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা,প্রশাসনকে সৎ,যোগ্য ও নিরপেক্ষ করে তোলা,অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা।আইন - কানুনের সংস্কার সাধন করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৪.অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল

Dhaka University Institutional Repository

সেটি হচ্ছে,'তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, কার্যকর দুর্নীতি দমন কমিশন ও মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা গঠন করা, দেশপ্রেমে মূল্যবোধ জাগ্রত করা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো। রাজনৈতিক নিয়োগ বন্ধ করা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা,দেশের সকল স্তরে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা,আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা,প্রশাসনকে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ করে তোলা,অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করা। আইন কানুনের সংস্কার সাধন করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র-৬.৮ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উভয় প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ পদক্ষেপের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

চিত্র-৬.৮ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এ বিষয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৫৬% উত্তরদাতা যেখানে বলেছেন রাজনৈতিক নিয়োগ বন্ধ করা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করা, দেশের সকল স্তরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, গ্রামের জনগণের তথ্য জানার অধিকার দেয়া।আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করে প্রশাসনকে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ করে তোলা, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করা, আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করা,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সেখানে ৪২% সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের ৩০% বলেছেন কাজের মধ্যে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা,

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক ন্যায়পাল নিয়োগ করা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-৯: 'সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস'?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. হ্যাঁ।

২. না এর সাথে আরও উৎস থাকতে পারে।

৩. সুশাসন থাকলে একটি দেশের প্রশাসন ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুদৃঢ় হবে।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,'হ্যাঁ 'এবং অপরটি হচ্ছে না এর সাথে আরও উৎস থাকতে পারে'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬.৯সুশাসন প্রতিষ্ঠাই উন্নয়নের সকল উৎস এ বিষয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের মতামতের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

চিত্র-৬.৯ থেকে দেখা যায় যে, 'সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস?'- এ প্রশ্নের উত্তরে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৫১% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ২৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, শুধুমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস হতে পারেনা। এছাড়াও আরও অন্যান্য উৎস থাকতে পারে। তবে তারা কোন উৎসের কথা উল্লেখ করেননি। অপরদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৫% ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তরদাতা ৫৮% সরাসরি বলেছেন 'হ্যাঁ' সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস। এখানে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতামতের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় যে, সরকারী প্রতিষ্ঠান যেখানে বলছেন শুধুমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস হতে পারেনা। এছাড়াও আরও অন্যান্য উৎস থাকতে পারে অপরদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলছে 'হ্যাঁ' সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-১০: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠানগুলো কি পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছে?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. হ্যাঁ।

২. না, তবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. জবাবদিহিতা,স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করছে,সৎ,যোগ্য লোককে নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কর্ম মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করছে এবং গণ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,' হ্যাঁ 'এবং অপর উত্তরটি হচ্ছে না, তবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র-৬.১০ উভয় প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাত্রিক বিশ্লেষণ(%) হারে

চিত্র-৬.১০ থেকে দেখা যায় যে,সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৫% উত্তরদাতা ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩৩% উত্তরদাতা সরাসরি বলেছেন 'হ্যাঁ'। অপরদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৮% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩০% উত্তরদাতা বলেছেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তবে চেষ্টা করছে। সুতরাং বলা যায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-১১:প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কিনা?

সম্ভাব্য উত্তর:

১. হ্যাঁ।

২. না, আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করছে।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,'অবশ্যই হ্যাঁ'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্র-৬.১১ উভয় প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে মতামতের মাত্রিক বিশ্লেষণ (%) হারে

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-৬.১১ থেকে দেখা যায় যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নতুন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে প্রায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৩০% উত্তরদাতা ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ২৭% উত্তরদাতা বলেছেন হ্যাঁ আরও নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ২৭% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ২৭% উত্তরদাতা বলেছেন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের ১৫% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ২৪% উত্তরদাতা বলেছেন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সেজন্য প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। এছাড়া ও বিভিন্ন মনিটর কমিটি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করন সনাতন মন মানসিকতার পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ২৪% উত্তরদাতা কোন মন্তব্য করেননি।

উন্মুক্ত প্রশ্ন নং-১২:উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা, যদি থাকে এর উদাহরণ।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

১. হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে। কেননা উন্নয়নের সাথে সুশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উদাহরণ-শিক্ষার প্রসার, দুর্নীতি দমন, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরন, জনগণের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত হলে উন্নয়ন হয়ে এবং এর জন্য সুশাসন নিশ্চিত হবে।

২.হ্যাঁ, উন্নয়ন ও সুশাসন একসাথে জড়িত। উদাহরণ- সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা,ন্যায়বিচার ভিত্তিক পরিচালনা,সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রয়োজন।

৩. হ্যাঁ, সুশাসন ও উন্নয়ন একসাথে অবস্থান করে। শাসনের সাথে 'সু' থাকতে হবে এবং সুশাসন থাকলে উন্নয়ন হবেই। একটি দেশে যদি জনগনের কল্যাণ ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে দেশে দারিদ্র থাকবেনা,জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে সবাই সমান সুযোগ লাভ করবে। আর এভাবেই একটি দেশের উন্নয়ন হয়ে থাকে।

৪. অন্যান্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে আনুমানিক যে চারটি উত্তর নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটি ছিল সেটি হচ্ছে,' হ্যাঁ প্রয়োজন আছে'। উত্তরটিকে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৬.১২ উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তার মাত্রিক বিশ্লেষণ (%)হারে

চিত্র-৬.১২ থেকে দেখা যায় যে,উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কিনা এবং যদি থাকে তাহলে এ উদাহরণ প্রদান করতে গিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ৮৬% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ৪৮% উত্তরদাতা বলেছেন, উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রয়োজন আছে, কেননা উন্নয়নের সাথে সুশাসন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর সাথে উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে সেটি হলো-সুশাসনের সাথে শিক্ষার প্রসার ঘটানো,দুর্নীতি দমন, জনগণের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ,উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্যের অবাধ প্রবাহের কথা বলেছেন। পাশাপাশি আরও যে সকল উত্তর এসেছে সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন-উন্নয়ন ও সুশাসন একসাথে জড়িত। সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা, ন্যায়বিচারভিত্তিক পরিচালনা, সামাজিক,রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। অপরদিকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ১৪% উত্তরদাতা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ২৪% উত্তরদাতা একই কথা বলেছেন, সুশাসন ও উন্নয়ন এক সাথে অবস্থান করে। শাসনের সাথে 'সু' থাকতে হবে এবং সুশাসন থাকলে উন্নয়ন হবেই। একটি দেশে যদি জনগণের কল্যাণভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে করে দারিদ্র্য থাকবেনা, জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে, সবাই সুযোগ লাভ করবে। এতে করে দেশের উন্নয়ন হবে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রের ব্যাখ্যা এবং প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট সেগুলোর তুলনামূলক ব্যাখ্যা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ বলেছেন যে শাসনে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, সম্পদের সুষম বন্টন এবং জনগণের অংশগ্রহণ থাকবে তাকে সুশাসন বলা যায়।

দ্বিতীয়ত: উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ বলছেন, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসনের অবশ্যই প্রয়োজন।

তৃতীয়ত: দুই ধরণের প্রতিষ্ঠানেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে তাদের প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে।

চতুর্থত: সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেশীরভাগ কর্মকর্তাগণ বলেছেন 'সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস হতে পারেনা এর সাথে আরও উৎস থাকতে পারে। অপরদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বেশীরভাগ কর্মকর্তাগণ সরাসরি বলেছেন,'হ্যাঁ' সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস।

পঞ্চমত: সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেশীরভাগ কর্মকর্তাগণ বলছেন তাদের প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আরও অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে,বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ বলেছেন,তাদের প্রতিষ্ঠান সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করছে।

ষষ্ঠত: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তাদের প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সপ্তমত: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত। তারা চাচ্ছেন যে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টমতঃ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ একমত পোষণ করেছেন যে, উন্নয়নের জন্য সুশাসনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরণের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ চাচ্ছেন দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা করছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। কেননা, সবার মধ্যে একটি বিষয়ে সচেতনতা রয়েছে যে, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে সুশাসনের বিকল্প নেই।কেননা, দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক এবং দায়িত্বশীল সরকারই উপহার দিতে পারে একটি সুষ্ঠু প্রশাসন যে প্রশাসন জননুখী হবে এবং জনগণের কল্যাণে পরিচালিত হবে। গবেষণায় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব নয়। সে কারণে দশটি প্রতিষ্ঠানকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেই পর্যবেক্ষণের মধ্য থেকে যে বিষয়টি উঠে এসেছে যে দেশের প্রতি মমত্ববোধ সকলের রয়েছে। তবে সে মমত্ববোধকে সুপ্ত অবস্থায় না রেখে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা পার্থক্যের স্পস্ট বিন্যাস। এর জন্য প্রয়োজন একদিকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিকীকরণ তেমনি ঐ ধারায় নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ। দৃষ্টিকোণের নীতি-স্পষ্টতা প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তির ভূমিকাকে যথাযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক করে।সুশাসন এই পথ ধরেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন ধরণের কার্যাবলী ও মতামত পাওয়া গেছে। তবে কোন কোন সময় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে মিল পাওয়া গেছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মতের অমিল পাওয়া যায়।তাই এখানে সব চিত্রের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬৬ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ কর্মকর্তা অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রদান থেকে বিরত ছিলেন। তাই সকল প্রশ্নের উত্তর চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলোনা।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ

৭.১ ভূমিকা: সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করার সময় একটি উন্মুক্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছিল সে প্রশ্নমালায় একটি প্রশ্ন ছিল যে, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে যে তথ্যগুলো এসেছিল সে তথ্যগুলাকে উক্ত অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

৭.২ বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ:

১. সিভিল সার্ভিস সংস্কার এবং ব্যবসায় নৈতিক মূল্যবোধ নিশ্চিত করার জন্য সুশাসন প্রয়োজন। বাংলাদেশে এখন ব্যাপকভাবে বেসরকারী সংস্থা গড়ে উঠেছে এবং এ সংস্থাগুলো তাদের নিজেদের মুনাফা লাভের জন্য তৎপর থাকে আর যে কারণে সামাজিক মূল্যবোধের বিষয়টি তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নয়। কিন্তু শাসনব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী দুই সংস্থাকেই সচেতন হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সুশাসন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা।

২. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই দুর্নীতি দমন করা প্রয়োজন। দুর্নীতি প্রতিরোধ না করা গেলে কখনই একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা, কি সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। দুই ধরণের প্রতিষ্ঠানেই সুশাসন প্রয়োজন নইলে দেশ তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে অনেক ক্রান্তিকাল অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশে যে দুর্নীতি দমন আইন রয়েছে সেটি ১৯৪৭ সালে প্রথমে প্রণীত হয়েছিল।পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও রুলসের প্রণয়ন করা হয়। পরে ১৯৫৮ সালে দুর্নীতির দ্রুত বিচার ও অধিকতর কার্যকর শাস্তি প্রদানের জন্য ক্রিমিনাল ল' এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ সালে দুর্নীর্তি প্রতিরোধ (ট্রাইবুন্যাল) অর্ডিন্যান্স এবং ১৯৭৭ সালে ক্রিমিনাল ল' এ্যামেন্ডমেন্ট রুলস করা হয় (করাপসন ডাটাবেজ:২০০৩:৩৭)। আইনগুলো অনেক পুরনো এবং স্বাধীনতার পর মাত্র একবার এ ধরণের আইন সংশোধন করা হয়েছে। আইনগুলো

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সবচেয়ে বড় কথা,আইনের সঠিক কার্যকারিতা সুযোগ না থাকায় দুর্নীতিবাজরা শাস্তি পাচ্ছেনা। এ কারণে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো বেশী শক্তিশালী হতে হবে এবং স্বাধীন এবং স্থায়ীত্ব থাকতে হবে। তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে।দুর্নীতি কমানোর জন্য প্রয়োজন সরকারের ভিতর উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, বিধি বিধান উন্মুক্ত করা,বেসামরিক প্রশাসনে বেতন ভাতা বৃদ্ধি এবং কঠোর শাস্তি প্রয়োগ। সরকারী কর্মকর্তা, সাংসদ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন। আইন দ্বারা সুরক্ষিত একটি স্বায়ত্তশাসিত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন, যার কাজ হবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদারকি করা এবং একজন সংবিধিবদ্ধভাবে নিযুক্ত এবং সুরক্ষিত পাবলিক প্রসিকিউটরকে মন্ত্রণালয়,সংস্থা ও কর্পোরেশন সমূহের উর্ধ্বতন ষ্টাফদের তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া। এতে হয়রানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভীতি কমবে এবং উদ্যমী ও দৃঢ়সংকল্প সরকারী কর্মচারীরা স্বাক্ষী দেবে। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট সম্মানিত নাগরিকদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে (বিশ্বব্যাংক:১৯৯৬:১৬)।

৩.স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সাম্প্রতিক বিশ্বের বিভিন রাষ্ট্র ও সরকারের সাম্প্রতিক বিশেষ করে উন্নয়নকামী বিশ্বের সরকার ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মহল থেকেও প্রায়ই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা তোলা হয়। কিন্তু এই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়া নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং আরো বেশী কার্যকর সরকারের জন্য একটি প্রধান উপায় হচ্ছে উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতা। বাংলাদেশের লোকপ্রশাসন খুবই অস্বচ্ছ এ কথা বলা যায়। আমলারা গোপনীয়তা নিয়ে এতটা সচেতন যে, জনগণকে কোন তথ্য দিতে তারা রাজি নয় - সে তথ্য যতই নিয়মমাফিক হোক না কেন। ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন এবং ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি (GSCR) গোপনীয়তার শপথে সরকারী কর্মচারীদের বেধেঁ রাখার কারণে সরকারী অন্যান্য দপ্তরেও তারা কোন তথ্য যোগান দিতে পারেনা। আর এজন্য ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন বাতিল করতে হবে।

এছাড়াও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত উপায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- সরকারী খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স স্থাপন করা,স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সুপারিশ করার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবি ও কর্মজীবি দল থেকে নেয়া স্বাধীন সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে।
- স্বচ্ছতার উপর একটি পাবলিক পলিসি গ্রহণ করা।
- যেসব কাজের জন্য চুক্তি করা হয় তার মূল্যায়ন সহ সমস্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

তথ্য ও রিপোর্টের প্রচারণা বৃদ্ধি করা যেমন:সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক ও বহি:স্থ অডিট রিপোর্ট,আইএমভি রিপোর্ট, দাতাদের কাছে দেয়া সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং প্রকল্প তথ্য, বেসরকারী ও সরকারী খাতের কর্মকর্তা ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের দেয়া কর অব্যাহতি/ ছাড়ের পরিমাণ, সরকারী কর্মকর্তা ও নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে বিনামূল্যে দেয়া সেবার পরিমাণ (যেমন আবশ্যকীয় সেবা,বিমান টিকেট, ব্যক্তিগত যানবাহন ইত্যাদি। তাছাড়াও সরকারী কার্যক্রমকে আর ও স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে গোপনীয়তা রক্ষা আইনের স্থলে 'জানার অধিকার বা তথ্য জানার স্বাধীনতা ' আইন প্রণয়ন করতে হবে।এ আইনে অবশ্যই স্পষ্টত যেসব তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, কেন করা যাবে না বা কখন করা যাবে না সেগুলির কারণসহ একটি তালিকা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে (মিন্টু:২০০৪:৭৯)। এ সকল উপায়গুলোকে যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা কামনা করা যায়। তবে প্রশাসনের সর্বস্ত -রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। তাছাড়া আরও তিনটি কৌশলে দুর্নীতি দমন করে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাকে শক্তিশালী করা যায়। যেমন: প্রতিরোধ, প্রচলিত পদ্ধতির উন্নয়ন এবং মূল্যবোধ সৃষ্টি। শেষেরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ,এটা ছাড়া অন্যগুলো মূলত: কৌশলগত সমাধানে পরিণত হবে(পিআরএসপি ও আপনি:২০০৬:৩৩)।

৪. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সব পর্যায়ে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে স্বশাসিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর থাকা। স্থানীয় সরকার হচ্ছে এমন এক ধরণের প্রতিষ্ঠান যা একটি গতিশীল রাজনৈতিক সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে, জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারে। স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হচ্ছে গণতন্ত্র। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে স্থানীয় সরকার,স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে (সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র:২০০০:৭৬)। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে পারলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে ৫৯-৬০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,'প্রজাতন্ত্রের সকল প্রশাসনিক ইউনিটের স্থানীয় সরকারকে আইনানুগভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সংস্থার হাতে অর্পণ করা হবে'(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান১৯৯৮:১২)। কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় সরকারের সংস্কারের বিষয়টি কতটুকু বাস্তবতার মুখ দেখেছে। মুলতঃ স্থানীয় সরকার দুটি কারণে দক্ষতার সাথে কাজ করতে তাদের সমস্যা সৃষ্টি হয়:সিদ্ধান্ত গ্রহণের অতিরিক্ত কেন্দ্রিকতা; এবং কার্যকর স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থা সমূহ- যাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুর্বল প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং একটি সীমিত আর্থিক ও মানব সম্পদ ভিত্তি। কিছু উপায়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা যায় এবং এ প্রতিষ্ঠানটিতে সুশাসন আশা করা যায়।যেমন:

- স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত ২০ টির ও বেশী আইন / অধ্যাদেশ যুক্তিযুক্তকরণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকারের জন্য আইনগত কাঠামো মজবুত করা।
- যথাযথ আকারে স্থানীয় সরকার ইউনিট গড়ে তোলা, যা উপজেলা (থানা) পরিষদ থেকে বড় হবে, কিন্তু জেলা পরিষদ থেকে ছোট হবে; যার কাজ হবে মাত্রার অর্থনীতিকে কাজে লাগানো; এবং একই সঙ্গে এটি নিশ্চিত করা যে, ইউনিটগুলো যাতে খুব বড় না হয়, কারণ এতে ব্যাপক সরাসরি অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

একটি ফর্মূলাভিত্তিক মঞ্জুরী ও স্থানীয় কর সংগ্রহে বৃহত্তর কর্তৃত্ব এবং একই সাথে আর্থিক প্রজ্ঞা নিশ্চিত করে এমন পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার অর্থায়ন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস (বিশ্বব্যাংক:১৯৯৬:৯)। স্থানীয় সরকারে যদি সুশাসন বজায় থাকে তাহলে তা বিকাশ লাভ করে সংসদ পর্যন্ত পৌঁছবে। অর্থাৎ উপর থেকে গণতন্ত্রকে না চাপিয়ে নিচ থেকে গনতন্ত্র বিকশিত হলে সুশাসন নিশ্চিত করা যেতে পারে (সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র:২০০০:৭৬)। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সরকারের প্রভাব বলয়ের বাইরে রেখে তাদের ক্ষমতায়িত করতে হবে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হবে। এর মাধ্যমে দুর্নীতি কমে যাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে দেশ অনেকটা এগিয়ে যাবে।

৫. গণমাধ্যম সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান অংশ সংবাদপত্র। আর এ সংবাদপত্রে যে কোন সংবাদ প্রকাশে যাতে কোন বাধার সম্মুখীন না হয় তাহলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাছাড়াও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে। কাজেই বলা যায়, জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬.সংসদীয় জবাবদিহিতা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুশাসনের একটি মূল ভিত্তি। তবে বলা যায় বাংলাদেশে সংসদীয় জবাবদিহিতা তেমন একটা দৃশ্যমান নয়। এর পিছনে কিছু কারণ রয়েছে যেমন ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের দিকে বেশী ঝুকেঁ পড়া। এছাড়াও মান সম্মত সংসদীয় রীতিনীতি পালন না করার জন্য এবং দুর্বল সামর্থ্যের জন্য। একটি ভালো প্রশাসনের জন্য জাতীয় জীবনে সংসদের গুরুত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয়। এতে সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। তবে সংসদীয় জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় সংসদীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা প্রয়োজন যার মধ্যে কিছু বিষয় থাকবে যেমন-

- সাংসদদের পর্যাপ্ত অফিস ও গবেষণা সুবিধা দেয়া
- মন্ত্রীদের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সংসদীয় চর্চা চালু করা।
- স্ট্যান্ডিং কমিটির পদ্ধতিটি জোর দার করা।
- ন্যায়পালের দপ্তর স্থাপন করা (বিশ্বব্যাংক:১৯৯৬:১১)।

অর্থাৎ দেশের সাংসদকে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রে আনতে হবে এবং দেশের জনপ্রতিনিধিদের সংসদের নিকট জবাবদিহি করার জোরালো বিধান প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান বিষয় হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা। আর এ কারণে বাংলাদেশে গ্রাহক সেবা উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বিভিন্ন সংগঠন তাদের কার্য সম্পর্কে ফলাবর্তন পাবে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ নিস্পত্তিতে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। সরকারী সংস্থাগুলোর দেয়া নিম্নমানের সেবার জন্য ভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত, বিশেষ করে ভোক্তারা যখন তাদের পছন্দ ও অপছন্দ প্রয়োগ করতে পারেনা। আর এ কারণে দীর্ঘমেয়াদী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যেমন:

- গ্রাহক সেবার মান নির্ধারণ।
- সরকারী সংস্থা ও অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহকদের মধ্যে তারা কি মানের সেবা পাচ্ছেন এবং কি মানের সেবা চান, সে ব্যাপারে নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা।
- সংস্থাগুলোর সামর্থ্যের মধ্যেই এসব সম্ভব। যে বিষয়টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, প্রত্যবেক্ষণ যে শুধুমাত্র স্ব-প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হচ্ছেনা, এবং একটি স্বাধীন বহিঃস্থ সংস্থা (যেমন- ন্যায়পালের দপ্তর) যে তদারকির ভূমিকায় এবং সেবার মান নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত, তা নিশ্চিত করতে পারলে এক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. সমাজের সচেতন গোষ্ঠী যেমন: শিক্ষক,প্রশিক্ষক, পেশাজীবি গোষ্ঠী, ছাত্র এবং শিক্ষিত জনগণের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং সুশাসনের পক্ষে কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলে দেশের জন্য খুব মঙ্গলজনক হয়। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে হবে যে, যে কোন উন্নয়নের পূর্বশর্ত সুশাসন। এতে করে তাদের ভিতর দেশের প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত হবে। শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার, ভোক্তা অধিকার, তথ্য অধিকার,বাক স্বাধীনতা এসকল বিষয় সুশাসনের জন্য যে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এ বিষয়টি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হতে হবে। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির বিষয়টি যেন না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এর বিকল্প কিছু নেই।

৯. সুশাসনের অবস্থান সব সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে। গণতান্ত্রিক সংহতি বজায় রাখতে হলে ঘুষ নামক বিষয়টিকে উৎখাত করতে হবে। উন্নয়নশীল যে কোন দেশের জন্য দুর্নীতি খুব ক্ষতিকর। দুর্নীতি অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করে। এছাড়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে ফেলে। আর এ বিষয়টির বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে স্বাধীনতার ৩৫ বছরেও স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠন। তবে কতটুকু স্বাধীনভাবে তারা তাদের কাজ করতে পারবে এটিই ভাববার বিষয়। একটি দেশে যদি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন থাকে তাহলে সে দেশে সুশাসন অবশ্যম্ভাবী।

১০. সরকারের আইন বিভাগ সুশাসনের একটি পূর্বশর্ত। একটি শক্তিশালী গণতন্ত্র সব সময়ই কার্যকরী একটি আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল। আইন বিভাগ যদি নীতি প্রণয়ন করার বিষয়ে প্রভাবিত হয় তাহলে সে দেশে সুশাসন প্রত্যাশা করা যায়না। সুতরাং কার্যকরী আইন বিভাগ সুশাসন সৃষ্টির সহায়ক।

১১. নির্বাচন,মৌলিক অধিকার এবং আর ও অন্যান্য বিচার বিভাগীয় বিষয়গুলো বিচার বিভাগের উপর নির্ভরশীল। এর একারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান:১৯৯৮: ১২)। স্বাধীনতার ৩৫ বছরে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ গড়ে উঠতে পারেনি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠনের প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

শুরুর ফলাফল হিসেবে ১লা নভেম্বর ২০০৭ থেকে ফৌজদারি কার্যবিধির (সিআরপিসির) সংশোধনী অধ্যাদেশ কার্যকরের মধ্য দিয়ে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছে এবং সেই সাথে জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনারদের নিকট থেকে বিচারিক ক্ষমতাটুকু বিচার বিভাগে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ বিচারিক ক্ষমতাবাদে নির্বাহী ও প্রশাসনিক সকল দায়-দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়(কারেন্ট এফেয়ার্স:২০০৭:৪৪)। বিচার বিভাগ যদি তার স্বাধীনতা মোতাবেক কাজ করতে পারে তাহলেই দেশে সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে ভাবা যায়।

১২. অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বাধীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের মাধ্যমে সাংসদ নির্বাচিত করা একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র নির্বাচনই কেন্দ্রবিন্দু নয় এর সাথে জবাবদিহিমূলক নেতৃত্ব জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করে একটি গণতান্ত্রিক সমাজ উপহার প্রদান করতে পারে। সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক হলো নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার যা কিনা কার্যকরী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে পারে। জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে সমান সুযোগ দিতে হবে একটি জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য। নারী,পুরুষ, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে বৈষম্যহীন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সব সময় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে নির্বাচনের মাধ্যমে যে সকল জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তারা সব সময় জনগণের নিকট জবাবদিহি থাকে এবং সরকার পরিচালনায় তারা সততা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। আর এ সকল বিষয়কে পরিপূর্ণতা দিতে পারে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৮ থেকে ১২৬ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। দেশের বহুল আলোচিত, সমালোচিত ও বিতর্কিত সাংবিধনিক সংস্থা নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেন (কারেন্ট এ্যাফেয়াস:২০০৭:৬২)। নির্বাচন কমিশন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক হিসাবে কাজ করে থাকে।

১৩. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশে দুর্নীতি হবে,অপরাধ সংঘটিত হবে,অন্যায় হবে কিন্তু দুর্নীতিবাজ,অপরাধী ও অন্যায়কারীদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং দোষ প্রমাণিত হলে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি পেতে হবে। আর এটা নিশ্চিত করতে পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে। তাদের প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে।

১৪.সরকারী- বেসরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে ই-গভর্ন্যান্স পদ্ধতি চালু ও কার্যকর করতে হবে। এই পদ্ধতিটি সনাতন আমলাতন্ত্রকে আর ও বেশী দক্ষ,জবাবদিহিমূলক এবং স্বচ্ছ করে তুলবে।

১৫. সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবার মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'সিটিজেন চার্টার' চালু ও কার্যকর করতে হবে। সেই সাথে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও অনিয়মের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বাজেটসহ সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সিভিল সমাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কেননা নিরস্ত্র মানুষের সমাজই হলো আমাদের সিভিল সমাজ।মূলতঃ সুশীল সমাজের আন্তরিকতা,সাহসিকতা ও উদ্যমের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। এনজিও এবং পেশাজীবি বিভিন্ন গ্রুপের মধ্য দিয়ে সুশীল সমাজের যে কর্মকান্ড চলে আসছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। একটি সক্রিয় সুশীল সমাজের গভীরতা ও শক্তিমত্তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুস্বাস্থ্যের মাপকাঠি, যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শাসনব্যবস্থার গুনগত মান নির্ধারণের নিয়ামক। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন সক্রিয়, উদ্যমী নাগরিক সমাজ,যারা নির্বাচিত সরকারের কাছ অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দাবি করতে পারেন (প্রথম আলো:১৯ মে,২০০৫)। মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বাংলাদেশ সফরকালে বলেন,'ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ একটি মধ্যপন্থী ও সহনশীল দেশ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দেশটি ইতিবাচক সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত বছরগুলোতে দেশটি তার অর্থনীতি এবং জনগণের জীবন মান উন্নয়নে সফল হয়েছে। এর বেশীর ভাগ কৃতিত্বের দাবীদার দেশটির সুশীল সমাজ'। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সিভিল সমাজ তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যে, সিভিল সমাজের একটি ভূমিকা রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সিভিল সমাজকে আরো বেশী গতিশীল হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. দেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় মান সম্মত পরিবর্তন আনতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

১৮. বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে পুরাতন আইন কানুনের সংস্কার, নতুন নিয়ম কানুন প্রণয়ন প্রবর্তন এবং অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকেতে হবে।

১৯. ব্যক্তি নির্ভরতার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠান নির্ভর পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করতে হবে। ব্যষ্টিক শাসনের সাথে সাথে সমষ্টিক শাসনের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

২০.প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে সততা, নিষ্ঠা,উন্নত মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সংকীর্ণ ও নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করা।

২১. বাংলাদেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এনজিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে এবং অনেকেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এনজিও কর্মকান্ডের কার্যকারিতা জোরদার করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন:

- এনজিও নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সুসমন্বিত করা।
- বাংলাদেশ সরকার-এনজিও উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপন
- সামাজিক খাতের কার্যক্রম,গণ্ডামীণ অবকাঠামো স্কীম ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য এনজিওদের বাজেটভূক্ত তহবিল যোগান দেবে।

২২. এনজিও খাতের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি স্বাধীন এনজিও কমিশন গঠন করতে হবে। এই কমিশনের অধীনে বর্তমান নিবন্ধনকারী,নিয়ন্ত্রণকারী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থার সমস্ত দায় দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে। এনজিও গঠনে ও নিয়ন্ত্রণে যে আইন কাঠামো রয়েছে তা অত্যন্ত পুরনো। সময়ের সাথে তা হালনাগাদ করতে একটি একক আইন কাঠামো তৈরী করতে হবে। তবে বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে এনজিওর ভিন্ন ভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার বিধান রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. এনজিও'র প্রতিটি কর্মসূচী বাস্তবায়নে বছরওয়ারী ও খাতওয়ারী অনুমোদিত বাজেট সকলের কাছে উন্মুক্ত করতে হবে। এই ব্যাপারে সেবাগ্রহীতা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী,সাংবাদিক,গবেষক,সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া স্বীকৃত অডিট ফার্ম এনজিও'র অভ্যন্তরীণ অডিট করার সময় ও দাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে অডিট করার সময় এনজি'ওর প্রকৃত মূল্যায়ন করবে। অডিট ফামের সহযোগিতা নিয়ে কোনো এনজিও তার দুর্নীতি গোপন করার নজির পেলে সেই অডিট ফার্মের বিরুদ্ধে আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪.এনজিও'র নির্বাহী প্রধানের একক আধিপত্য কমানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কর্মী ও সেবাগ্রহীতার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

২৫. এনজিও কমিশন এনজিওগুলোর মানব সম্পদ, হিসাব ইত্যাদি সংক্রান্ত আদর্শ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এই নীতিমালার মূল বিষয়গুলো অপরিবর্তিত রেখে এনজিও তার নিজস্ব নীতি ও বিধিমালা তৈরী করবে (দাশ:টিআইবি রিপোর্ট:২০০৭)।

২৬.এছাড়া ও উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন,যেমন–বৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন করতে হবে,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, অর্জিত সামাজিক পুজির সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটাতে হবে এবং মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৩ উপসংহার:

উপরোক্ত অধ্যায়ে বাংলাদেশে কিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এ বিষয়ে পদক্ষেপের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রশাসন একটি সফল প্রশাসন হতে পারে। একটি শক্তিশালী প্রশাসন বর্তমানের অনেক কাজকর্ম অন্যত্র পুনর্বন্টন করে দেবে, যাতে অনেক বেশি দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে সেগুলি করা যায়। অর্থাৎ, সকল কাজে বিকেন্দ্রীকরণ-স্থানীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করা অথবা এনজিও অথবা বেসরকারী খাতের কাছে সেগুলো চুক্তিভিত্তিক হস্তান্তর করা। সরকার স্বাস্থ্য,শিক্ষা খাতে অনেক ধরণের সেবার জন্য সরকারী অর্থের যোগান ঘটাবে এবং এর মধ্যে যে

Dhaka University Institutional Repository

সকল প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে কাজ করতে পারে সরকার তাদেরকে সুযোগ প্রদান করবে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারের একটি কাজ হবে সামান্য দিনমজুর থেকে নিয়ে সবচেয়ে বড় বেসরকারী খাতকে,তার কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রটিকে কন্টকমুক্ত করে দেয়া যাবে। বিচার ব্যবস্থা যদি স্বাধীন হয় তাহলে সরকারের নানা কর্মকান্ড ও উৎসাহিত হবে, সরকার ও জনগণের মধ্যে আচরণের জবাবদিহিতা থাকে এবং নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা যাবে। তবে এ সমস্ত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে সরকার পদ্ধতি জনগণের সাথে একটি নতুন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গঠিত হবে। দুর্নীতিবাজ এবং জবাবদিহিহীন আমলাতন্ত্র শুধু অতীতের দুঃস্বপ্ন হয়েই থাকবে। সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক হবে অবাধ ও নিরপেক্ষ। সরকারের পরিকল্পনায় তারা সহযোগিতা করবে,এ কার্যকারিতা পরিমাপ করবে এবং ব্যর্থতার জন্য একে দায়ী করবে। দেশের সকল স্তরের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তাদের দক্ষতা, কার্যসম্পাদনা এবং সাধারণ নাগরিকদের সাহায্য করার সদিচ্ছা অনুযায়ী বেতন পাবেন এবং তখন আমাদের এই দেশ হবে একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশ। যে দেশ আর কোন দিন দুর্নীতিতে শীর্ষস্থানে থাকবেনা। একটি পরিকল্পিত, সমঝোতামূলক এবং সুসংগঠিত জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে অবস্থান করবে। পৃথিবীর সকল দেশ শিক্ষা গ্রহণ করবে আমাদের এই দেশ থেকে। এটাই এখন দেশের সকলের একটি সুপ্ত বাসনা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

দাশ,কুমার,সাধন,(২০০৭) ।'এনজিও খাতের সুশাসনের সমস্যাঃ উত্তরণের উপায়', **ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ** ।

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, (২০০৩) । **করাপসন ডাটাবেজ** ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান । (১৯৯৮) । ঢাকা : আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

সোবহান, রেহমান, নাগরিক গ্রুপ ও সুশীল সমাজের ভূমিকা, **প্রথম আলো**,১৯/০৫/২০০৬ইং ।

পিআরএসপি ও আপনি, (২০০৬) । ২য় সংস্করণ ।

মিন্টু, আব্দুল আউয়াল । (২০০৪) । **বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র** । ঢাকা:ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল):ঢাকা ।

বিশ্বব্যাংক । (১৯৯৬) । **বাংলাদেশ একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা: সরকারী খাতের সংস্কার** । ঢাকা: ইউপিএল ।

মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ।(২০০৭) । নভেম্বর ।

মাসিক প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স । (২০০৭) । মার্চ, ।

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র,(২০০০) নং-৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা অধ্যয়নের নিমিত্তে পরিচালিত এ গবেষণাকর্মে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয়। কেননা এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন দিক সুক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য মূল অনুমানগুলোকে কেবল যাচাইই করেনি বরং নতুন দিকের উন্মোচন করেছে।

শাসন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, যুগে যুগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং শাসন ব্যবস্থার নানাবিধ সংজ্ঞার মাধ্যমে শাসন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটিও দেখা গেছে যে, কিভাবে শাসন ব্যবস্থা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের সুশাসনকে দেখা হয়েছে বিভিন্নভাবে এবং তার পূর্বে সুশাসন সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণা প্রদান করে সুশাসনের বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশে সুশাসনের ধারণার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সুশাসনের সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সরকারের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুশাসনের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে তার উদাহরণস্বরূপ কিছু তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যবিবরণী দেয়া হয়েছে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা সুশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নপত্রের উত্তর গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সুশাসন সম্পর্কে সবাই অবগত রয়েছেন এবং তারা যে এ বিষয়ে সচেতন এর মাধ্যমে বোঝা গেছে। এদের প্রশ্নের উত্তর থেকে ধরা হয়েছে যে, আসলে কতটুকু সুশাসন তাদের প্রতিষ্ঠানে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যবিবরণী দেয়া হয়েছে এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা সুশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নপত্রের উত্তর গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সুশাসন সম্পর্কে সবাই অবগত রয়েছে এবং তারা যে এ বিষয়ে সচেতন এর মাধ্যমে বোঝা গেছে। এদের প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, আসলে কতটুকু সুশাসন তাদের প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তবে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ব্যতীত বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানই ঐতিহ্যগতভাবে যেভাবে তাদের কাজ পরিচালনা করত সেভাবেই তাদের কাজ করছে। সুতরাং বলা যায় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি সুশাসন বিদ্যমান না থাকে তাহলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বের করার চেষ্টা হয়েছে যে, আসলেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কতটুকু সুশাসন রয়েছে। তবে এর পূর্বে দেখানো হয়েছে যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপগুলো কি। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সবগুলো প্রতিষ্ঠানে কোন ধরণের পদক্ষেপই নেয়া হয়নি।এমতাবস্থায় সুশাসন প্রত্যাশা করা খুবই কঠিন একটি বিষয় বলে মনে হয়। সুশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় অনেকে বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রদান থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন, কারণ তারা মনে করেন, এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করলে তাদের অসুবিধা হতে পারে। তাই নির্ভুল তথ্য প্রদান করতে কিছু কর্মকর্তা নারাজ ছিলেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে যে সুপারিশগুলো মাধ্যমে বাংলাদেশ তার সঠিক স্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় যখন ত্রুটি থাকে বা ত্রুটিগুলো চিহ্নিত হয়, তখন তা কাটানোর চেষ্টা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমন কোন চেষ্টা যে হয়নি তা নিশ্চিত করেই বলা যাচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটেছে। বিশ্বব্যাংকের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০৪ সালের বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার মানের আরও অবনতি হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর কথা, সেখানে বাংলাদেশ যাচ্ছে পেছনের দিকে। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মান যাচাইয়ের জন্য বিশ্বব্যাংক যে ছয়টি সূচক বিবেচনায় নিয়েছিল সেগুলো হচ্ছে জনমত ও স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সরকারের কার্যকারিতা, নিয়ন্ত্রণ মান,

Dhaka University Institutional Repository

আইনের শাসন ও দুর্নীতি দমন। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা,নিয়ন্ত্রণ মান ও দুর্নীতি দমন পরিস্থিতি সূচকে। এই তিনটি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান অন্য নিম্ন আয়ের দেশের তুলনায় খুবই খারাপ। অথচ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দিন দিন এই সূচকগুলোর মান উন্নত হবার কথা। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের পর থেকে গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম রয়েছে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন হচ্ছে। এমন অবস্থায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়, বরং পর্যায়ক্রমে তা আরো সংহত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে এর উল্টোটি। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন হচ্ছে ; কিন্তু গণতন্ত্রের অন্য চর্চাগুলো হচ্ছেনা, সংসদকে বলা যায় পরিকল্পিতভাবে অকার্যকর করে রাখা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে বাংলাদেশে আছে একটি অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা দুই প্রধান দলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এতে দলের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বাংলাদেশের উন্নয়নে শাসন ব্যবস্থার এই দুর্বলতা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সৃষ্টি হচ্ছে নানা রকম বাধা। আর এই বাধাগুলোকে অতিক্রম করতে পারলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে বলে আশা করা যায়।

আসলে একটি দেশকে সুশাসনের ক্ষেত্রে তখনই সফল বলা যাবে যখন দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং তা যেন সম্পূর্ণ আইনের মাধ্যমে হয়, জীবন যাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সীমিত আয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন-ভাতার মৌলিক সংস্কার করা,পাশাপাশি সব নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন করে দুর্নীতির প্রতি 'জিরো টলারেন্স' প্রতিষ্ঠা করা। দুর্নীতি দমন কমিশনসহ যেসব মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে, তাদের আরও সক্রিয়, কার্যকর ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা, তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাব নির্মূল করে জনপ্রতিনিধিত্বে ,বিশেষ করে জাতীয় সংসদে সততা ও স্বচ্ছতার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনের শাসনের নিশ্চিত করা। সর্বোপরি আপামর জনগণকে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে দুর্নীতি বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সততা, স্বচ্ছতা, দেশপ্রেম ও দায়বদ্ধতার সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করা । তবে আশার কথা এই যে, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা আর রক্ত আর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ। সে বাংলাদেশ আজ চেষ্টা করছে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে এবং প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে সুশাসন। বর্তমান নিদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক দলের বড় বড়

Dhaka University Institutional Repository

নেতাদের দুর্নীতির অভিযোগে আটক করা হয়েছে। এ সকল দুর্নীতিবাজদের আদালতে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ড ও দেয়া হয়েছে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমনের জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে নানা ধরণের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ ও গ্রহণ করেছে। এসবের পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধে দেশের বিভিন স্থানে এখন চলছে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যক জনগণ দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছেন, যা অবশ্যই একটি শুভ লক্ষণ। দুর্নীতি থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি সুষ্ঠু সুন্দর পরিমন্ডল। একথা দেশের সকল জনগণের জানা প্রয়োজন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনগণ অংশ নিয়েছিলো একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও স্বাধীনতার সুফল পাওয়ার জন্য। আর এই স্বাধীনতার সুফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশ থেকে কালো,ভয়ঙ্কর ও সর্বগ্রাসী ব্যাধিকে যে কোন মূল্যে প্রতিরোধ করা। সবাই মিলে দুর্নীতিকে 'না'বললে বিশ্বের দরবারে একটি সুখী, সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত দেশ হিসেবে গড়ে তোলাই এখন সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

ADB(1999).**Governance: Sound Development Management**, Manila: Asian Development Bank.

Ahmed,S.G.(1986). **Public Personnel Administration Bangladesh**.Dhaka: Dhaka University .

Akash,M.M.(1997).**Governance and Development in Crisis in Governance: A Review of Bangladesh's Development**. Dhaka:University Press Limited(UPL).

Alam,AZ.M,Shamsul.(1997). **Administration & Ethics**. Dhaka: Bangladesh Cooperative Book Society Ltd.

Aminuzzaman,S.M.(1996). 'Accountability and Promotion of Ethics and Standards of Behavior of Public Bureaucracy in Bangladesh,'**Asian Review of Public Administration** 1(1) 13-27.

Barthwal.C.P.(ed).**Good Governance in India**.New Delhi: Deep & Deep Publications.

BRAC (2006). **Annual Report.** Dhaka:BRAC.

Baxter,C.(1997).**Bangladesh:From a Nation to a State**.Colarado:

West View Press.

BUP,(1997).**Opinion Survey** 1997. Dhaka: Bangladesh Unnayan Parishad.

Corbett,D.(1997). **Serving the Public: Six Issues to Consider, in Accountability and Corruption: Public Sector Ethics,** eds.Gordon L.Clark, Elizabeth Prior Jonson, and Wayne Caldow.Allen & Unwin, NSW.

Dhaka University Institutional Repository

Dearden,S. (2003). ' **The Challenge to Corruption and the International Business Environment'** in John B.Kidd and Frank-Jurgen Richter eds. **Corruption and Governance in Asia**. New York:Palgrave Macmillan.

Dweivedi,O.P. (1988). ' A Comparative Analysis of Ethics, Public Policy, and the Public Service', in **Ethics, Government,and Public Policy A Reference Guide,** eds.James S. Bowman and Frerrick A. Elliston,Washington: Greenwood Press.

Dhaka Ahsania Mission (http://www.ahsaniamission.org).

Ethics, Encyclopedia Britannica,(2004)Encyclopedia Britannica Online, (http://search.eb.com/article?eu=108566).

Four Secretaries Report.(1993). **Towards Better Government in Bangladesh.** Dhaka: Government of Bangladesh.

Frischtak.L.L.(1999).**Governance Capacity & Economic Reform in Developing Countries.** Washington,D.C: The World Bank.

Fukuyama,F. (2004). **State Building: Governance and World Order in the 21st Century.** Ithaca: Cornell University Press.

GED.(2005). **Unlocking the Potential, National Strategy for Accelerated Poverty Reduction.**Dhaka: General Economic Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh,

Gould,D.J. (1991). 'Administrative Corruption: Incidence, Causes and Remedial Strategies', in A. Farzmand eds. **Handbook of Comparative and Development Public Administration**, New York: Marcel Dekker, Inc.,pp.467-480.

Governance Hub, ***What is Governance?*** (http://www.governancehub.org.uk/what_is_governance.html).

Dhaka University Institutional Repository

Halfani,M.et.al. (1994). **Towards an Understanding of Governance: The Emergence of an Idea and its Implication for Urban Research in Developing Countries.**Toronto: The Center for Urban and Community Studies, University of Toronto.

Hosein,M.(2007). '**Some Thoughts on Good Governance'**8th May,**The New Nation.**

Hope,K.R.(1985).Politics, Bureaucratic Corruption and Mal Administration in the Thirld World, **International Review of Administrative Sciences**, 51(1).

Hye,H.A.(ed). (2000).**Governance:South Asian Perspectives**, Dhaka:UPL.

Jamil,I.(1998). **Administrative Culture in Public Administratiuon : Five Essays on Bangladesh**,Norwegian Research Center in Organization and Management, Bergen and Institute of Administration and Organization Theory, University of Bergen, Norway, February (http://www.fou.uib.no/cgibin/drgrad/drgrad.)

Jahan,R.(1992).**Governance and Public Policy : A Programming Strategy.** Dhaka: The Ford Foundation.

Karim, M. A. et al. (1998). 'Restructuring the Bangaldesh Secretariat: A Total Quality Management Approach,' **Bangladesh Journal of Public Administration**,8 (1and 2).

Khan,M.M.(1998). **Administrative Reforms in Bangladesh**.New Delhi and Dhaka : South Asian Publishers Private Limited and UPL.

Khan,M.M. (2003). 'Accountability of NGOs in Bangladesh: A Critical Overview'**,Public Management Review**, 5 (2): 1-11.

Khan,M.M.(1983). 'Administrative Accountability in Bangladesh', **Indian Journal of Public Administration(IJPA),**29 (3): 682-689.

Dhaka University Institutional Repository

Khan,M.M and Hussain, S. A.(1996). 'Process of Democratization in Bangladesh',**Contemporary South Asia**,5(3):319-334.

Khan,M.M,Rahman,M.H.Siddique,N.A.(1995). 'Ethics and Public Service in Bangladesh',**IJPA**,41(3):592-608.

Khan,M.M and Zafarullah,H.M.(1990),'Trends in Bangladesh Politics,1972-1988',**The Round Table**,(315):315-321.

Khan, M.M,(2001). 'Problems of Democracy:Administrative Reform and Corruption, **BIISS Journal**, 22 (1):1-24

Khan,M.M..(2003b).' Problems of Democracy: Administrative Reform and Corruption', **Asian Affairs**. Dhaka,25(1):34-54.

Khan,S.,(2004).**Bangladesh to set up Anti-Corruption Commission**, One World South Asia, 20 February (http://www.oneworld.net/article/archive/4591)

Kochanek,S.A.,(1993).**Patron-Client Politics and Business in Bangladesh**.Dhaka:UPL.

Kooiman.J. (2003).**Governing as Governance**, London: Sage

Laking, R. (2001) .'**Bangladesh: The State of Governance'**.Dhaka: Asian Development Bank.

Landell-Mills,P.and Serajeldin,I.(1991). '**Governance and the External Factor'**, proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1991.Washington, DC:World Bank.

Maguire,M.,(1998).**Ethics in the Public Service Current Issues and Practice, Ethics and Accountability in a Context of Governance and New Public Managemen.**IOS Press:Ohmsha,Amsterdam.

Manila Declaration on Governance 1999,(1999). **World Conference on Governance**, Commonwealth Innovations,5(3):8-9.

Dhaka University Institutional Repository

Muhith,A.M.A. (2000).**Issues of Governance in Bangladesh**.Dhaka: Mowla Brothers.

OECD (1996).**Ethics in the Public Service: Current Issues in Preactice**. Public Management Occassional Papers,(14).

Peters,B.G et al,(2000).**Governance in the 21st Century,Revaitalizing the Public Service**. Mc-gill: Mc-gill Queen's University Press.

Rahman,A.,Kisunko,G.,Kapoor,K.(2000).**What is the Link Between Corruption and Economic Growth: A Bangladeshi Case-Study.** Washington D.C: The World Bank.

Rahman,M.(2004).**Poor Governance, Hurts Bangladesh Hard: Promises to Combat Corruption Are All But Fullfilled.** Dhaka: News Network .

Sekhar,R.C.(1999). **'Ethics: The Other Name for Good Governance'**, in T.N.Chaturvedi (eds.) **Towards Good Governance**.New Delhi: Indian Institute of Public Administration.

Shelley,M.R.(1999),.Governance and PublicAdministration:Meeting the Challenge of the New Millennium, **Journal of Administration and Management**.

Siddiqui,K.(1996).**Towards Good Governance in Bangladesh:Fifty Unpleasent Essays**.Dhaka:UPL.

Sobhan,R.(1993).**Problems of Governance in Bangladesh**,Dhaka: UPL.

GOB (1987).**The Administrative Tribunals Act,1980,** Government of Bangladesh, Dhaka (as modified up to the 31st May 1987)

Stowe,K.(1992). 'Good Piano Won't Play Bad Music: Administrative Reform and Good Governance', **Public Administration** 70:387-394.

GOB (2002). **The Governments Servants (Conduct) Rules 1979**.Government of the People's Republic of Bangladesh,Cabinet

Dhaka University Institutional Repository

GOB (2002). **The Governments Servants (Conduct) Rules 1979**.Government of the People's Republic of Bangladesh,Cabinet Secretariat,Establishment Division,Regulation Wing, Dacca, the 18th May, 1979 (As ammended up to December 30 2002).

GOB,**The Official Secrets Act of 1923.** Government of Bangladesh,Dhaka.

Transparency International Bangladesh,(2007).National Household Survey,Executive Summary(http://www.ti-bangladesh.org.

United Nations Development Programme. (1999).**Fighting Corruption Governance**.New York:UNDP.

World Bank (1989).**Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Development.** Washington. DC: World Bank.

World Bank (1992).**Governance and Development**, Washington,DC: World Bank.

World Bank (1996). **Bangladesh: Governance that Works: Reforming the Public Sector.** UPL: Dhaka:

World Bank (2002).**Taming the Leviathan: Reforming Governance in Bangladesh**, Washington. DC: World Bank.

Zipparo, L., Cooke, S, and Bolton, S., (1999) ***Tips from the Top: Senior NSW Public Sector Managers Discuss the Challenges of Preventing Corruption.*** Sydney: Independent Commission Against Corruption Research Report, Independent Commission Against Corruption.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

খান, এম. আব্দুল্লাহ।(১৯৯৮) **লোক প্রশাসন ও বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক ভাবনা,** অবসর প্রকাশনা সংস্থা:ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,(১৯৯৮), ১৯৯৮ সনের ৩০মে নভেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের জীবন ও জীবন ধারণ, ঢাকা: গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

টি.কে. শিল্পগোষ্ঠী।
(http//europe.bloombingcom/default.egi/action/view companies/ companyid)

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ।(২০০৩)। **করাপসন ডাটাবেজ।**

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ । (২০০৪)। **করাপসন ডাটাবেজ।**

আলী ,শেখ মকসুদ, প্রশাসনে স্বচ্ছতা, **লোক প্রশাসন বার্তা,** ৪র্থ বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা।

আহমেদ,এমাজউদ্দিন,(২০০৬)। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা** ।ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড।

প্রফেসর'স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স।(২০০৮) প্রফেসরস প্রকাশনা, জুলাই।

পিআরএসপিও আপনি, (২০০৬)। চূড়ান্ত পিআরএসপির আলোকে, ২য় সংস্করণ।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (**http://www.plancomm.gov.bd/abrut**)

বাংলাদেশ-একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা (সরকারী খাতের সংস্কার) একটি বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশনা, (১৯৯৬) ।ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) ।

Dhaka University Institutional Repository

মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ। (১৯৯৬)। **কার্যবিধিমালা**। ঢাকা:রোদ্দুর প্রকাশনী।

মিন্টু, আব্দুল, আউয়াল। (২০০৪)। **বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র**। ঢাকা: ইউপিএল।

মুহাম্মদ, আনু। (১৯৯৯)। **বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল**। প্রচিন্ত প্রকাশনী:ঢাকা।

সেলিম, মিয়া মুহাম্মদ হোসেন। (২০০৫)। **বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও**। ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ।

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র। (২০০০) । নং-৭৬, মে

সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র। (২০০০)। নং-৭৫, মে

রহমান, মোহাম্মদ ,মিজানুর । (২০০৬)। **বাংলাদেশে এনজিওর গঠন ও বিকাশ**। ঢাকা:সোমা প্রকাশনী।

প্রথম আলো । ২৪/০৮/২০০৫ ইং

প্রথম আলো । ১৫/০৫/২০০৬ ইং

প্রথম আলো । ১৯/০৫/২০০৬ ইং

প্রথম আলো । ২১/০৬/২০০৬ ইং

ইত্তেফাক । ০৫/১০/২০০৭ ইং

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

এম.ফিল থিসিস তৈরীর জন্য
সরকারী (ক্যাডার/ নন-ক্যাডার) ও
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য সমীক্ষা

নাম: শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদবী: প্রতিষ্ঠানের নাম:

১) সুশাসন বলতে আপনি কি বোঝেন?

২) আপনার মতে সুশাসনের প্রয়োজনীয় উপাদান কি?

৩) সুশাসন ও কুশাসনের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে দয়া করে কিছু বলুন?

৪) প্রশাসনকে জনমুখী করতে সুশাসন কিভাবে সহায়তা করবে বলে আপনার মনে হয়?

৫) আপনার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রয়োজন আছে কি?

৬) সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার প্রতিষ্ঠান কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন এবং তার থেকে আপনি কোন সুফল পাচ্ছেন কিনা?

Dhaka University Institutional Repository

৭) আপনার প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে জবাবদিহিতা আছে কি? যদি থাকে তাহলে কিভাবে সে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকেন?

৮) বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আরোও কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

৯) আপনি মনে করেন সুশাসন প্রতিষ্ঠাই একটি দেশের উন্নয়নের সকল উৎস?

১০) আপনার কি মনে হয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আপনার প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত ভূমিকা পালন করেছে?

১১) আপনার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আরও নতুন কোন পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে কি?

১২) উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে তাহলে এর উদাহরণ দিন?

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

নমুনায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের নাম

ক্রমিক নং	নাম
সরকারী প্রতিষ্ঠান	
১	কবির উদ্দিন আহমেদ
২	এ.কে.এম আনিসুর রহমান
৩	তৌহিদ উদ্দিন আহমেদ
৪	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
৫	ভূঞা মোহাম্মদ রেজাউর রহমান ছিদ্দিক
৬	মতিউর রহমান
৭	ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান
৮	মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
৯	আবুল লায়েস খান
১০	মোঃ মোফাক খারুল ইকবাল
১১	মোঃ আব্দুল মালেক
১২	মোঃ আমানউল্লাহ
১৩	মোঃ দেলওয়ার হোসেন
১৪	নাহিদ সুলতানা মল্লিক
১৫	মোঃ ইলিয়াস ভূইয়া
১৬	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
১৭	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
১৮	মনিরা পারভীন
১৯	মোঃ আবু এখতিয়ার হাসেমী
২০	আঃ আউয়াল খান
২১	এ জেহাদ সরকার
২২	মোঃ নাজিম উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

২৩	মোঃ মাজহারুল ইসলাম
২৪	মোসতাক আহমেদ খন্দকার
২৫	আনোয়ারুল করিম চৌধুরী
২৬	নুরজাহান বেগম
২৭	কামরুননাহার
২৮	একরাম হক
২৯	জনাব প্রদীপ কুমার
৩০	নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
৩১	লিপিকা ভদ্র
৩২	নূর আহমদ
৩৩	সালমা মমতাজ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

নমুনায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের নাম

ক্রমিক নং	নাম
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	
১	রওশন আরা
২	মাহফুজুল ফরিদ
৩	নজমুল আহসান
৪	মোঃ হারুন উর রশিদ
৫	মোঃ মামুন তালুকদার
৬	আফরোজা খাতুন
৭	এম. সাইদুল ইসলাম
৮	রফিকা আক্তার
৯	মোহাঃ আনোয়ারুল ইসলাম
১০	নাসরীন সুলতানা
১১	মোঃ আরমান বাদশা
১২	অদুদ রায়হান
১৩	রুমানা তাসমিন
১৪	রেহানী সুলতানা
১৫	শবনম শায়েমা
১৬	ডাঃ মোঃ সাইফুল আলম
১৭	ডাঃ মোঃ আবুল বাসার
১৮	ডাঃ দেওয়ান মোহাম্মদ রুবেল
১৯	মোসাঃ শামসুন্নাহার
২০	ফজিলা খানম

Dhaka University Institutional Repository

২১	করুনা কিশোর চক্রবর্তী
২২	সমাপিকা হালদার
২৩	আতিয়া আফরিন
২৪	সাইদ উদ্দিন আহমেদ
২৫	রকিবুল ইসলাম
২৬	দেওয়ান মাহমুদুর রহমান
২৭	এনামুল কিবরিয়া
২৮	তপন কুমার ঘোষ
২৯	মালিহা মোজাম্মেল
৩০	ডঃ মোঃ রাফি
৩১	নুজহাত ইমাম
৩২	তানভীর মাহমুদ
৩৩	সাধন কুমার দাস